২৯ পারা

সূরা মুল্‌ক[১]

(মক্কায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ৬৭, আয়াত সংখ্যা ঃ ৩০

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(১) মহা মহিমান্বিত তিনি সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর হাতে[২] এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١)

(২) যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য; কে তোমাদের মধ্যে কর্মে সর্বোত্তম?[৩] আর তিনি পরাক্রমশালী, বড় ক্ষমাশীল।

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (٢)

(৩) তিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সাত আকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না;[৪] আবার তাকিয়ে দেখ, কোন ত্রুটি দেখতে পাচ্ছ কি?[৫]

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعْ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (٣)

(৪) অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।[৬]

ثُمَّ ارْجِعْ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ (٤)

---

(১) এই সূরার ফযীলতের কথা বেশ কয়েকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যার মধ্যে মাত্র কয়েকটি বর্ণনা সহীহ ও হাসান। একটি বর্ণনায় এসেছে যে, নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর পবিত্র কুরআনে এমন একটি সূরা রয়েছে, যাতে শুধুমাত্র ৩০টি আয়াত আছে। সূরাটি মানুষের জন্য সুপারিশ করবে এবং (তার সুপারিশ কবুল ক'রে) তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" *(তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, আহমদ ২/২৯৯,৩২১)* দ্বিতীয় একটি বর্ণনায় এসেছে যে, "কুরআন মাজীদে এমন একটি সূরা আছে, যা তার পাঠকারীর হয়ে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে ঝগড়া করবে এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। *(মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৭/১৭২, সহীহ জামে' সাগীর ৩৬৪৪নং)* তিরমিযীর একটি বর্ণনায় এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, "রসূল ﷺ রাতে শোয়ার পূর্বে সূরা 'সাজদা এবং সূরা মুল্‌ক অবশ্যই পড়ে নিতেন।" *(ফাযায়েলে কুরআন পরিচ্ছেদ)* একটি বর্ণনা শায়খ আলবানী (রাহঃ) তাঁর 'সিলসিলাহ স্বাহীহাহ' নামক গ্রন্থে নকল করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, سُوْرَةُ تَبَارَكَ هِيَ الْمَانِعَةُ مِنْ عَـذَابِ الْقَبْـرِ অর্থাৎ, তাবারাকা সূরাটি কবরের আযাব থেকে মানুষকে বাঁচাবে।) *(ঐ ১১৪০নং, ৩/১৩১)* অর্থাৎ, তার পাঠকারীর ব্যাপারে আশা করা যায় যে, সে কবরের আযাব থেকে পরিত্রাণ পাবে। তবে শর্ত হল তাকে শরীয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান এবং ফরয কাজগুলোর প্রতি যত্ন নিতে হবে।

(2) تَبَارَكَ শব্দটি بَرَكَة থেকে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ হল বর্ধনশীল ও বেশী হওয়া। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, সৃষ্টিকুলের গুণাবলীর বহু ঊর্ধ্বে ও উচ্চে। تَفَاعـل এর স্বীগা (আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী) অনেক ও আধিক্য বুঝাতে ব্যবহার হয়। "সর্বময় কর্তৃত্ব বা রাজত্ব যাঁর হাতে" অর্থাৎ, সব রকমের শক্তি এবং আধিপত্য তাঁরই। তিনি যেভাবে চান বিশ্বজাহান পরিচালনা করেন। তাঁর কাজে কেউ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। তিনি ভিখারীকে বাদশাহ, আর বাদশাহকে ভিখারী, ধনীকে গরীব এবং গরীবকে ধনী বানান। তাঁর কৌশল ও ইচ্ছায় কারো হস্তক্ষেপ চলে না।

(3) روح (আত্মা) একটি এমন অদৃশ্যমান বস্তু যে, যে দেহের সাথে তার সম্পর্ক বহাল থাকে, তাকে জীবিত বলা হয়। আর যে দেহ হতে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, তাকে মৃত্যুর শিকার হতে হয়। জীবনের পর রয়েছে মৃত্যু। আল্লাহ তাআলা ক্ষণস্থায়ী এই জীবনের ব্যবস্থা এই জন্য করেছেন, যাতে তিনি পরীক্ষা করতে পারেন যে, এই জীবনের সদ্ব্যবহার কে করে? যে এ জীবনকে ঈমান ও আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করবে, তার জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান এবং যে এর অন্যথা করবে, তার জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

(4) অর্থাৎ, তাতে কোন অসামঞ্জস্য, কোন বক্রতা এবং কোন ত্রুটি ও খুঁত নেই। বরং তাকে একেবারে সোজা ও সমতল বানানো হয়েছে; যা এ কথা প্রমাণ করে যে, এ সবের সৃষ্টিকর্তা হলেন কেবল একজন, একাধিক নয়।

(5) কখনো কখনো এমন হয় যে, দ্বিতীয়বার ভালভাবে লক্ষ্য করলে কোন ঘাটতি বা দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। তাই মহান আল্লাহ আহবান করছেন যে, তোমরা বারবার দৃষ্টিপাত করে দেখ, তাতে কোন ছিদ্র বা ফাটল পাও কি না?

(6) এখানে আবার তাকীদ করার উদ্দেশ্য হল, নিজের মহাশক্তি এবং একত্ববাদকে আরো বেশী স্পষ্ট করা।

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ (٥)

(৫) আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং ওগুলোকে করেছি শয়তানদের প্রতি ক্ষেপণাস্ত্র স্বরূপ[৭] এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।

وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (٦)

(৬) আর যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, আর তা বড় নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقاً وَهِيَ تَفُورُ (٧)

(৭) যখন তারা তাতে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন জাহান্নামের গর্জন শুনবে, আর তা উদ্বেলিত হবে।[৮]

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (٨)

(৮) রোষে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে,[৯] যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তখনই তাদেরকে তার রক্ষীরা জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি?'[১০]

قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ (٩)

(৯) তারা বলবে, 'অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল, কিন্তু আমরা তাদেরকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরা তো মহা বিভ্রান্তিতে রয়েছ।'[১১]

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (١٠)

(১০) এবং তারা আরো বলবে, 'যদি আমরা শুনতাম অথবা জ্ঞান করতাম, তাহলে আমরা জাহান্নামীদের দলভুক্ত হতাম না।'[১২]

فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لأَصْحَابِ السَّعِيرِ (١١)

(১১) তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে।[১৩] সুতরাং জাহান্নামীরা (আল্লাহর রহমত হতে) দূর হোক![১৪]

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (١٢)

(১২) যারা না দেখেও তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।[১৫]

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ

(১৩) তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে,[১৬] নিশ্চয় তিনি অন্তর্যামী।[১৭]

([7]) এখানে নক্ষত্র সৃষ্টির দু'টি উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমতঃ আসমানের সৌন্দর্যবর্ধন। কেননা, তা প্রদীপের মত দীপ্তিমান সুন্দর দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ শয়তানদল যখন আসমানের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে, তখন একে উল্কারূপে তাদের উপর নিক্ষেপ করা হয়। এর তৃতীয় উদ্দেশ্য যেটাকে অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে তা হল, তার দ্বারা সমুদ্রে ও স্থলে পথ ও দিক নির্ণয় করা হয়।

([8]) شَهِيقٌ সেই শব্দকে বলা হয়, যা গাধার মুখ থেকে সর্বপ্রথম বের হয়। এটা বড়ই বিদঘুটে আওয়াজ। কিয়ামতের দিন জাহান্নামও গাধার মত চিৎকার করবে এবং আগুনের উপর রাখা ফুটন্ত হাঁড়ির মত উদ্বেলিত হতে থাকবে।

([9]) ক্রোধে ও রাগে তার একাংশ অন্যাংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এ জাহান্নাম কাফেরদেরকে দেখে বড় ক্রোধান্বিত হবে। (ক্রোধান্বিত হওয়ার) এই অনুভূতি মহান আল্লাহ তার মধ্যে সৃষ্টি ক'রে দেবেন। আর এ কাজ তাঁর জন্য কঠিন নয়।

([10]) যার কারণে তোমাদেরকে আজ জাহান্নামের আস্বাদ গ্রহণ করতে হল?

([11]) অর্থাৎ, আমরা পয়গম্বরদেরকে সত্যজ্ঞান করার পরিবর্তে তাঁদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিলাম। আসমানী কিতাবসমূহকে একেবারে অস্বীকার করেছিলাম। এমনকি আল্লাহর পয়গম্বরদেরকে আমরা বলেছিলাম যে, তোমরা বড়ই ভ্রষ্টতার মধ্যে আছ।

([12]) অর্থাৎ, যদি আমরা মনোযোগ সহকারে তাঁদের কথা শুনতাম এবং তাঁদের উপদেশ গ্রহণ করতাম, অনুরূপ আল্লাহর দেওয়া বিবেক-বুদ্ধি দিয়েও যদি চিন্তা ও বুঝার চেষ্টা করতাম, তাহলে আজ আমরা জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না।

([13]) যার কারণে শাস্তির যোগ্য বিবেচিত হয়েছে; আর তা হল, কুফ্‌রী করা এবং নবীদেরকে মিথ্যা ভাবা।

([14]) অর্থাৎ, তারা এখন আল্লাহ এবং তাঁর রহমত থেকে বহু দূরে সরে যাবে। কেউ কেউ বলেন, سُحْقٌ 'সুহক্ব' জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম।

([15]) অবিশ্বাসী ও মিথ্যাজ্ঞানকারী কাফেরদের মোকাবেলায় এখন এখানে ঈমানদারদের এবং তাদের সেই নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, যা তাঁরা কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর নিকট লাভ করবেন। بِالْغَيْبِ (না দেখে, অদৃশ্যভাবে) এর একটি অর্থ এই যে, তারা আল্লাহকে তো দেখেনি, কিন্তু নবীদের কথায় বিশ্বাস ক'রে তারা আল্লাহর আযাবকে ভয় করে। দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, লোকদের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য থেকে। অর্থাৎ, নির্জনেও তারা প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে।

([16]) এখানে আবারও কাফেরদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে। অর্থাৎ, তোমরা রসূল ﷺ-এর ব্যাপারে গোপনে কথা বল অথবা প্রকাশ্যে, সব কিছুই আল্লাহ অবগত আছেন। কোন কথাই তাঁর কাছে গোপন থাকে না।

([17]) এখানে তাঁর গোপনীয় ও প্রকাশ্য বিষয় জানার কারণ বর্ণনা ক'রে বলা হচ্ছে যে, তিনি তো মনের ও অন্তরের গুপ্ত রহস্যসমূহের ব্যাপারেও অবহিত। অতএব তোমাদের কথাসমূহ কিভাবে তাঁর কাছে গোপন থাকতে পারে?

الصُّدُورِ (١٣)

أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (١٤)

(১৪) যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না?[১৮] তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।[১৯]

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (١٥)

(১৫) তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম ক'রে দিয়েছেন;[২০] অতএব তোমরা ওর দিক-দিগন্তে বিচরণ কর[২১] এবং তাঁর দেওয়া রুযী হতে আহার্য গ্রহণ কর।[২২] আর পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকট।

أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (١٦)

(১৬) তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন, তিনি তোমাদেরকে সহ ভূমিকে ধসিয়ে দেবেন না? আর ওটা আকস্মিকভাবে কেঁপে উঠবে।[২৩]

أَمْ أَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (١٧)

(১৭) অথবা তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন, তিনি তোমাদের উপর পাথর বর্ষণকারী ঝড় প্রেরণ করবেন না?[২৪] তখন তোমরা জানতে পারবে, কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী![২৫]

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (١٨)

(১৮) অবশ্যই এদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যাজ্ঞান করেছিল; ফলে কেমন (ভয়ঙ্কর) ছিল আমার প্রতিকার (শাস্তি)!

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ (١٩)

(১৯) তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের উর্ধ্বদেশে পক্ষীকুলের প্রতি, যারা ডানা বিস্তার করে ও সংকুচিত করে?[২৬] পরম দয়াময়ই তাদেরকে স্থির রাখেন।[২৭] নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنْ الْكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٍ (٢٠)

(২০) পরম দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের এমন কোন সৈন্যবাহিনী আছে কি, যারা তোমাদের সাহায্য করবে?[২৮] অবিশ্বাসীরা তো ধোকায় রয়েছে।[২৯]

([18]) অর্থাৎ, মন ও অন্তর এবং তাতে উদিত যাবতীয় খেয়ালের সৃষ্টিকর্তা তো মহান আল্লাহই। তিনি কি নিজ সৃষ্টি সম্বন্ধে অনবহিত থাকতে পারেন? এখানে প্রশ্নবাচক শব্দ অস্বীকৃতি সূচক। অর্থাৎ, তিনি অনবহিত নন; তিনি সব জানেন।

([19]) لَطِيْفٌ এর অর্থ হল সূক্ষ্মদর্শী। اَلَّذِيْ لَطُفَ عِلْمُهُ بِمَا فِي الْقُلُوْبِ অর্থাৎ, যিনি হৃদয়ের যাবতীয় খবর ও অবস্থা সূক্ষ্মভাবে জানেন ও দেখেন। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([20]) ذَلُوْلٌ শব্দের অর্থ হল, এমন অনুগত, যে সামনে অবনত হয়ে যায় এবং কোন প্রকার অবাধ্যতা করে না। অর্থাৎ, যমীনকে তোমাদের জন্য নরম ও মোলায়েম ক'রে দেওয়া হয়েছে। তাকে এমন শক্ত বানানো হয়নি যে, তাতে তোমাদের বসবাস ও চলা-ফেরা কষ্টকর হতে পারে।

([21]) مَنَاكِبَ শব্দটি مَنْكِبٌ এর বহুবচন। এর অর্থ, দিক। এখানে এর অর্থ হল, যমীনের রাস্তা ও তার দিক-দিগন্ত। এখানে আদেশ 'মুবাহ' তথা বৈধ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, তার রাস্তায় বিচরণ কর।

([22]) যমীনের উৎপন্ন ফসলাদি আহার কর।

([23]) অর্থাৎ, মহান আল্লাহ যিনি আসমান অর্থাৎ, আরশের উপর সমাসীন। এখানে কাফেরদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে যে, আসমানের সেই সত্তা যখন ইচ্ছা তখনই তোমাদেরকে যমীনে ধসিয়ে দিতে পারেন। অর্থাৎ, যে যমীন তোমাদের বাসস্থান এবং তোমাদের রুযীর উৎস ও ভান্ডার, সেই শান্ত ও স্থির যমীনের মধ্যে মহান আল্লাহ কম্পন সৃষ্টি ক'রে তা তোমাদের ধ্বংসের কারণ বানাতে পারেন।

([24]) যেমন তিনি লূত সম্প্রদায় এবং হস্তীবাহিনীর (আবরাহার হাতি এবং তার সৈন্যের) উপর পাথর বর্ষণ করেছেন। পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ ক'রে তিনি তাদেরকে ধ্বংস করেছেন।

([25]) কিন্তু সে সময় এই জ্ঞান কোন উপকারে আসবে না।

([26]) পাখীরা যখন হাওয়াতে উড়তে থাকে, তখন তারা পাখা মেলে দেয়। কখনো আবার উড়ন্ত অবস্থায় নিজের পাখা গুটিয়ে নেয়। এই পাখা মেলাকে صفّ আর গুটিয়ে নেওয়াকে قَبض বলা হয়।

([27]) অর্থাৎ, কোন্ সত্তা এই উড়ন্ত পাখীকে (আকাশে) স্থির রাখেন, তাকে যমীনে পড়তে দেন না? এটা দয়াবান আল্লাহর মহাশক্তির এক নিদর্শন।

([28]) প্রশ্নবাচক এই উক্তি এখানে ধমকের জন্য এসেছে। جُنْدٌ এর অর্থ হল সৈন্যদল, গোষ্ঠী। অর্থাৎ, কোন সৈন্যদল বা গোষ্ঠী এমন নেই, যে তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে।

([29]) যে ধোঁকায় শয়তান তাদেরকে ফেলে রেখেছে।

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ (٢١)

(২১) এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে রুযী দান করবে, তিনি যদি তাঁর রুযী বন্ধ ক'রে দেন?[৩০] বস্তুতঃ তারা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবিচল রয়েছে।[৩১]

أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٢٢)

(২২) যে ব্যক্তি মুখে ভর দিয়ে চলে, সেই কি অধিক পথপ্রাপ্ত,[৩২] নাকি সেই ব্যক্তি, যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে?[৩৩]

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ (٢٣)

(২৩) বল, 'তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন[৩৪] এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ।[৩৫] তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে থাক।'[৩৬]

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٤)

(২৪) বল, 'তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।'[৩৭]

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٥)

(২৫) তারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহলে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে?'[৩৮]

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (٢٦)

(২৬) তুমি বল, 'এর জ্ঞান শুধু আল্লাহরই নিকট আছে;[৩৯] আর আমি তো স্পষ্ট সকর্তকারী মাত্র।'[৪০]

([30]) অর্থাৎ, আল্লাহ যদি বৃষ্টি বর্ষণ না করেন অথবা যমীনকেই যদি ফসলাদি উৎপন্ন করতে নিষেধ করে দেন কিংবা যদি পাকা ফসলকে নষ্ট ক'রে দেন; যেমন কখনো কখনো তিনি এইরূপ ক'রে থাকেন, যার কারণে তোমাদের জীবিকার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, যদি মহান আল্লাহ এইরূপ ক'রে দেন তাহলে বল, আর এমন কে আছে, যে আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত তোমাদের জন্য রুযীর ব্যবস্থা ক'রে দেবে?

([31]) তাদের উপর ওয়ায-নসীহতের এই কথাগুলোর কোন প্রভাব পড়ে না, বরং তারা সত্যের বিরুদ্ধাচরণ ক'রেই যাচ্ছে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ভ্রষ্টতার দিকে আগে বাড়তেই আছে। না তারা উপদেশ গ্রহণ করে, আর না তারা চিন্তা-ভাবনা করে।

([32]) মুখে ভর দিয়ে যে চলে সে ডানে-বামে, আগে-পিছে কিছুই দেখে না এবং সে হোঁচট খাওয়া থেকেও রক্ষা পায় না। এমন মানুষ কি নিজ গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে? অবশ্যই না। অনুরূপ দুনিয়ায় আল্লাহর নাফরমানীতে ডুবে থাকা ব্যক্তি পরকালে সাফল্য লাভ করা হতে বঞ্চিত থাকবে।

([33]) যে পথে কোন বক্রতা নেই ও ভ্রষ্টতার আশঙ্কা নেই এবং সে সামনে ও ডানে-বামে দেখতেও পায়। নিশ্চিত যে, এমন ব্যক্তি তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ, আল্লাহর আনুগত্যের সরল পথ অবলম্বনকারী আখেরাতে বড়ই সৌভাগ্যবান হবে। কেউ কেউ বলেন যে, এটা মুমিন ও কাফের উভয়ের সেই অবস্থার বিবরণ, যা কিয়ামতে তাদের হবে। কাফেরদেরকে মুখের উপর ভর ক'রে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। আর মুমিনরা সোজা হয়ে নিজের পায়ে হেঁটে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেমন, কাফেরদের ব্যাপারে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, [وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ] "আমি তাদেরকে কিয়ামতের দিন মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় সমবেত করব" *(সূরা বানী ইস্রাঈল ৯৭ আয়াত)*

([34]) অর্থাৎ, প্রথমবার সৃষ্টিকারী হলেন আল্লাহই।

([35]) যা দিয়ে তোমরা শুনতে পার, দেখতে পার এবং আল্লাহর সৃষ্টিকুল সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা ক'রে আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে পার। মহান আল্লাহ তিনটি (ইন্দ্রিয়)শক্তির কথা উল্লেখ করেছেন; যার দ্বারা মানুষ শ্রাব্য, দৃশ্য ও অনুভবযোগ্য সকল বস্তুর জ্ঞান লাভ করতে পারে। এতে এক দিক দিয়ে হুজ্জত কায়েম করাও হয়েছে এবং আল্লাহ প্রদত্ত এই নিয়ামতগুলোর উপর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করার নিন্দাও করা হয়েছে। এই জন্য আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, "তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে থাক।"

([36]) অর্থাৎ, অল্প পরিমাণ অথবা অল্প সময়ব্যাপী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে থাক। কিংবা কৃতজ্ঞতার স্বল্পতা উল্লেখ ক'রে তাদের তরফ থেকে পূর্ণ কৃতঘ্নতাকেই বুঝানো হয়েছে।

([37]) অর্থাৎ, মানুষকে সৃষ্টি ক'রে তিনিই তাদেরকে যমীনে ছড়িয়ে দিয়েছেন। কিয়ামতের দিন সকলকেই তাঁরই নিকট উপস্থিত হতে হবে, অন্য কারো নিকট নয়।

([38]) এ কথা কাফেররা ঠাট্টা ও বিদ্রূপ ক'রে এবং কিয়ামতকে বহু দূর মনে ক'রে বলত।

([39]) তিনি ব্যতীত তা কেউ জানে না। অন্যত্র তিনি বলেন, (الأعراف: ١٨٧) [قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي] "তুমি বলে দাও, এর খবর তো আমার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে।" *(সূরা আরাফ ১৮৭ আয়াত)*

([40]) অর্থাৎ, আমার কাজ হল সেই (মন্দ) পরিণাম থেকে তোমাদেরকে সতর্ক করা, যা আমাকে মিথ্যা ভাবার কারণে তোমরা প্রাপ্ত হবে। ভিন্ন কথায়, আমার কাজ তো ভীতি প্রদর্শন করা, অদৃশ্যের খবর বলা নয়। তবে যে ব্যাপারে আল্লাহ নিজে থেকেই আমাকে বলে দেন (তার কথা ভিন্ন)।

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ (٢٧)

(২৭) যখন ওটা[৪১] আসন্ন দেখবে তখন অবিশ্বাসীদের মুখমন্ডল মলিন হয়ে যাবে[৪২] এবং বলা হবে, 'এটাই তো সেই জিনিস, যা তোমরা দাবি করছিলে।'[৪৩]

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (٢٨)

(২৮) বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি? যদি আল্লাহ আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন, তাহলে অবিশ্বাসীদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি হতে কে রক্ষা করবে?'[৪৪]

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (٢٩)

(২৯) বল, 'তিনি পরম দয়াময়, আমরা তাতে বিশ্বাস করি[৪৫] ও তাঁরই উপর নির্ভর করি।[৪৬] সুতরাং শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।'[৪৭]

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ (٣٠)

(৩০) বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি? যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তাহলে কে তোমাদেরকে এনে দেবে প্রবহমান পানি?'[৪৮]

সূরা কালাম
(মক্কায় অবতীর্ণ)
সূরা নং ঃ ৬৮, আয়াত সংখ্যা ঃ ৫২

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (١)

(১) নূন,[৪৯] শপথ কলমের[৫০] এবং ওরা (ফিরিশ্তাগণ) যা লিপিবদ্ধ করে তার।[৫১]

([41]) رَأَوْهُ এর মধ্যে هُ সর্বনাম (ওটা) থেকে অধিকাংশ মুফাস্সিরগণ 'প্রতিশ্রুতি' (কিয়ামতের আযাব)এর প্রতি ইঙ্গিত বুঝিয়েছেন।

([42]) অর্থাৎ, লাঞ্ছনা, ভয়াবহতা এবং আতঙ্কের কারণে তাদের মুখমন্ডল মলিন হয়ে যাবে। এ কথাকে অন্যত্র মুখমন্ডল কালো হয়ে যাবে বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। *(সূরা আলে ইমরান ১০৬ আয়াত)*

([43]) অর্থাৎ, এই আযাব যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, তা তো সেই আযাবই, যা তোমরা পৃথিবীতে দ্রুত দেখতে চাচ্ছিলে। যেমন, সূরা স্বাদের ১৬নং আয়াতে এবং সূরা আনফালের ৩২নং আয়াতে উল্লেখ হয়েছে।

([44]) অর্থাৎ, চাহে রসূল ও তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদেরকে আল্লাহ মৃত্যু অথবা হত্যা দ্বারা ধ্বংস ক'রে দেন কিংবা তাদেরকে অবকাশ দেন; কিন্তু এই কাফেরদের জন্য তো আল্লাহর আযাব থেকে কোন রক্ষাকারী নেই। অথবা এর অর্থ হল, আমরা ঈমান আনা সত্ত্বেও ভয় ও আশার মধ্যে চিন্তাগ্রস্ত, তাহলে কুফরী করলে তোমাদেরকে আযাব থেকে কে বাঁচাতে পারবে?

([45]) অর্থাৎ, তাঁর একত্ববাদের উপর। এই জন্য তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করি না।

([46]) অন্য কারোর উপর নয়। আমি আমার যাবতীয় ব্যাপার তাঁকেই সোপর্দ করি, অন্য কাউকে নয়। যেমন মুশরিকরা অন্যকে ক'রে থাকে।

([47]) তোমরা, নাকি আমরা? এতে কাফেরদের প্রতি কঠোর ধমক রয়েছে।

([48]) غَــوْرٌ শব্দের অর্থ হল শুকিয়ে যাওয়া অথবা পানির এত গভীরে চলে যাওয়া যে, সেখান হতে তা বের করা অসম্ভব হয়। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যদি পানি শুকিয়ে দিয়ে তার অস্তিত্বই শেষ ক'রে দেন অথবা মাটির এত গভীরে ক'রে দেন, যেখান থেকে পানি বের করতে সর্বপ্রকার যন্ত্র ব্যর্থ সাব্যস্ত হয়, তাহলে বল, কে আছে এমন, যে তোমাদের জন্য প্রবহমান ও নির্মল পানির ব্যবস্থা করে দেবে? অর্থাৎ, কেউ নেই। এটা মহান আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ যে, তোমাদের অবাধ্যতা সত্ত্বেও তিনি তোমাদেরকে পানি থেকে বঞ্চিত করেননি।

([49]) نَ অক্ষরটি ঐ শ্রেণীর বিচ্ছিন্ন অক্ষরমালার অন্তর্ভুক্ত যা পূর্বে বহু সূরায় অতিবাহিত হয়েছে। যেমন, ص، ق (স্বাদ, ক্বাফ) ইত্যাদি।

([50]) আল্লাহ তাআলা কলমের কসম খেয়েছেন। আর কলমের একটি গুরুত্ব এই কারণে রয়েছে যে, তার দ্বারা বর্ণনা ও মনের ভাবপ্রকাশের কাজ সম্পাদিত হয়। কেউ কেউ বলেন, এ থেকে সেই নির্দিষ্ট কলমকে বুঝানো হয়েছে, যেটাকে মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম সৃষ্টি ক'রে ভাগ্য লেখার আদেশ করেছিলেন এবং সে শেষ পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে, তা সবই লিখেছিল। *(তিরমিযী, তাফসীর সূরা নূন)*

([51]) يَسْــطُرُوْنَ ক্রিয়ার কর্তা হল সেই কলমওলারা, যা কলম শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয়। কেননা, লেখনীর উল্লেখ স্বাভাবিকভাবে লেখকের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। অর্থ হল, তারও শপথ যা লেখকরা লিখে। অথবা ঐ ক্রিয়ার কর্তা হলেন ফিরিশ্তাগণ, যেমন

مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (٢)

(২) তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে পাগল নও।[৫২]

وَإِنَّ لَكَ لأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ (٣)

(৩) তোমার জন্য অবশ্যই রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।[৫৩]

وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤)

(৪) তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।[৫৪]

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (٥)

(৫) শীঘ্রই তুমি দেখবে এবং তারাও দেখবে।[৫৫]

بِأَيِّيكُمْ الْمَفْتُونُ (٦)

(৬) তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (٧)

(৭) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অধিক অবগত আছেন যে, কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি অধিক জানেন, কারা সৎপথপ্রাপ্ত।

فَلا تُطِعْ الْمُكَذِّبِينَ (٨)

(৮) সুতরাং তুমি মিথ্যাবাদীদের আনুগত্য করো না।[৫৬]

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (٩)

(৯) তারা চায় যে, তুমি নমনীয় হও। তাহলে তারাও নমনীয় হবে।[৫৭]

وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ (١٠)

(১০) এবং অনুসরণ করো না তার, যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত।

هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (١١)

(১১) পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়।

مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (١٢)

(১২) যে কল্যাণের কাজে বাধাদান করে, যে সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ।

عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (١٣)

(১৩) রূঢ় স্বভাব এবং তার উপর গোত্রহীন;[৫৮]

অনুবাদে ফুটে উঠেছে।

([52]) এটা হল কসমের জওয়াব। এতে কাফেরদের কথার প্রতিবাদ করা হয়েছে। তারা মুহাম্মাদ ﷺ-কে পাগল বলত। [يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ] অর্থাৎ, (তারা বলল,) হে ঐ ব্যক্তি! যার প্রতি কুরআন নাযিল হয়েছে, তুমি তো একটা পাগল। *(সূরা হিজ্‌র ৬ আয়াত)*

([53]) নবুঅতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যত কষ্ট তুমি সহ্য করেছ এবং শত্রুদের (ব্যথাদায়ক) যত কথা তুমি শুনেছ, সে সবের বিনিময়ে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে অশেষ প্রতিদান তুমি লাভ করবে। مَــنٌّ এর অর্থ বিচ্ছিন্ন করা। غَــيرَ مَمنُــون অর্থ ঃ নিরবচ্ছিন্ন, অশেষ।

([54]) خُلُقٍ عَظِيمٍ থেকে ইসলাম, দ্বীন অথবা কুরআন মাজীদকে বুঝানো হয়েছে। অর্থ হল, তুমি ঐ মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত আছ, যার আদেশ মহান আল্লাহ তোমাকে কুরআনে অথবা ইসলামে দিয়েছেন। অথবা এর অর্থ হল, এমন শিষ্টাচার, ভদ্রতা, নম্রতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, বিশ্বস্ততা, সততা, সহিষ্ণুতা এবং দানশীলতা ইত্যাদি সহ অন্য যাবতীয় চারিত্রিক ও নৈতিক গুণাবলী যার অধিকারী তিনি নবুঅতের পূর্বেও ছিলেন এবং নবুঅতের পর যা আরো উন্নত হয় ও সৌন্দর্য-সমৃদ্ধ হয়। আর এই কারণেই যখন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি বলেন, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ অর্থাৎ, তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন। *(মুসলিম ঃ মুসাফিরীন অধ্যায়)* মা আয়েশার এই উত্তর خُلُقٍ عَظِيمٍ এর উল্লিখিত উভয় অর্থেই শামিল।

([55]) অর্থাৎ, যখন সত্য প্রকাশিত হয়ে যাবে এবং কোন কিছুই গোপন থাকবে না। আর এটা হবে কিয়ামতের দিন। কেউ কেউ বলেছেন, এ কথার সম্পর্ক বদর যুদ্ধের সাথে।

([56]) এখানে আনুগত্যের অর্থ এমন নমনীয়তা, যার প্রকাশ মানুষ তার বিবেক না চাইলেও ক'রে থাকে। অর্থাৎ, মুশরিকদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ও নমনীয়তা প্রকাশ করার কোন প্রয়োজন নেই।

([57]) অর্থাৎ, তারা তো এটাই চায় যে, তুমি তাদের উপাস্যগুলোর ব্যাপারে একটু নম্র ভাব প্রকাশ কর, তাহলে তারাও তোমার ব্যাপারে নম্র ভাব অবলম্বন করবে। কিন্তু বাতিলের ব্যাপারে শিথিলতার ফল এই হবে যে, বাতিল পন্থীরা তাদের বাতিলের পূজা ছাড়তে ঢিলেমি করবে। কাজেই সত্যের ব্যাপারে শিথিলতা (দ্বীন) প্রচারের কৌশল এবং নবুঅতের দায়িত্ব পালনের কাজের জন্য বড়ই ক্ষতিকর।

([58]) এখানে কাফেরদের চারিত্রিক অবনতির কথা বলা হচ্ছে, যার কারণে নবী ﷺ-কে শিথিলতা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এই মন্দ গুণগুলো নির্দিষ্ট কোন এক ব্যক্তির বর্ণনা করা হয়েছে, না সাধারণভাবে সকল কাফেরের? প্রথমটির সমর্থন কোন কোন বর্ণনায় থাকলেও তা প্রামাণিক নয়। সুতরাং উদ্দেশ্য ব্যাপক। অর্থাৎ, এমন সকল ব্যক্তিই উদ্দেশ্য, যার মধ্যে উক্ত (মন্দ) গুণগুলো পাওয়া যাবে। زَنِيمٌ অবৈধ সন্তান (জারজ, গোত্রহীন) অথবা প্রসিদ্ধ ও কুখ্যাত।

أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (١٤)

(১৪) (এ জন্য যে) সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধিশালী।[৫৯]

إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ (١٥)

(১৫) তার নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে সে বলে, এটা তো সেকালের উপকথা মাত্র।

سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ (١٦)

(১৬) আমি তার শুঁড় (নাক) দাগিয়ে দেব।[৬০]

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (١٧)

(১৭) আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি,[৬১] যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম বাগানের মালিকদেরকে,[৬২] যখন তারা শপথ করল যে, তারা ভোর-সকালে তুলে আনবে বাগানের ফল,[৬৩]

وَلا يَسْتَثْنُونَ (١٨)

(১৮) এবং তারা 'ইন শাআল্লাহ' বলল না।

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (١٩)

(১৯) অতঃপর সেই বাগানে তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে এক বিপর্যয় হানা দিল, যখন তারা ঘুমিয়ে ছিল।[৬৪]

فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (٢٠)

(২০) ফলে তা ফসল-কাটা ক্ষেতের মত হয়ে গেল।[৬৫]

فَتَنَادَوا مُصْبِحِينَ (٢١)

(২১) ভোর-সকালে তারা একে অপরকে ডাকাডাকি ক'রে বলল,

أَنْ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ (٢٢)

(২২) 'তোমরা যদি ফল তুলতে চাও, তাহলে সকাল সকাল বাগানে চল।'

فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ (٢٣)

(২৩) অতঃপর তারা চুপিসারে কথা বলতে বলতে (পথ) চলতে শুরু করল,[৬৬]

أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ (٢٤)

(২৪) 'আজ যেন সেখানে তোমাদের নিকটে কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি প্রবেশ করতে না পারে।'[৬৭]

([59]) অর্থাৎ, উল্লিখিত মন্দ চরিত্রের শিকার সে এই জন্য হয় যে, আল্লাহ তাআলা তাকে ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততির নিয়ামত দানে ধন্য করেছেন। অর্থাৎ, সে নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়ে অকৃতজ্ঞ হয়। কেউ কেউ বলেন, এর সম্পর্ক হল, وَلا تُطِعْ (আনুগত্য করো না) কথার সাথে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তির মধ্যে এইসব মন্দ গুণ বিদ্যমান থাকে, তার কথা কেবল এই জন্য মেনে নেওয়া হয় যে, তার আছে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি।

([60]) কারো নিকটে এর সম্বন্ধ হল দুনিয়ার সাথে। যেমন বলা হয় যে, বদর যুদ্ধে কাফেরদের নাককে তলোয়ারের নিশানা বানানো হয়েছিল। আবার কেউ বলেন, এটা কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের নিদর্শন হবে; তাদের নাকে দেগে চিহ্নিত করা হবে। অথবা অর্থ হল মুখমন্ডলের কালিমা। যেমন, কাফেরদের মুখমন্ডল সেদিন কালো হয়ে যাবে। কেউ বলেন, কাফেরদের এই পরিণতি দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জায়গাতেই সম্ভব।

([61]) 'তাদেরকে' বলতে মক্কাবাসীকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আমি তাদেরকে ধন-মাল দান করেছিলাম। যাতে তারা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, কুফ্‌রী ও অহংকার করার জন্য নয়। কিন্তু তারা কুফ্‌রী এবং অহংকারের পথ অবলম্বন করেছিল। ফলে আমি তাদেরকে দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি দিয়ে পরীক্ষা করি। নবী ﷺ-এর অভিশাপের কারণে তাতে তারা কিছু দিন ভুগেছিল।

([62]) বাগানওয়ালাদের ঘটনা আরবদের মাঝে প্রসিদ্ধ ছিল। এই বাগানটি (ইয়ামানের) সানআ' থেকে দুই ফারসাখ (৬ মাইল) দূরত্বে অবস্থিত ছিল। বাগানের মালিক তা হতে উৎপন্ন ফল-মূল থেকে গরীব মিসকীনদের উপরও খরচ করত। কিন্তু তার মৃত্যুর পর যখন তার সন্তানরা তার উত্তরাধিকারী হল, তখন তারা বলল যে, এ থেকে আমাদের সংসারের খরচই তো কোন রকম বের হয়। তাই আমরা বাগানের উপার্জিত ফসল হতে গরীব ও অভাবীদেরকে কিরূপে দান করব? সুতরাং মহান আল্লাহ সেই বাগানটিকে ধ্বংস ক'রে দিলেন। বলা হয় যে, এই ঘটনা ঈসা ﷺ-কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার কিছু দিন পর ঘটেছিল। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* বিস্তারিত এই আলোচনা তফসীর গ্রন্থের বর্ণনার ভিত্তিতে উল্লেখ করা হয়।

([63]) صَرْمٌ এর অর্থ হল ফল তোলা, ফসল কাটা। مُصْبِحِينَ শব্দটি হল হাল (ক্রিয়া বিশেষণ)। অর্থাৎ, ভোর-সকালেই ফল তুলে ফেলব এবং ফসলাদি কেটে নেব।

([64]) কেউ কেউ বলেন, বাগানে রাতারাতিই আগুন লেগে গিয়েছিল। আর কেউ বলেন, জিব্রাঈল ﷺ এসে বাগানটিকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন।

([65]) অর্থাৎ, যেভাবে ফসলাদি কেটে নেওয়ার পর ক্ষেত শুকিয়ে যায়, ঠিক এইভাবে পুরো বাগানটাই ধ্বংস হয়ে গেল। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন যে, বাগানটি পুড়ে কালো রাতের মত হয়ে গেল।

([66]) অর্থাৎ, প্রথমতঃ তারা অতি সকালে বাগানের দিকে যাত্রা করল। দ্বিতীয়তঃ আস্তে আস্তে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল, যাতে তাদের বাগানে যাওয়ার কথা কেউ টের না পায়।

([67]) অর্থাৎ, তারা একে অপরকে বলছিল যে, আজ বাগানে এসে কেউ যেন কিছু চাইতে না পারে। যেমন, আমাদের বাপের

وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ (٢٥)

(২৫) অতঃপর তারা (অভাবীদেরকে) নিবৃত্ত করতে সক্ষম --এই বিশ্বাস নিয়ে প্রভাতকালে বাগানে গেল।[৬৮]

فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ (٢٦)

(২৬) অতঃপর তারা যখন বাগানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করল,[৬৯] তখন তারা বলল, 'আমরা তো পথ হারিয়ে ফেলেছি।[৭০]

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (٢٧)

(২৭) বরং আমরা তো বঞ্চিত!'[৭১]

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ (٢٨)

(২৮) তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলল, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? তোমরা (আল্লাহর) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছ না কেন?'[৭২]

قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (٢٩)

(২৯) তারা বলল, 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি, নিশ্চয় আমরা তো সীমালংঘনকারী ছিলাম।'[৭৩]

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ (٣٠)

(৩০) অতঃপর তারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল।

قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ (٣١)

(৩১) তারা বলল, 'হায় দুর্ভোগ আমাদের! নিশ্চয় আমরা সীমালংঘনকারী ছিলাম।

عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْراً مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ(٣٢)

(৩২) আমরা আশা রাখি যে, আমাদের প্রতিপালক এর পরিবর্তে আমাদেরকে উৎকৃষ্ট বাগান দেবেন; আমরা আমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হলাম।'[৭৪]

كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ(٣٣)

(৩৩) শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে।[৭৫] আর পরকালের শাস্তি কঠিনতর; যদি তারা জানত।[৭৬]

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٣٤)

(৩৪) আল্লাহভীরুদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই ভোগ-বিলাসপূর্ণ জান্নাত রয়েছে।

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (٣٥)

(৩৫) আমি কি আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দেরকে অপরাধীদের মত গণ্য করব?[৭৭]

যামানায় লোকেরা এসে নিজেদের অংশ নিয়ে যেত।

([68]) حَرْدٍ শব্দের একটি অর্থ শক্তি ও কঠোরতা করা হয়েছে। কেউ কেউ এর অর্থ করেছে, রাগ ও হিংসা। অর্থাৎ, ফকীর ও মিসকীনদের প্রতি ক্রোধ অথবা হিংসা প্রকাশ ক'রে। قَادِرِيْنَ শব্দটি হাল (ক্রিয়া-বিশেষণ)। অর্থাৎ, নিজেদের ব্যাপারে তারা অনুমান ক'রে নিয়েছিল অথবা তাদের ধারণা ছিল যে, নিজেদের বাগানকে তারা আয়াত্তে ক'রে নিয়েছে অথবা অর্থ হল, মিসকীনদেরকে তারা নিজেদের কাবুতে করতে সক্ষম।

([69]) অর্থাৎ, বাগানের জায়গাকে ছায়ের স্তূপ অথবা ধ্বংস-স্তূপরূপে দেখতে পেল।

([70]) প্রথমে তারা পরস্পরকে এ কথাই বলেছিল।

([71]) অতঃপর যখন তারা চিন্তা-ভাবনা করল, তখন জানতে পারল যে, বিপদগ্রস্ত এবং বিনাশিত এই বাগানই হল আমাদের বাগান। যাকে মহান আল্লাহ আমাদের কর্মদোষে এ রকম ক'রে দিয়েছেন। আর অবশ্যই এটা আমাদের বঞ্চনা-ভাগ্য।

([72]) কেউ কেউ এখানে 'তাসবীহ' (আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করা বলতে 'ইন শাআল্লাহ' বলা বুঝিয়েছেন।

([73]) অর্থাৎ, এখন তারা বুঝতে পেরেছে যে, পিতা যে নিয়মে কাজ করেছেন তার বিপরীত পদক্ষেপ গ্রহণ ক'রে আমরা বড়ই ভুল করেছি। যার শাস্তি আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন। এ থেকে এও বোঝা গেল যে, গোনাহ করার দৃঢ় সংকল্প করা ও তার প্রতি প্রাথমিক পদক্ষেপও গোনাহ করার মতই অপরাধ। এতে পাকড়াও হতে পারে। (যেমন হাদীসে এসেছে, দুই মুসলিম খুনাখুনি করলে খুনী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই দোযখে যাবে। কারণ নিহত ব্যক্তিরও তার সঙ্গীকে খুন করার দৃঢ় সংকল্প ছিল।) শুধুমাত্র সেই পাপ-ইচ্ছা ক্ষমার যোগ্য, যা মনের খেয়াল ও কল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

([74]) বলা হয় যে, তারা আপোসে অঙ্গীকারবদ্ধ হল যে, আল্লাহ যদি পুনরায় আমাদেরকে মাল-ধন দান করেন, তাহলে আমরা পিতার মতই তা হতে গরীবদের অধিকার আদায় করব। আর এই জন্যই তারা লজ্জিত হয়ে তওবা ক'রে প্রতিপালকের নিকট আশার কথাও ব্যক্ত করল।

([75]) অর্থাৎ, আল্লাহর আদেশের যারা বিরোধিতা করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত মাল ব্যয় করার ব্যাপারে কৃপণতা করে, তাদেরকে আমি এইভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। (যদি আমার ইচ্ছা হয় তাহলে।)

([76]) কিন্তু বড় অনুতাপের বিষয় যে, তারা এই বাস্তবিকতাকে বুঝে না, যার কারণে কোন পরোয়াও করে না।

([77]) মক্কার মুশরিকরা বলত যে, যদি কিয়ামত হয়, তাহলে সেখানেও আমরা মুসলিমদের থেকে উত্তম অবস্থায় থাকব। যেমন, দুনিয়াতে আমরা মুসলিমদের চেয়ে বেশী সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্যে আছি। আল্লাহ তাআলা তাদের উত্তরে বললেন, এটা কিভাবে

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (٣٦)

(৩৬) তোমাদের কি হয়েছে? তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত?

أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (٣٧)

(৩৭) তোমাদের নিকট কি কোন কিতাব আছে,[৭৮] যা তোমরা অধ্যয়ন কর?

إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا يَتَخَيَّرُونَ (٣٨)

(৩৮) নিশ্চয় তোমাদের জন্য ওতে রয়েছে, যা তোমরা পছন্দ কর?

أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ (٣٩)

(৩৯) আমি কি তোমাদের সাথে কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ এমন কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি যে, তোমরা নিজেদের জন্য যা স্থির করবে তাই পাবে?[৭৯]

سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ (٤٠)

(৪০) তুমি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, ওদের মধ্যে এ বিষয়ে দায়িত্বশীল কে?[৮০]

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (٤١)

(৪১) তাদের কি কোন শরীক উপাস্য আছে? থাকলে তারা তাদের শরীক উপাস্যগুলোকে উপস্থিত করুক; যদি তারা সত্যবাদী হয়।[৮১]

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ (٤٢)

(৪২) (স্মরণ কর,) যেদিন পদনালী উন্মোচন করা হবে এবং তাদেরকে সিজদা করার জন্য আহবান করা হবে; কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবে না।[৮২]

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (٤٣)

(৪৩) তাদের দৃষ্টি অবনত হবে, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে[৮৩] অথচ যখন তারা সুস্থ ছিল, তখন তো তাদেরকে সিজদা করতে আহবান করা হত।[৮৪]

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ

(৪৪) সুতরাং তুমি আমাকে এবং এই বাণীকে যারা মিথ্যাজ্ঞান করে, তাদেরকে ছেড়ে দাও,[৮৫] আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরব যে, তারা জানতে পারবে না।[৮৬]

সম্ভব হতে পারে যে, আমি মুসলিমদের অর্থাৎ আমার আনুগত্যশীলদেরকে পাপিষ্ঠদের, অর্থাৎ আমার অবাধ্যজনদের মত গণ্য করব? অর্থাৎ, এটা কোন দিন হতে পারে না যে, আল্লাহ তাআলা ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের বিপরীত ক'রে উভয়কে এক সমান গণ্য করবেন।

([78]) যাতে এ কথা লেখা আছে, যার তোমরা দাবী করছ যে, সেখানেও তোমাদের জন্য তোমাদের পছন্দ মত সব কিছুই থাকবে?

([79]) অর্থাৎ, কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত এমন কোন পাক্কা অঙ্গীকার আমি তোমাদের সাথে করেছি নাকি যে, তোমরা নিজেদের ব্যাপারে যা ফায়সালা করবে, তা-ই তোমাদের জন্য হবে?

([80]) যে কিয়ামতের দিন তাদের জন্য তাই ফায়সালা করাবে যা মুসলিমদের জন্য আল্লাহ করবেন।

([81]) কিংবা যাদেরকে তারা শরীক বানিয়েছে, তারা তাদের সাহায্য ক'রে তাদেরকে উত্তম স্থান দান করবে? যদি তাদের শরীক এইরূপ ক্ষমতাবান হয়, তাহলে তাদেরকে সামনে উপস্থিত করা হোক, যাতে তাদের সত্যতা স্পষ্ট হয়ে যায়।

([82]) কেউ কেউ পায়ের রলা, গোছা বা পদনালী খোলা থেকে কিয়ামতের দিনের কঠোরতা ও ভয়াবহতা বুঝিয়েছেন। কিন্তু একটি সহীহ হাদীসে এর ব্যাখ্যা এইরূপ বর্ণনা হয়েছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা নিজ পদনালী উন্মোচন করবেন (যেভাবে উন্মোচন করা তাঁর সত্তার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ)। তখন প্রতিটি মু'মিন নর-নারী তাঁর সামনে সিজদায় পড়ে যাবে। তবে তারা সিজদা করতে পারবে না, যারা দুনিয়াতে লোক দেখানো বা সুনাম লাভের জন্য সিজদা করত। তারা সিজদা করতে চাইবে; কিন্তু তাদের পিঠ পাটার মত এমন শক্ত হয়ে যাবে যে, তা ঝুঁকানো সম্ভব হবে না। *(বুখারী ঃ সূরা ক্বালামের ব্যাখ্যা পরিচ্ছেদ)* মহান আল্লাহর পায়ের গোছা কেমন? তা কিভাবে তিনি খুলবেন? এর প্রকৃত রূপ আমরা জানিও না এবং এ ব্যাপারে কিছু বলতেও পারব না। কাজেই যেরূপ আমরা কোন ধরন-গঠন ও সাদৃশ্য আরোপ না ক'রে তাঁর হাত, পা ইত্যাদির উপর ঈমান রাখি, অনুরূপ তাঁর পায়ের গোছার কথা যেহেতু ক্বুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, বিধায় কোন অপব্যাখ্যা ও কোন ধরন-গঠন জানার চেষ্টা ছাড়াই তার উপরও ঈমান রাখা আবশ্যক। সালফে স্বালেহীন এবং মুহাদ্দিসগণের এটাই মত ও বিশ্বাস।

([83]) অর্থাৎ, তাদের অবস্থা হবে দুনিয়ার বিপরীত। দুনিয়াতে তো অহংকার ও ঔদ্ধত্যের কারণে তাদের গর্দান উঁচু হয়ে থাকত।

([84]) অর্থাৎ, সুস্থ-সবল ও মোটা-তাজা ছিল। আল্লাহর ইবাদত সম্পাদনে কোন জিনিস তাদের জন্য বাধা ছিল না। কিন্তু পৃথিবীতে তারা আল্লাহর ইবাদত করা হতে দূরে থাকত। (আযান ও ইকামতের মাধ্যমে তাদেরকে নামাযের জন্য আহবান করা হত, কিন্তু সুস্থ-সবল থাকা সত্ত্বেও তারা নামাযে আসত না। বলা বাহুল্য, যারা ইহকালে নামাযের মাধ্যমে আল্লাহকে সিজদাহ করে না, তারা পরকালে তাঁকে স্বচক্ষে দেখেও সিজদাহ করতে সক্ষম হবে না। -সম্পাদক)

([85]) অর্থাৎ, আমিই তাদের সাথে বুঝাপড়া করে নেব। তুমি এ ব্যাপারে কোন চিন্তা করো না।

([86]) এখানে সেই অবকাশ ও ঢিল দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, যা ক্বুরআনে আরো কয়েকটি স্থানে বর্ণিত হয়েছে এবং

حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (٤٤)

وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (٤٥)

(৪৫) আর আমি তাদেরকে ঢিল দিয়ে থাকি, আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।[৮৭]

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (٤٦)

(৪৬) তুমি কি তাদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছ যে, তারা একে একটি দুর্বহ দন্ড মনে করবে?[৮৮]

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (٤٧)

(৪৭) তাদের কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, তারা লিখে রাখে?[৮৯]

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ (٤٨)

(৪৮) অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়,[৯০] তুমি তিমি-ওয়ালা[৯১] (ইউনুস)এর মত অধৈর্য হয়ো না, যখন সে বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করেছিল।[৯২]

لَوْلا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ(٤٩)

(৪৯) তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তার নিকট না পৌঁছলে, সে নিন্দিত হয়ে নিক্ষিপ্ত হত গাছ-পালাহীন সৈকতে।[৯৩]

فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنْ الصَّالِحِينَ (٥٠)

(৫০) পুনরায় তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন[৯৪] এবং তাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।[৯৫]

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا

(৫১) অবিশ্বাসীরা যখন উপদেশবাণী (কুরআন) শ্রবণ করে, তখন তারা যেন তাদের দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দেয়,[৯৬]

হাদীসেও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহর অবাধ্যতা সত্ত্বেও পার্থিব সম্পদ লাভ এবং বিলাস-সামগ্রীর প্রাচুর্য (তাদের উপর) আল্লাহর অনুগ্রহ নয়, বরং এটা তাঁর অবকাশ ও ঢিল দেওয়ার নীতি অনুসারে তাদের প্রাপ্ত সত্বর ফল। পরে যখন তিনি তাদেরকে পাকড়াও করবেন, তখন কেউ বাঁচাতে পারবে না।

(87) এটা পূর্বোক্ত বিষয়ের তাকীদস্বরূপ। كَيْدٌ গোপন কৌশল ও চক্রান্তকে বলা হয়। এটা সৎ উদ্দেশ্য হলে, তা কোন দোষের নয়। এটাকে যেন উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত 'কায়দ' মনে না করা হয়; যার মধ্যে কেবল মন্দ অর্থই পাওয়া যায়।

(88) এখানে সম্বোধন নবী ﷺ-কে করা হয়েছে, কিন্তু ধমক তাদেরকে দেওয়া হয়েছে, যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি।

(89) অর্থাৎ, তারা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত নাকি? 'লাওহে মাহফূয' তাদের আয়ত্তে নাকি যে, সেখান থেকে যে কথা তারা চায়, তা সংগ্রহ ক'রে নেয় (লিখে নেয়)? এই জন্য তারা তোমার আনুগত্য করার এবং তোমার উপর ঈমান আনার কোন প্রয়োজন মনে করে না। এর জওয়াব হল, না, এমন কক্ষনো নয়।

(90) فَاصْبِرْ এ 'ফা' হরফটি তাফরী'র (পরবর্তী বাক্যকে পূর্বোক্ত বাক্যের শাখাস্বরূপ সংযুক্ত করার) জন্য ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, যখন ঘটনা এইরূপ নয়, তখন হে নবী! তুমি তোমার রিসালতের দায়িত্ব পালন ক'রে যাও এবং মিথ্যাজ্ঞানকারীদের ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালার অপেক্ষা কর।

(91) যে নিজের জাতির নিকট মিথ্যাজ্ঞানের আচরণ লক্ষ্য ক'রে তাড়াহুড়া করেছিল এবং স্বীয় প্রতিপালকের ফায়সালা ও অনুমতি ছাড়াই নিজের জাতিকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

(92) যার কারণে তাঁকে দুঃখাকুল অবস্থায় স্বীয় প্রতিপালককে সাহায্যের জন্য ডাকতে হয়েছিল। (এর বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।)

(93) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যদি অনুগ্রহপূর্বক তাকে তওবা ও মুনাজাতের তওফীক দান না করতেন এবং তার প্রার্থনা মঞ্জুর না করতেন, তাহলে তাকে সমুদ্র তীরে নিক্ষেপ করতেন না; যেখানে তার ছায়ার ও খোরাকের জন্য লতাবিশিষ্ট গাছ উৎপন্ন ক'রে দিয়েছিলেন। বরং (তিমি মাছের পেটেই রেখে দিতেন অথবা) কোন গাছ-পালাহীন তীরে নিক্ষেপ করতেন এবং সে আল্লাহর নিকট নিন্দিতই থাকত। পক্ষান্তরে দুআ মঞ্জুর হওয়ার পর সে প্রশংসিত বিবেচিত হল।

(94) এর অর্থ হল, তাঁকে সুস্থ ও সবল ক'রে তুলে পুনরায় রিসালাত দানে ধন্য ক'রে তাঁর জাতির নিকট প্রেরণ করা হল। যেমন, সূরা সাফ্ফাত ১৪৬নং আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

(95) এই জন্য নবী ﷺ বলেছেন যে, "কোন ব্যক্তি যেন এ কথা না বলে যে, আমি ইউনুস ইবনে মাত্তা থেকেও উত্তম।" *(মুসলিম, ফাযায়েল অধ্যায়)* অধিক দ্রষ্টব্য ঃ সূরা বাকারার ২৫৩নং আয়াতের টীকা।

(96) অর্থাৎ, যদি তোমার জন্য আল্লাহর প্রতিরোধ, প্রতিরক্ষা ও হিফাযত না হত, তাহলে কাফেরদের হিংসা দৃষ্টির কারণে তুমি বদ নজরের শিকার হয়ে পড়তে। অর্থাৎ, তাদের কুদৃষ্টি তোমাকে লেগে যেত। ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) এর এই অর্থই বলেছেন। তিনি আরো লিখেছেন যে, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বদনজর লেগে যাওয়া এবং আল্লাহর হুকুমে অন্যের উপর তার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া সত্য। যেমন, অনেক হাদীস থেকেও তা প্রমাণিত। যেমন অনেক হাদীসে এ থেকে বাঁচার জন্য দুআও বর্ণিত হয়েছে। আর তাকীদ ক'রে বলা হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে কোন জিনিস ভাল লাগবে, তখন 'মা শা-আল্লাহ' অথবা 'বা-রাকাল্লাহ' বলবে। যাতে সে জিনিসে যেন বদনজর না লাগে যায়। অনুরূপ কাউকে যদি কারো বদনজর লেগে যায়, তাহলে তাকে গোসল করিয়ে তার পানি ঐ ব্যক্তির উপর ঢালতে হবে, যাকে তার বদনজর লেগেছে। *(বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ*

سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (٥١)

এবং বলে, 'এ তো এক পাগল।'[৯৭]

وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٥٢)

(৫২) অথচ তা তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশই।[৯৮]

সূরা হা-ক্কাহ
(মক্কায় অবতীর্ণ)
সূরা নং ঃ ৬৯, আয়াত সংখ্যা ঃ ৫২

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

الْحَاقَّةُ (١)

(১) সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা।[৯৯]

مَا الْحَاقَّةُ (٢)

(২) কী সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা?[১০০]

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ (٣)

(৩) কিসে তোমাকে জানাল সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কী?[১০১]

كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ (٤)

(৪) সামূদ ও আ'দ সম্প্রদায় মিথ্যাজ্ঞান করেছিল মহাপ্রলয়কে।[১০২]

فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ (٥)

(৫) সুতরাং সামূদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলয়ঙ্কর গর্জন দ্বারা।[১০৩]

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (٦)

(৬) আর আ'দ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝড়ো-হাওয়া দ্বারা।[১০৪]

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى

(৭) যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত আট দিন অবিরামভাবে,[১০৫] তখন (দেখলে) তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে, তারা সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে সারশূন্য খেজুর কান্ডের

তফসীর ইবনে কাসীর এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ) কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হল, ওরা তোমাকে রিসালাতের প্রচার-প্রসার থেকে ফিরিয়ে দিত।

([97]) অর্থাৎ, হিংসার কারণে এবং এই উদ্দেশ্যেও যাতে লোকেরা এই কুরআন দ্বারা প্রভাবিত না হয়; বরং এ থেকে দূরে থাকে। অর্থাৎ, চক্ষু দ্বারাও কাফেররা নবী ﷺ-এর ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করত, জিহ্বা দ্বারাও তাঁকে কষ্ট দিত এবং তাঁর অন্তরকে ব্যথিত করত।

([98]) যখন প্রকৃত ব্যাপার হল এই যে, এ কুরআন মানব-দানবের জন্য হিদায়াত ও পথপ্রদর্শক স্বরূপ এসেছে, তখন তাকে যে নিয়ে এসেছে এবং তার যে বর্ণনাকারী সে পাগল কিভাবে হতে পারে?

([99]) الْحَاقَّةُ। কিয়ামতের নামসমূহের অন্যতম নাম। এই দিনে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়িত হবে এবং এ দিনও বাস্তবে সংঘটিত হবে। এই জন্য এটাকে الْحَاقَّةُ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

([100]) এটি শাব্দিক প্রশ্নবাচক হলেও উদ্দেশ্য হল, কিয়ামতের দিনের ভয়ঙ্করতা ও ভয়াবহতার কথা বর্ণনা করা।

([101]) অর্থাৎ, কিসের মাধ্যমে তুমি এর পূর্ণ বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত হতে পার? উদ্দেশ্য এ জ্ঞানের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন। অর্থাৎ, তোমার এ ব্যাপারে জ্ঞান নেই। কেননা, তুমি এখন তা না দেখেছ, আর না তার ভয়াবহতা পরিদর্শন করেছ। এ হল সৃষ্টিকুলের জ্ঞানের আওতা-বহির্ভূত। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* কোন কোন আলেম বলেন, কুরআনে যে ব্যাপারেই অতীতকালের ক্রিয়াপদ وَمَا أَدْرَاكَ ব্যবহার করে প্রশ্ন করা হয়েছে, তার উত্তর দিয়ে ব্যাখ্যা বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। আর যে ব্যাপারে ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াপদ وَمَا يُدْرِيكَ ব্যবহার করে প্রশ্ন করা হয়েছে, উত্তরের মাধ্যমে তার জ্ঞান বা ব্যাখ্যা মানুষকে জানানো হয়নি। *(ফাতহুল ক্বাদীর, আয়সারুত্ তাফাসীর)*

([102]) এখানে কিয়ামতকে الْقَارِعَةِ (ঠকঠককারী) বলা হয়েছে। যেহেতু মহাপ্রলয় কিয়ামত নিজ ভয়াবহতায় মানুষের হৃদয়কে জাগ্রত করে তুলবে।

([103]) طَاغِيَةٌ হল সীমাহীন বিকট শব্দ। অর্থাৎ, নেহাতই ভয়ঙ্কর মহাগর্জন দ্বারা সামুদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছিল। যেমন পূর্বেও বহু স্থানে এ কথা আলোচিত হয়েছে।

([104]) صَرْصَرٍ এর অর্থ হল অত্যধিক হিমশীতল প্রচন্ড ঝড়ো হাওয়া। عَاتِيَةٍ দুর্দান্ত উগ্র, যা দমন করা যায় না। অর্থাৎ, প্রচন্ড বেগবান ঝড়, আয়ত্তে আনা যায় না এমন হিমশীতল হাওয়া দ্বারা হূদ عليه السلام-এর জাতি আ'দকে ধ্বংস করা হয়েছিল।

([105]) حَسْمٌ অর্থ হল কাটা এবং পৃথক পৃথক করে দেওয়া। কেউ কেউ حُسُوماً অর্থ করেছেন, লাগাতার, অবিরামভাবে।

الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ (٧)

ন্যায়।[১০৬]

فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ (٨)

(৮) অতঃপর তাদের কাউকেও তুমি বিদ্যমান দেখতে পাও কি?

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ (٩)

(৯) আর ফিরআউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং উল্টে যাওয়া বস্তিবাসীরা (লূত সম্প্রদায়)[১০৭] পাপ করেছিল।

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً (١٠)

(১০) তারা তাদের প্রতিপালকের রসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে তিনি তাদেরকে অতি কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন।[১০৮]

إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ (١١)

(১১) যখন পানি উথলে উঠেছিল,[১০৯] তখন আমি তোমাদেরকে আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে।[১১০]

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ (١٢)

(১২) আমি এটা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য[১১১] এবং যাতে স্মৃতিধর কর্ণ এটা স্মরণ রাখে।[১১২]

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ (١٣)

(১৩) যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে একটি মাত্র ফুৎকার।[১১৩]

وَحُمِلَتْ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (١٤)

(১৪) তখন পর্বতমালা সহ পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে[১১৪] এবং একই ধাক্কায় ওগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتْ الْوَاقِعَةُ (١٥)

(১৫) সেদিন সংঘটিত হবে মহাঘটনা (কিয়ামত)।

وَانشَقَّتْ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (١٦)

(১৬) আর আকাশ বিদীর্ণ হয়ে অসার হয়ে পড়বে।[১১৫]

وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ (١٧)

(১৭) ফিরিশ্তাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে[১১৬] এবং সেদিন আটজন ফিরিশ্তা তোমার প্রতিপালকের আরশকে তাদের উর্ধ্বে ধারণ করবে।[১১৭]

([106]) এ থেকে তাদের সুদীর্ঘ দেহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। خَاوِيَةٌ শব্দের অর্থ হল শূন্য/খালি। প্রাণহীন দেহকে সারশূন্য খেজুর গাছের গুঁড়ির সাথে তুলনা করা হয়েছে।

([107]) উল্টে যাওয়া বস্তিবাসীরা বলতে লূত ﷺ-এর সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে।

([108]) رَابِيَةً শব্দটি رَبَا يَرْبُو থেকে গঠিত। যার অর্থ হল ঃ অতিরিক্ত। অর্থাৎ, তাদেরকে এমনভাবে পাকড়াও করেছিলেন যে, তা অন্য সম্প্রদায়ের পাকড়াও অপেক্ষা অতিরিক্ত কঠোর ছিল। অর্থাৎ, এদেরকে সর্বাধিক কঠোরভাবে পাকড়াও করা হয়েছিল। এ থেকে أَخْذَةً رَّابِيَةً এর অর্থ দাঁড়াল ঃ অতীব কঠিন পাকড়াও।

([109]) অর্থাৎ, পানি তার উচ্চতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ, পানি খুব বেড়ে গিয়েছিল।

([110]) এখানে 'তোমাদেরকে' বলে কুরআন অবতীর্ণকালের লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থ হল যে, তোমরা যে পূর্বপুরুষদের বংশধর, আমি তাদেরকে কিশ্তীতে সওয়ার করিয়ে মহাপ্লাবন থেকে বাঁচিয়েছি। الْجَارِيَةِ (নৌযান) বলতে নূহ ﷺ-এর কিশ্তীকে বুঝানো হয়েছে।

([111]) অর্থাৎ, কাফেরদেরকে পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া এবং মু'মিনদেরকে নৌকায় আরোহণ করিয়ে বাঁচিয়ে নেওয়ার কাজ হল তোমাদের জন্য নসীহত ও উপদেশস্বরূপ। তোমরা এ থেকে উপদেশ গ্রহণ কর এবং আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে দূরে থাক।

([112]) অর্থাৎ, শ্রবণকারী তা শ্রবণ ক'রে যেন স্মরণে রাখে এবং সেও যেন এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে।

([113]) মিথ্যাবাদীদের পরিণাম উল্লেখ করার পর এখন বলা হচ্ছে যে, এই ((الْحَاقَّةُ)) 'অবশ্যম্ভাবী ঘটনা' (কিয়ামত) কিভাবে সংঘটিত হবে। ইস্রাফীল ﷺ-এর এক ফুৎকারে তা সংঘটিত হয়ে যাবে।

([114]) অর্থাৎ, স্ব স্ব স্থান থেকে তুলে নেওয়া হবে এবং আল্লাহর মহাশক্তি দ্বারা অবস্থানক্ষেত্র থেকে সমূলে উৎপাটিত হবে।

([115]) অর্থাৎ, তাতে কোন শক্তি এবং মজবুতী থাকবে না। আর যে জিনিস ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যায় তাতে মজবুতী কিভাবে থাকতে পারে?

([116]) আসমান টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার পর আসমানবাসী ফিরিশ্তারা কোথায় থাকবেন? বলা হল, তাঁরা আকাশের প্রান্তদেশে থাকবেন। এর একটি অর্থ এও হতে পারে যে, ফিরিশ্তাগণ আসমান ফাটার পূর্বে আল্লাহর নির্দেশে যমীনে চলে আসবেন। অতএব ফিরিশ্তাগণ দুনিয়ার প্রান্তদেশে থাকবেন। অথবা অর্থ এও হতে পারে যে, আসমান খন্ড খন্ড হয়ে বিভিন্ন খন্ডে পরিণত হবে। সেই খন্ডগুলোর মধ্যে যেগুলো যমীনের প্রান্তদেশে নিজ স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকবে ফিরিশ্তাগণ সেখানে থাকবেন। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([117]) অর্থাৎ, এই নির্দিষ্ট ফিরিশ্তাগণ আল্লাহর আরশকে তাঁদের মাথায় উঠিয়ে রাখবেন। আবার এটাও হতে পারে যে, এই আরশ থেকে উদ্দেশ্য হল সেই আরশ, যা ফায়সালার জন্য যমীনে রাখা হবে এবং যার উপর মহান আল্লাহর গৌরবময় অবতরণ সংঘটিত হবে। *(ইবনে কাসীর)*

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ (١٨)

(১৮) সেদিন পেশ করা হবে তোমাদেরকে[১১৮] এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না।

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ (١٩)

(১৯) সুতরাং যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে[১১৯] সে বলবে, 'এই নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখ;[১২০]

إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاق�ٍ حِسَابِيَهْ (٢٠)

(২০) আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।'[১২১]

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (٢١)

(২১) সুতরাং সে এক সন্তোষজনক জীবন লাভ করবে;

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (٢٢)

(২২) সুউচ্চ জান্নাতে।[১২২]

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (٢٣)

(২৩) যার ফলরাশি ঝুলে থাকবে নাগালের মধ্যে।[১২৩]

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (٢٤)

(২৪) (তাদেরকে বলা হবে,) 'পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে।'[১২৪]

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ (٢٥)

(২৫) কিন্তু যার আমলনামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, 'হায়! আমাকে যদি দেওয়াই না হত আমার আমলনামা।[১২৫]

وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ (٢٦)

(২৬) এবং আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব।[১২৬]

يَا لَيْتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ (٢٧)

(২৭) হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত![১২৭]

مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ (٢٨)

(২৮) আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই এল না।

هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ (٢٩)

(২৯) আমার ক্ষমতাও অপসৃত হয়েছে।'[১২৮]

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (٣٠)

(৩০) (ফিরিশ্তাদেরকে বলা হবে,) 'ওকে ধর। অতঃপর ওর গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দাও।

([118]) এই পেশকরণ এই জন্য হবে না যে, আল্লাহ যাকে জানেন না, তাকে জেনে নেবেন। তিনি তো সকলকেই জানেন। বরং পেশ বা উপস্থিত করা হবে কেবল মানুষের উপর হুজ্জত কায়েম করার জন্য। নচেৎ, আল্লাহর কাছে তো কারো কোন জিনিসই গোপন নেই।

([119]) যা তার সৌভাগ্য, মুক্তি ও সাফল্যের দলীল হবে।

([120]) অর্থাৎ, সে অত্যধিক খুশী হয়ে সকলকে বলবে যে, 'নাও পড়। আমার আমলনামা তো আমি পেয়ে গেছি।' কারণ সে জেনে যাবে যে, এতে কেবল পুণ্যসমূহই থাকবে। কিছু পাপ থাকলেও আল্লাহ হয়তো তা ক্ষমা করে দেবেন অথবা সে পাপগুলোকে পুণ্যে পরিবর্তন করে দেবেন। যেমন, মহান আল্লাহ ঈমানদারদের সাথে দয়া ও অনুগ্রহের এমনতর বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করবেন।

([121]) অর্থাৎ, আখেরাতের হিসাব-কিতাবের প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল।

([122]) জান্নাতের বিভিন্ন স্তর হবে। প্রত্যেক স্তরের মাঝে বহু ব্যবধান থাকবে। যেমন, মুজাহিদদের ব্যাপারে নবী ﷺ বলেছেন, "জান্নাতে একশত স্তর আছে, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর পথে মুজাহিদদের জন্য তৈরী ক'রে রেখেছেন। দু'টি স্তরের মধ্যেকার ব্যবধান হল আসমান ও যমীনের দূরত্বের সমান।" *(বুখারী ঃ জিহাদ অধ্যায়, মুসলিম ঃ ইমারাহ অধ্যায়)*

([123]) অর্থাৎ, তা একেবারে নিকটে হবে। অর্থাৎ, কেউ যদি শুয়ে শুয়েও ফল নিতে চায়, তাহলে সে তা নিতে পারবে। قُطُوْفٌ হল قِطْفٌ এর বহুবচন। অর্থ হল, চয়িত বা সংগৃহীত ফল।

([124]) অর্থাৎ, দুনিয়ায় যে নেক আমলগুলো করেছিলে তারই প্রতিদান হল এই জান্নাত।

([125]) কেননা, আমল-নামা বাম হাতে পাওয়াই হবে দুর্ভাগ্যের লক্ষণ।

([126]) অর্থাৎ, যদি আমাকে জানানো না হত। কারণ সমস্ত হিসাব তার প্রতিকূলে হবে।

([127]) অর্থাৎ, যদি মৃত্যুটাই আমার শেষ ফায়সালা হত এবং পুনরায় আমাকে জীবিত না করা হত, তাহলে এই মন্দ দিন আমাকে দেখতে হত না।

([128]) অর্থাৎ, যেমন আমার মাল আমার কোন উপকারে এল না, অনুরূপ উচ্চপদ, মর্যাদা, আধিপত্য ও রাজত্বও আমার কোন কাজে দিল না। আজ আমি একাই এখানে সাজা ভুগতে বাধ্য।

ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (٣١)

(৩১) অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে।[১২৯]

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ (٣٢)

(৩২) পুনরায় সত্তর হাত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে তাকে শৃঙ্খলিত কর।'[১৩০]

إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ (٣٣)

(৩৩) নিশ্চয় সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল না,[১৩১]

وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣٤)

(৩৪) এবং অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করত না;[১৩২]

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ (٣٥)

(৩৫) অতএব এই দিন সেখানে তার কোন সুহৃদ থাকবে না।

وَلا طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِينٍ (٣٦)

(৩৬) এবং কোন খাদ্য থাকবে না ক্ষতনিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত।[১৩৩]

لا يَأْكُلُهُ إِلاَّ الْخَاطِئُونَ (٣٧)

(৩৭) যা অপরাধীরা ব্যতীত কেউ ভক্ষণ করবে না।[১৩৪]

فَلا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (٣٨)

(৩৮) আমি কসম করছি তার, যা তোমরা দেখতে পাও।

وَمَا لا تُبْصِرُونَ (٣٩)

(৩৯) এবং যা তোমরা দেখতে পাও না।[১৩৫]

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (٤٠)

(৪০) নিশ্চয়ই এই কুরআন এক সম্মানিত রসূলের বার্তা।[১৩৬]

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ (٤١)

(৪১) এটা কোন কবির কথা নয়;[১৩৭] (আফসোস যে,) তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর।

وَلا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ (٤٢)

(৪২) এটা গণকের কথাও নয়;[১৩৮] (আফসোস যে,) তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ ক'রে থাক।[১৩৯]

تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٣)

(৪৩) এটা বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ।[১৪০]

([129]) এইভাবে মহান আল্লাহ জাহান্নামের ফিরিশ্তাকে আদেশ করবেন।

([130]) এই ذِرَاعٌ (হাত) কার হবে? এবং এটা কত বড় হবে? তার বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এ থেকে জানা গেল যে, শিকলের দৈর্ঘ্য ৭০ হাত পরিমাণ হবে। (এবং তা দিয়ে তাকে বাঁধা হবে।)

([131]) এখানে উল্লিখিত শাস্তির কারণ অথবা অপরাধীর অপরাধ কি ছিল, তা বর্ণিত হয়েছে।

([132]) অর্থাৎ, ইবাদত ও আনুগত্য দ্বারা না আল্লাহর হক আদায় করত, আর না সেই অধিকারগুলো আদায় করত যা বান্দাদের আপোসে একে অপরের প্রতি আরোপিত হয়। বুঝা গেল যে, ঈমানদার বান্দার মাঝে এই গুণের সমষ্টি পাওয়া যায় যে, সে আল্লাহর অধিকারের সাথে সাথে সৃষ্টির অধিকারও আদায় ক'রে থাকে।

([133]) কেউ কেউ বলেন, 'গিসলীন' হল জাহান্নামের কোন গাছের নাম। আবার কেউ বলেন, যাক্কুমকেই এখানে 'গিসলীন' বলা হয়েছে। আবার কিছু সংখ্যক উলামা বলেন, এটা হল জাহান্নামীদের ক্ষতনিঃসৃত পুঁজ অথবা তাদের দেহ থেকে নির্গত রক্ত এবং দুর্গন্ধময় পানি। أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُ.

([134]) خَاطِئُوْنَ (পাপী বা অপরাধীরা) বলতে জাহান্নামীদেরকে বুঝানো হয়েছে। যারা কুফ্রী ও শির্কের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কেননা, এই গোনাহই হল এমন গোনাহ; যা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হওয়ার কারণ।

([135]) অর্থাৎ, আল্লাহর সৃষ্টি করা এমন সব জিনিস, যা মহান আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর কুদরত তথা মহাশক্তিকে প্রমাণ করে। সেগুলো তোমরা দেখতে পাও বা না পাও, সেগুলোর শপথ! পরে আসছে শপথের জবাব।

([136]) সম্মানিত রসূল বলতে মুহাম্মাদ ﷺ-কে বুঝানো হয়েছে। আর قول 'বার্তা'র অর্থ তেলাঅত (পাঠ করা)। অর্থাৎ, রাসূলে করীম ﷺ-এর তেলাঅত। অথবা قول 'বার্তা' বলতে এমন কথা যা এই সম্মানিত রসূল, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট পৌঁছান। কারণ, কুরআন না রসূল ﷺ-এর বাণী, আর না জিবরীল عليه السلام-এর বাণী, বরং তা হল আল্লাহর বাণী, যা তিনি জিবরীল ফিরিশ্তার মাধ্যমে পয়গম্বরের উপর অবতীর্ণ করেছেন। অতঃপর তিনি মানুষের কাছে তা পাঠ ক'রে শুনিয়ে ও পৌঁছে দিয়েছেন।

([137]) যা তোমরা মনে কর ও বলে থাক। কারণ, এই ধরনের কথা কবিতা হয় না এবং কবিতার সাথে এ বাণীর কোন সাদৃশ্যও নেই। অতএব তা কোন কবির কথা কিভাবে হতে পারে?

([138]) যেমন, কখনও কখনও তোমরা এ রকম দাবীও কর। অথচ জ্যোতিষবিদ্যাও এক ভিন্ন জিনিস।

([139]) উভয় স্থানে قَلِيـــلً (অল্প) এর লক্ষ্যার্থ, না। অর্থাৎ, তোমরা একেবারে না কুরআনকে বিশ্বাস কর, আর না তা থেকে উপদেশ গ্রহণ কর।

([140]) অর্থাৎ, রাসূলের যবান হতে উচ্চারিত এ কথা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ করা হয়েছে। একে তোমরা কখনো কবির এবং কখনো গণকের কথা বলে তা মিথ্যাজ্ঞান ক'রে থাক।

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ (٤٤)

(৪৪) সে যদি আমার নামে কিছু রচনা ক'রে চালাতে চেষ্টা করত।[১৪১]

لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥)

(৪৫) তবে অবশ্যই আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম,[১৪২]

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٤٦)

(৪৬) এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী।[১৪৩]

فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (٤٧)

(৪৭) অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তাকে রক্ষা করতে পারত।[১৪৪]

وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (٤٨)

(৪৮) এই কুরআন আল্লাহভীরুদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ।[১৪৫]

وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ (٤٩)

(৪৯) আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যাজ্ঞানকারী রয়েছে।

وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (٥٠)

(৫০) আর এই কুরআন নিশ্চয়ই অবিশ্বাসীদের জন্য আফসোসের কারণ হবে।[১৪৬]

وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ (٥١)

(৫১) অবশ্যই এটা নিশ্চিত সত্য;[১৪৭]

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٥٢)

(৫২) অতএব তুমি মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।[১৪৮]

সূরা মাআ'রিজ
(মক্কায় অবতীর্ণ)
সূরা নং ঃ ৭০, আয়াত সংখ্যা ঃ ৪৪

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (١)

(১) এক ব্যক্তি[১৪৯] চাইল, সংঘটিত হোক অবধারিত শাস্তি।

([141]) অর্থাৎ, যদি নিজের তরফ থেকে বানিয়ে আমার প্রতি সম্বন্ধ করে দিত অথবা এতে কম-বেশী করত, তাহলে আমি সত্বর তাকে পাকড়াও করতাম এবং তাকে আমি ঢিল দিতাম না। যেমন, পরের আয়াতে সে কথা বলা হয়েছে।

([142]) অথবা ডান হাত দ্বারা পাকড়াও করতাম। কেননা, ডান হাত দ্বারা দৃঢ়তার সাথে পাকড়াও করা যায়। অবশ্য আল্লাহর উভয় হাতই ডান হাত; যেমন এ কথা হাদীসে এসেছে।

([143]) জ্ঞাতব্য যে, এই শাস্তি কেবলমাত্র নবী ﷺ-এর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে উদ্দেশ্য তাঁর সত্যতার বিকাশ। এতে কোন মূল নীতির কথা বর্ণনা করা হয়নি যে, যে ব্যক্তিই নবী হওয়ার মিথ্যা দাবী করবে, তাকেই সত্বর শাস্তি প্রদান করব। কাজেই নবুঅতের কোন মিথ্যা দাবীদারকে এই ভিত্তিতে সত্য সাব্যস্ত করা যাবে না যে, দুনিয়াতে সে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রেহাই পেয়েছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলী থেকেও প্রমাণিত যে, নবুঅতের অনেক মিথ্যা দাবীদারকে আল্লাহ ঢিল দিয়েছেন এবং তারা দুনিয়াতে তাঁর পাকড়াও থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছে। কাজেই আল্লাহর ঐ শাস্তির ধমককে মূলনীতি মনে ক'রে নিলে, নবুঅতের বহু মিথ্যা দাবীদারদেরকে সত্য নবী বলে মেনে নিতে হবে।

([144]) এ থেকে জানা গেল যে, মুহাম্মাদ ﷺ সত্য রসূল ছিলেন। যেহেতু তাঁকে আল্লাহ শাস্তি দেননি। বরং বহু প্রমাণাদি, অলৌকিক ঘটনাবলী এবং বিশেষ সমর্থন ও সাহায্য দানে তাঁকে ধন্য করেছেন।

([145]) কেননা, এর দ্বারা কেবল তারাই উপকৃত হয়। নচেৎ কুরআন সমস্ত লোকের জন্যই নসীহত ও উপদেশ বয়ে এনেছে।

([146]) অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন এ ব্যাপারে অনুতপ্ত হয়ে বলবে যে, 'কতই না ভাল হত, যদি আমরা কুরআনকে মিথ্যা মনে না করতাম।' অথবা এই কুরআনই তাদের আফসোস ও অনুতাপের কারণ হবে। যখন তারা ঈমানদারদেরকে কুরআন (পাঠ ও আমল করার) প্রতিদান পেতে দেখবে।

([147]) অর্থাৎ, কুরআন মাজীদ যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এটা একেবারে সত্য। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। অথবা কিয়ামতের ব্যাপারে যে খবর দেওয়া হচ্ছে, তাও হক ও সত্য।

([148]) যিনি কুরআন মাজীদের মত মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন।

([149]) বলা হয় যে, এই ব্যক্তি ছিল নাযর বিন হারেস অথবা আবূ জাহল যে বলেছিল, [اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ] অর্থাৎ, হে আল্লাহ! এটা যদি তোমার পক্ষ থেকে (আগত) সত্য দ্বীন হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদের উপর বেদনাদায়ক শাস্তি অবতীর্ণ কর।" *(সূরা আনফাল ৩২ আয়াত)* সুতরাং এই লোকটি বদরের যুদ্ধে মারা পড়ল। কেউ কেউ বলেন, এ থেকে রসূল ﷺ-কে বুঝানো হয়েছে। যিনি স্বীয় গোত্রের জন্য বদ্দুআ করেছিলেন। যার ফলে মক্কাবাসীর উপর দুর্ভিক্ষ এসেছিল।

لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ (٢)

(২) অবিশ্বাসীদের জন্য, এটা প্রতিরোধ করবার কেউ নেই।

مِنْ اللهِ ذِي الْمَعَارِجِ (٣)

(৩) এটা আসবে আল্লাহর নিকট হতে যিনি সোপান-শ্রেণীর অধিকারী।[১৫০]

تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (٤)

(৪) ফিরিশ্তা এবং রূহ তাঁর দিকে ঊর্ধ্বগামী হয়[১৫১] এক দিনে যা (পার্থিব) পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।[১৫২]

فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً (٥)

(৫) সুতরাং তুমি ধৈর্যধারণ কর পরম ধৈর্য।

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً (٦)

(৬) নিশ্চয় তারা এ (শাস্তি)কে সুদূর মনে করছে।

وَنَرَاهُ قَرِيباً (٧)

(৭) কিন্তু আমি এটাকে আসন্ন দেখছি।[১৫৩]

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (٨)

(৮) সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মত।

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (٩)

(৯) এবং পর্বতসমূহ হবে রঙ্গীন পশমের মত।[১৫৪]

وَلا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً (١٠)

(১০) আর সুহৃদ সুহৃদের খবর নেবে না।

يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (١١)

(১১) (যদিও) তাদেরকে একে অপরের দৃষ্টির সামনে রাখা হবে।[১৫৫] অপরাধী সেই দিনে শাস্তির বদলে দিতে চাইবে নিজ সন্তান-সন্ততিকে।

وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (١٢)

(১২) তার স্ত্রী ও ভাইকে।

([150]) (সোপান বা সিড়িসমূহ বলতে সাত আসমানকে বুঝানো হয়েছে।) অথবা আয়াতের অর্থ ঃ বহু মর্যাদা ও মহত্ত্বের অধিকারী, যাঁর দিকে ফিরিশ্তাগণ আরোহণ করেন।

([151]) 'রূহ' বলতে জিবরীল ﷺ-কে বুঝানো হয়েছে। তাঁর মর্যাদা অতীব মহান বিধায় পৃথকভাবে বিশেষ করে তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে। নচেৎ তিনিও ফিরিশ্তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। অথবা 'রূহ' বলতে মানুষের আত্মাসমূহকে বুঝানো হয়েছে, যা মৃত্যুর পর আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, যেমন হাদীসের কোন কোন বর্ণনায় এসেছে।

([152]) এই দিনের সংখ্যা নির্দিষ্টীকরণের ব্যাপারে বহু মতভেদ রয়েছে; যেমন সূরা সিজদার শুরুতে আলোচনা করেছি। এখানে ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) চারটি উক্তি উল্লেখ করেছেন। প্রথম উক্তি হল, এ থেকে মহা আরশ থেকে সপ্ত যমীন (সর্বনিম্ন পাতাল) পর্যন্ত যে দূরত্ব ও ব্যবধান তার পরিমাপ বুঝানো হয়েছে। আর তা হল ৫০ হাজার বছরের পথ। দ্বিতীয় উক্তি হল, পৃথিবীর সর্বমোট বয়স। অর্থাৎ, পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়ে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত মোট সময় হল ৫০ হাজার বছর। এর মধ্য হতে কতকাল অতিবাহিত হয়েছে এবং কতকাল অবশিষ্ট আছে, তা একমাত্র মহান আল্লাহই জানেন। তৃতীয় উক্তি হল, এটা হল দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যেকার পার্থক্যসূচক একটি দিনের পরিমাণ। চতুর্থ উক্তি হল, এটা হল কিয়ামতের দিনের পরিমাণ। অর্থাৎ, কাফেরদের উপর হিসাবের এই দিনটি ৫০ হাজার বছরের মত ভারী হবে। কিন্তু মু'মিনদের জন্য দুনিয়ায় এক ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করার থেকেও সংক্ষিপ্ত মনে হবে। *(আহমদ ৩/৭৫, হাদীসটি সহীহ নয়। সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে, মুমিনদের জন্য কিয়ামতের দিন যোহর থেকে আসর পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময় পরিমাণ লম্বা হবে। দেখুন ঃ সহীহুল জামে' ৮ ১৯৩নং -সম্পাদক)* ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) এই উক্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা, হাদীসসমূহ থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন একটি হাদীসে এসেছে যে, যারা যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তাদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হবে, তার বিস্তারিত আলোচনা ক'রে নবী ﷺ বলেছেন, "যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মাঝে ফায়সালা করবেন এমন দিনে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনানুযায়ী ৫০ হাজার বছরের হবে।" *(মুসলিম ঃ যাকাত অধ্যায়)* এই ব্যাখ্যানুযায়ী فِي يَوْمٍ 'ফী ইয়াওমিন' এর সম্পর্ক হবে عَذَاب এর সাথে। অর্থাৎ, সংঘটনশীল সেই আযাব কিয়ামতের দিন হবে, যা কাফেরদের উপর ৫০ হাজার বছরের মত ভারী হবে।

([153]) 'সুদূর' অর্থ, অসম্ভব। আর 'আসন্ন' বা 'নিকট' অর্থ, সুনিশ্চিত। অর্থাৎ, কাফেররা কিয়ামতকে অসম্ভব মনে করে থাকে। আর মুসলিমদের বিশ্বাস হল যে, তা অবশ্যই ঘটবে। যেহেতু, كُلُّ مَا هُوَ آتٍ فَهُوَ قَرِيْبٌ অর্থাৎ, প্রতিটি জিনিস যা আসবে তা অতি নিকটেই।

([154]) অর্থাৎ, ধূনিত রঙিন তুলোর মত। যেমন, সূরা ক্বারিআহতে আছে। [كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ]

([155]) কিন্তু সবাই নিজের নিজের চিন্তায় থাকবে। তাই চেনা-পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও একে অপরকে জিজ্ঞাসা করবে না।

وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (١٣)

(১৩) তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত।

وَمَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنجِيهِ (١٤)

(১৪) এবং পৃথিবীর সকলকে, যাতে এই মুক্তিপণ তাকে মুক্তি দেয়।[১৫৬]

كَلاَّ إِنَّهَا لَظَى (١٥)

(১৫) না, কখনই নয়! এটা তো লেলিহান অগ্নি।[১৫৭]

نَزَّاعَةً لِلشَّوَى (١٦)

(১৬) যা দেহ হতে চামড়া খসিয়ে দেবে।[১৫৮]

تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (١٧)

(১৭) জাহান্নাম ঐ ব্যক্তিকে ডাকবে, যে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

وَجَمَعَ فَأَوْعَى (١٨)

(১৮) সে সম্পদ পুঞ্জীভূত এবং সংরক্ষিত ক'রে রেখেছিল।[১৫৯]

إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً (١٩)

(১৯) মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্তরূপে।[১৬০]

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً (٢٠)

(২০) যখন তাকে বিপদ স্পর্শ করে, তখন সে হয় হা-হুতাশকারী।

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً (٢١)

(২১) আর যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে হয় অতি কৃপণ।

إِلاَّ الْمُصَلِّينَ (٢٢)

(২২) অবশ্য নামাযীগণ এর ব্যতিক্রম;

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ (٢٣)

(২৩) যারা তাদের নামাযে সদা নিষ্ঠাবান,[১৬১]

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤)

(২৪) আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে-[১৬২]

لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥)

(২৫) ভিক্ষুক ও বঞ্চিতের।[১৬৩]

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (٢٦)

(২৬) আর যারা কর্মফল দিবসকে সত্য বলে জানে।[১৬৪]

([156]) অর্থাৎ, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী, ভাই ও বংশের লোক এ সকল মানুষের কাছে অতীব প্রিয়। কিন্তু কিয়ামতের দিন অপরাধী চাইবে যে, তার কাছ থেকে এই প্রিয় লোকদেরকে মুক্তিপণ বা বিনিময় স্বরূপ নিয়ে তাকে মুক্তি দেওয়া হোক! فَصِيْلَةٌ গোষ্ঠীকে বলা হয়। কেননা, তা গোত্র হতে পৃথক হয়। (আর فَصِيْلَةٌ এর অর্থ পৃথক।)

([157]) অর্থাৎ, এটা হল জাহান্নাম। এখানে তার প্রখর উষ্ণতার কথা বর্ণিত হয়েছে।

([158]) অর্থাৎ, গোশ্ত এবং চামড়াকে জ্বালিয়ে ছাই করে দিবে এবং মানুষ কেবল অস্থির কঙ্কালসার হয়ে অবশিষ্ট থাকবে।

([159]) অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সত্য থেকে পিঠ ফিরিয়ে ও মুখ ঘুরিয়ে নিত এবং মাল-ধন জমা ক'রে ধনাগারে সুরক্ষিত ক'রে রাখত, তা আল্লাহর পথে না ব্যয় করত এবং না তার যাকাত আদায় করত। আল্লাহ তাআলা জাহান্নামকে বাকশক্তি দান করবেন। ফলে জাহান্নাম খোদ নিজ জবান দ্বারা এমন লোকদেরকে আহ্বান করবে যাদের জন্য নিজেদের কৃতকর্মের ফলে জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। কেউ কেউ বলেন, আহবানকারী তো ফিরিশ্তাগণ হবেন, এটাকে জাহান্নামের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, কেউ-ই আহবান করবে না, বরং শুধুমাত্র উদাহরণস্বরূপ এইরূপ বলা হয়েছে। মোট কথা হল যে, উল্লিখিত লোকদের ঠিকানা জাহান্নাম হবে।

([160]) অত্যধিক লোভী এবং বেশী হা-হুতাশকারীকে هَلُوعٌ বলা হয়। কেননা, এমন ব্যক্তিই কৃপণ ও লোভী হয় এবং খুব বেশী হা-হুতাশ করে। পরের আয়াতে তারই গুণ বর্ণিত হয়েছে।

([161]) এ থেকে পরিপূর্ণ মু'মিন ও তাওহীদবাদীকে বুঝানো হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লিখিত চারিত্রিক দুর্বলতা থাকে না। বরং এরা প্রশংসনীয় গুণে গুণান্বিত হয়। 'নামাযে সদা নিষ্ঠাবান' কথার মানে হল, তারা নামাযের ব্যাপারে অবহেলা করে না। প্রতিটি নামাযকে তার সঠিক সময়ে বড়ই যত্নের সাথে আদায় করে। কোন ব্যস্ততা তাদেরকে নামায থেকে বিরত রাখতে পারে না এবং দুনিয়ার কোন স্বার্থ তাদেরকে নামায হতে উদাসীন করতে পারে না।

([162]) অর্থাৎ, ফরয যাকাত। অনেকের নিকট এ হক ব্যাপক। ওয়াজিব যাকাত ও নফল সাদক্বা উভয়ই এর মধ্যে শামিল।

([163]) বঞ্চিতের মধ্যে সে ব্যক্তিও শামিল যে রুযী হতে বঞ্চিত। আর সে ব্যক্তিও শামিল, যে আসমান ও যমীন থেকে আগত কোন বিপদে আক্রান্ত হওয়ার ফলে পুঁজি হতে বঞ্চিত (পুঁজিহারা, দেউলিয়া) হয়ে গেছে এবং সে ব্যক্তিও এর মধ্যে শামিল, যে অভাবী হওয়া সত্ত্বেও ভিক্ষা, যাঞ্চা বা হাত পাতার অভ্যাস না থাকার কারণে মানুষের দান-সাদক্বা থেকে বঞ্চিত থাকে।

([164]) অর্থাৎ, সে এ দিনকে না অস্বীকার করে। আর না সে তার ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ করে।

وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (٢٧)

(২৭) আর যারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত।[১৬৫]

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ (٢٨)

(২৮) নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালকের শাস্তি হতে নির্ভয় থাকা যায় না।[১৬৬]

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩)

(২৯) আর যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে।

إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٠)

(৩০) তাদের স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্র ব্যতীত; এতে তারা নিন্দনীয় হবে না।[১৬৭]

فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ (٣١)

(৩১) তবে কেউ এ ছাড়া অন্যকে কামনা করলে, তারা হবে সীমালংঘনকারী।

وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٣٢)

(৩২) এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।[১৬৮]

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (٣٣)

(৩৩) আর যারা তাদের সাক্ষ্য দানে অটল।[১৬৯]

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٣٤)

(৩৪) এবং নিজেদের নামাযে যত্নবান--

أُوْلَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ (٣٥)

(৩৫) তারা সম্মানিত হবে জান্নাতে।

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ (٣٦)

(৩৬) অবিশ্বাসীদের কি হল যে, তারা তোমার দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে।

عَنْ الْيَمِينِ وَعَنْ الشِّمَالِ عِزِينَ (٣٧)

(৩৭) ডান ও বাম দিক হতে দলে দলে?[১৭০]

أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ (٣٨)

(৩৮) তাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই কি এই আকাঙ্ক্ষা করে যে, তাকে প্রবেশ করানো হবে সুখময় জান্নাতে।

كَلاَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ (٣٩)

(৩৯) না, তা হবে না।[১৭১] নিশ্চয় আমি তাদেরকে এমন বস্তু হতে সৃষ্টি করেছি, যা তারা জানে।[১৭২]

([165]) অর্থাৎ, আনুগত্য এবং সৎকর্ম সম্পাদন করা সত্ত্বেও আল্লাহর মাহাত্ম্য এবং তাঁর প্রতাপের কারণে তারা তাঁর পাকড়াও-এর ভয়ে কম্পিত থাকে এবং বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহর রহমত যদি আমাদের উপর না হয়, তাহলে আমাদের নেক আমলগুলো আমাদের মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে না। যেমন, এই অর্থের হাদীস পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

([166]) এটা পূর্বোক্ত বিষয়েরই তাকীদ স্বরূপ। আল্লাহর আযাব থেকে কারো নির্ভয় হওয়া উচিত নয়, বরং সর্বদা সে আযাবকে ভয় করা এবং তা হতে মুক্তি লাভের সম্ভবপর উপায় ও পন্থা অবলম্বন করা উচিত।

([167]) অর্থাৎ, মানুষের যৌন-ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য দুটি বৈধ মাধ্যম রেখেছেন। একটি হল স্ত্রী। আর দ্বিতীয়টি হল অধিকারভুক্ত (যুদ্ধবন্দিনী অথবা ক্রীত)দাসী। বর্তমানে এই অধিকারভুক্ত দাসীর ব্যাপারটা ইসলামের নির্দেশিত কৌশল অনুসারে প্রায় শেষই হয়ে গেছে। তবে আইনগতভাবে এই প্রথাকে একেবারে এই জন্য উচ্ছেদ করা হয়নি যে, ভবিষ্যতে যদি এই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহলে অধিকারভুক্ত দাসী দ্বারা উপকৃত হওয়া যেতে পারে। মোট কথা ঈমানদারদের এটাও একটি গুণ যে, তাঁরা যৌন-ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য (উক্ত দুই মাধ্যম ছাড়া) কোন অবৈধ মাধ্যম অবলম্বন করে না।

([168]) অর্থাৎ, তাদের নিকট মানুষের যেসব আমানত থাকে, তাতে তারা খিয়ানত করে না। আর লোকদের সাথে যে অঙ্গীকার করে, তা ভঙ্গ করে না, বরং তা পালন ও পূরণ করে।

([169]) অর্থাৎ, তারা সাক্ষ্য সঠিকভাবে প্রদান করে, যদিও এতে (সঠিক সাক্ষ্যদানে) তার কোন নিকটাত্মীয় ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবুও। এ ছাড়া তারা (কোন স্বার্থে) সাক্ষ্য গোপনও করে না এবং তাতে কোন পরিবর্তনও করে না।

([170]) এখানে নবী ﷺ-এর যুগের কাফেরদের কথা উল্লেখ হয়েছে। তারা রসূল ﷺ-এর মজলিসে দৌড়ে দৌড়ে আসত। কিন্তু তাঁর কথা শুনে আমল করার পরিবর্তে তাঁকে নিয়ে উপহাস করত এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে যেত। আর তারা দাবী করত যে, যদি মুসলিমরা জান্নাতে যায়, তাহলে আমরা তাদের পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করব। পরের আয়াতে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের এই বাতিল ধারণার খন্ডন করেছেন।

([171]) অর্থাৎ, এটা হতে পারে না যে, মু'মিন এবং কাফের উভয়েই জান্নাতে প্রবেশ করবে। যাঁরা রসূল ﷺ-কে বিশ্বাস করেছে এবং যারা তাঁকে মিথ্যা ভেবেছে তারা উভয়েই আখেরাতের নিয়ামত লাভ করবে? এ রকম হতেই পারে না।

([172]) অর্থাৎ, مَاءٍ مَهِينٍ (তুচ্ছ বীর্যবিন্দু) হতে। এটাই যখন প্রকৃত ব্যাপার, তখন অহংকার করা কি মানুষের শোভা পায়? যে অহংকারের কারণেই সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মিথ্যা ভাবে।

فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ (٤٠)

(৪০) আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের[১৭৩] অধিকর্তার! নিশ্চয়ই আমি সক্ষম--

عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْراً مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (٤١)

(৪১) তাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর (সৃষ্টি)কে তাদের স্থলবর্তী করতে[১৭৪] এবং এতে আমি অক্ষম নই।[১৭৫]

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (٤٢)

(৪২) অতএব তাদেরকে বাক-বিতন্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত থাকতে দাও,[১৭৬] যে দিবস সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ سِرَاعاً كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ (٤٣)

(৪৩) সে দিন তারা কবর হতে বের হবে দ্রুত বেগে; (মনে হবে) যেন তারা কোন একটি লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে।[১৭৭]

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (٤٤)

(৪৪) অবনত নেত্রে;[১৭৮] হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে।[১৭৯] এটাই সেই দিন, যার বিষয়ে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।[১৮০]

সূরা নূহ
(মক্কায় অবতীর্ণ)
সূরা নং ঃ ৭১, আয়াত সংখ্যা ঃ ২৮

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١)

(১) নিশ্চয় আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট[১৮১] প্রেরণ করেছিলাম (এই নির্দেশ সহ যে,) তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসার পূর্বে।[১৮২]

قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (٢)

(২) সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী।[১৮৩]

([173]) প্রতিদিন সূর্য পূর্বের ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে উদয় হয় এবং তা পশ্চিমে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অস্ত যায়। এই হিসাবে উদয়াচলও অনেক এবং অস্তাচলও। বিস্তারিত জানার জন্য সূরা 'সাফ্ফাত' এর ৫নং আয়াত দ্রষ্টব্য।

([174]) অর্থাৎ, এদেরকে শেষ ক'রে এক নতুন সৃষ্টি আবাদ করার সম্পূর্ণ শক্তি আমি রাখি।

([175]) এটাই যদি প্রকৃত ব্যাপার হয়, তবে কিয়ামতের দিন তাদেরকে পুনর্জীবিত ক'রে উঠানোর শক্তি আমি কি রাখি না?

([176]) অর্থাৎ, বাজে ও অনর্থক আলোচনায় মগ্ন থাকতে এবং নিজেদের দুনিয়া নিয়ে মত্ত থাকতে দাও। তুমি তোমার প্রচার-প্রসারের কাজ অব্যাহত রাখ। তাদের আচরণ যেন তোমাকে তোমার দায়িত্ব পালনে উদাসীন অথবা মনঃক্ষুণ্ন না করে।

([177]) أَجْدَاثٌ শব্দটি جَدَثٌ বহুবচন। এর অর্থ হল, কবর। نُصُبٌ মানে হল, থান, বেদী; যেখানে মূর্তির নামে পশু জবাই করা হয়। আর মূর্তির অর্থেও তা ব্যবহার হয়। এখানে দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যখন সূর্য উদয় হয়, তখন মূর্তিপূজারীরা সর্ব প্রথম তাদেরকে চুমা দেওয়ার জন্য (প্রতিযোগিতামূলকভাবে) তাদের দিকে দ্রুত গতিতে দৌড় দিতে থাকে। কেউ কেউ এর অর্থ عَلَمٌ (পতাকা) নিয়েছেন। যেভাবে যুদ্ধের ময়দানে সৈন্যরা নিজেদের পতাকার দিকে দৌড়ে যায়, অনুরূপ কিয়ামতের দিন কবর থেকে বড় দ্রুত গতিতে বের হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে ধাবিত হবে। (এইজন্য অনুবাদে 'লক্ষ্যস্থল'-এর অর্থ করা হয়েছে।) يُوْفِضُوْنَ এখানে يُسرِعُوْنَ এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

([178]) যেমনভাবে অপরাধীদের দৃষ্টি অবনত থাকে। কারণ, তারা তাদের অপরাধ সম্পর্কে অবগত থাকে।

([179]) অর্থাৎ, কঠিন লাঞ্ছনা তাদেরকে ঘিরে ধরবে এবং তাদের চেহারা ভয়ে কালো হয়ে যাবে।

([180]) অর্থাৎ, রসূলগণের জবান এবং আসমানী কিতাবসমূহের মাধ্যমে।

([181]) নূহ ﷺ একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পয়গম্বর ছিলেন। সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত শাফাআ'ত সম্পর্কিত হাদীসে এসেছে যে, তিনি হলেন প্রথম রসূল। এও বলা হয় যে, তাঁরই সম্প্রদায় হতে শির্কের উৎপত্তি হয়েছে। এই জন্য মহান আল্লাহ তাঁকে তাঁর সম্প্রদায়ের হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করেন।

([182]) অর্থাৎ, কিয়ামতে অথবা দুনিয়াতে আযাব আসার পূর্বে। যেমন, এই সম্প্রদায়ের উপর তুফান এসেছিল।

([183]) আল্লাহর আযাব সম্বন্ধে, যদি তোমরা ঈমান না আন। সুতরাং আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার উপায় বাতলে দেওয়ার জন্য আমি এসেছি। যা পরের আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে।

أَنْ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (٣)

(৩) (এই বিষয়ে যে,) তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর[১৮৪] ও তাঁকে ভয় কর[১৮৫] এবং আমার আনুগত্য কর;[১৮৬]

يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٤)

(৪) (তাহলে) তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে অবকাশ দেবেন এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত।[১৮৭] নিশ্চয়ই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে, তা বিলম্বিত হয় না।[১৮৮] যদি তোমরা এটা জানতে!'[১৮৯]

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً (٥)

(৫) সে বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি আহবান করেছি।[১৯০]

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلاَّ فِرَاراً (٦)

(৬) কিন্তু আমার আহবান তাদের পলায়ন-প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে।[১৯১]

وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً (٧)

(৭) আমি যখনই তাদেরকে আহবান করি, যাতে তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর,[১৯২] তখনই তারা কানে আঙ্গুল দেয়,[১৯৩] নিজেদেরকে কাপড় দিয়ে ঢেকে নেয়[১৯৪] ও জিদ করতে থাকে[১৯৫] এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে।[১৯৬]

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً (٨)

(৮) অতঃপর নিশ্চয় আমি তাদেরকে আহবান করেছি প্রকাশ্যে।

ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً (٩)

(৯) পরে নিশ্চয় আমি তাদেরকে উচ্চ স্বরে (উপদেশ দিয়েছি) এবং গোপনে।[১৯৭]

([184]) এবং তোমরা শির্ক ত্যাগ কর। কেবলমাত্র এক আল্লাহরই ইবাদত কর।

([185]) আল্লাহর অবাধ্যতা করা হতে দূরে থাক। কারণ এই অবাধ্যতার জন্য তোমরা আল্লাহর শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হতে পার।

([186]) অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে যে কথার আদেশ করব, তাতে তোমরা আমার আনুগত্য কর। কেননা, আমি আল্লাহর পক্ষ হতে রসূল ও তাঁর বার্তাবাহক হয়ে তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি।

([187]) এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তোমাদের মৃত্যুর যে সময়কাল নির্ধারণ করা আছে, ঈমান আনা অবস্থায় সেটাকে বাড়িয়ে দিয়ে বেঁচে থাকার আরো অবকাশ দেবেন এবং সেই আযাবকে তোমাদের উপর হতে দূর ক'রে দেবেন, ঈমান না আনার ফলে যার আসাটা তোমাদের উপর অবধারিত ছিল। এই আয়াতকে দলীল বানিয়ে বলা হয় যে, আল্লাহর আনুগত্য, নেকীর কাজ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায়ে সত্যিকারে আয়ু বৃদ্ধি হয়। হাদীস শরীফেও এসেছে যে, صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيْدُ فِي الْعُمُرِ অর্থাৎ, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় আয়ু বৃদ্ধি করে। *(ইবনে কাসীর)* কেউ কেউ বলেন, অবকাশ দেওয়ার মানে, বর্কত দেওয়া। ঈমান আনলে আয়ুতে বর্কত হবে। আর ঈমান না আনলে এই বর্কত থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

([188]) বরং অবশ্যই তা সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই তোমাদের জন্য এটাই মঙ্গল যে, তোমরা সত্বর ঈমান ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন ক'রে নাও। দেরী করলে আল্লাহর প্রতিশ্রুত আযাবে পতিত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

([189]) অর্থাৎ, যদি তোমাদের জ্ঞান থাকত, তাহলে তোমরা তা সত্বর অবলম্বন করতে, যার আমি তোমাদেরকে নির্দেশ করছি। অথবা যদি তোমরা এই কথা জানতে যে, আল্লাহর আযাব যখন এসে পড়ে, তখন তা রদ্দ হয় না।

([190]) অর্থাৎ, তোমার নির্দেশ পালনে কোন প্রকার অবহেলা না ক'রে দিন-রাত আমি তোমার বার্তা স্বীয় সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে দিয়েছি।

([191]) অর্থাৎ, আমার আহবানের ফলে এরা ঈমান হতে আরো দূরে সরে গেল। যখন কোন জাতি ভ্রষ্টতার শেষ সীমায় পৌঁছে যায়, তখন তাদের অবস্থা এইরূপই হয়। তাদেরকে যতই আল্লাহর প্রতি আহবান করা হয়, তারা ততই দূরে সরে যায়।

([192]) অর্থাৎ, ঈমান এবং আনুগত্যের প্রতি আহবান করি, যা ক্ষমা লাভের কারণ।

([193]) যাতে আমার আওয়াজ শুনতে না পায়।

([194]) যাতে আমার চেহারা দেখতে না পায়। অথবা নিজেদের মাথার উপর কাপড় রেখে নেয়, যাতে আমার কথা-বার্তা শুনতে না পায়। এটা হল তাদের পক্ষ থেকে কঠোর শত্রুতা এবং ওয়ায-নসীহতের প্রতি অমনোযোগিতার বহিঃপ্রকাশ। কেউ কেউ বলেন, নিজেদেরকে কাপড়ে ঢেকে নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে পয়গম্বর তাদেরকে চিনতে না পারেন এবং তাদেরকে তাঁর দাওয়াত কবুল করতে বাধ্য না করেন।

([195]) অর্থাৎ, কুফরীতে অবিচল থাকে। তা হতে ফিরে আসে না এবং তওবা করে না।

([196]) সত্যকে গ্রহণ করার এবং নির্দেশ পালন করার ব্যাপারে তারা চরম অহংকার প্রদর্শন করে।

([197]) অর্থাৎ, বিভিন্নভাবে ও নানান পদ্ধতিতে আমি তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি। কোন কোন আলেম বলেন, জনসমাবেশে ও তাদের মজলিসগুলোতে তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি এবং এককভাবে ঘরে ঘরে গিয়েও তোমার বার্তা তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি।

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً (١٠)

(১০) সুতরাং বলেছি, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর,[১৯৮] নিশ্চয় তিনি মহা ক্ষমাশীল।[১৯৯]

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً (١١)

(১১) তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন।[২০০]

وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً (١٢)

(১২) তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমৃদ্ধ করবেন এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন বহু বাগান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা।[২০১]

مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وَقَاراً (١٣)

(১৩) তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর প্রভাব-প্রতিপত্তিকে ভয় কর না?[২০২]

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً (١٤)

(১৪) অথচ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে।[২০৩]

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً (١٥)

(১৫) তোমরা লক্ষ্য করনি, আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে বিন্যস্ত সপ্ত আকাশকে?[২০৪]

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً(١٦)

(১৬) এবং সেখানে চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোরূপে[২০৫] ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে।[২০৬]

وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتاً (١٧)

(১৭) তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে উদ্ভূত করেছেন।[২০৭]

ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً (١٨)

(১৮) অতঃপর তাতে তিনি তোমাদেরকে প্রত্যাবৃত্ত করবেন ও পরে পুনরুত্থিত করবেন।[২০৮]

([198]) অর্থাৎ, ঈমান এবং আনুগত্যের পথ অবলম্বন কর এবং তোমাদের প্রভুর কাছে নিজেদের বিগত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে নাও।

([199]) তিনি তাদের জন্য বড়ই দয়াবান এবং মহা ক্ষমাশীল যারা তওবা করে।

([200]) এই আয়াতের কারণে কোন কোন আলেম ইস্তিসকার নামাযে সূরা নূহ পাঠ করাকে মুস্তাহাব মনে করেন। বর্ণিত আছে যে, উমার ﷺও একদা ইস্তিসকার নামাযের জন্য মিম্বরে আরোহণ ক'রে কেবলমাত্র ইস্তিগফারের আয়াতগুলি (যাতে এই আয়াতও ছিল) পড়ে মিম্বর হতে নেমে গেলেন এবং বললেন, বৃষ্টির সেই পথসমূহ থেকে বৃষ্টি কামনা করেছি, যা আসমানে রয়েছে এবং যেগুলো হতে বৃষ্টি যমীনে বর্ষিত হয়। *(ইবনে কাসীর)* হাসান বাসরী (রঃ) এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তাঁর কাছে এসে কেউ অনাবৃষ্টির অভিযোগ জানালে, তিনি তাকে ইস্তিগফার করার কথা শিক্ষা দিতেন। আর একজন তাঁর কাছে দরিদ্রতার অভিযোগ জানালে, তাকেও তিনি এই (ইস্তিগফার করার) কথাই বাতলে দিলেন। অন্য একজন তার বাগান শুকিয়ে যাওয়ার অভিযোগ জানালে, তাকেও তিনি ইস্তিগফার করতে বললেন। এক ব্যক্তি বলল যে, আমার সন্তান হয় না, তাকেও তিনি ইস্তিগফার করতে বললেন। যখন কেউ তাঁকে প্রশ্ন করল যে, আপনি সবাইকে কেবল ইস্তিগফারই করতে কেন বললেন? তখন তিনি এই আয়াতই তেলাঅত ক'রে বললেন, 'আমি নিজের পক্ষ থেকে এ কথা বলিনি, বরং উল্লিখিত সমস্ত ব্যাপারে এই ব্যবস্থাপত্র মহান আল্লাহই দিয়েছেন।' *(আইসারুত তাফাসীর)*

([201]) অর্থাৎ, ঈমান ও আনুগত্যের কারণে তোমরা শুধু আখেরাতের নিয়ামতই পাবে না, বরং পার্থিব জীবনেও আল্লাহ মাল-ধন এবং সন্তান-সন্ততি দান করবেন।

([202]) وَقَار শব্দটি توقير থেকে গঠিত। অর্থ হল শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব, প্রতিপত্তি। আর رجاء এর অর্থ এখানে خوف (ভয়)। অর্থাৎ, যেভাবে তাঁর বড়ত্বের দাবী তোমরা সেভাবে তাঁকে ভয় করো না কেন? এবং তাঁকে এক মনে ক'রে তাঁর আনুগত্য কর না কেন?

([203]) অর্থাৎ, প্রথমে বীর্য থেকে। তারপর সেটাকে রক্তপিন্ডে পরিণত ক'রে। অতঃপর সেটাকে মাংসপিন্ডে রূপান্তরিত ক'রে। এর পর হাড় বানিয়ে তার উপর মাংস চড়িয়ে পরিপূর্ণ আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়। এর বিস্তারিত আলোচনা সূরা হাজ্জ ৫নং, সূরা মু'মিনুন ১৪নং এবং সূরা মু'মিন ৬৭নং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

([204]) যা প্রমাণ করে যে, তিনি মহাশক্তির অধিকারী ও সুদক্ষ কারিগর। আর এ কথাও প্রমাণ করে যে, তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য।

([205]) যা পৃথিবীকে আলোকিত করে এবং তা হল তার মাথার মুকুট স্বরূপ।

([206]) যাতে তার আলোতে মানুষ উপার্জনের জন্য পরিশ্রম করতে পারে; যা মানুষের জন্য অপরিহার্য ব্যাপার।

([207]) অর্থাৎ, তোমাদের পিতা আদম ﷺ-কে মাটি হতে সৃষ্টি ক'রে তাতে আল্লাহ রূহ ফুঁকেছেন। আর যদি মনে করা হয় যে, এতে সমস্ত মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে, তাহলে তার অর্থ হবে, তোমরা যে বীর্য থেকে জন্ম লাভ করেছ, সেটা সেই খোরাক থেকেই তৈরী, যা যমীন থেকে উৎপন্ন হয়। এই দিক দিয়ে সবারই যা থেকে জন্ম তার মূল ও আসল উপাদান হল যমীন বা মাটি।

([208]) অর্থাৎ, মরার পর এই মাটিতেই দাফন হতে হবে এবং কিয়ামতের দিন এই মাটি থেকেই পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত ক'রে বের করা হবে।

وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ بِسَاطاً (١٩)

(১৯) আর আল্লাহ তোমাদের জন্য ভূমিকে বিস্তৃত করেছেন --[২০৯]

لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً (٢٠)

(২০) যাতে তোমরা চলাফেরা করতে পার প্রশস্ত পথে।'[২১০]

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَسَاراً (٢١)

(২১) নূহ বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অমান্য করেছে[২১১] এবং অনুসরণ করেছে এমন লোকের যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি।[২১২]

وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً (٢٢)

(২২) আর তারা বড় রকমের ষড়যন্ত্র করেছে।[২১৩]

وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلا سُوَاعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً (٢٣)

(২৩) এবং বলে, তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের দেব-দেবীকে; পরিত্যাগ করো না অদ্দ, সুওয়া', ইয়াগূষ, ইয়াঊ'ক ও নাস্‌রকে।[২১৪]

وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً وَلا تَزِدْ الظَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلالاً (٢٤)

(২৪) তারা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে;[২১৫] সুতরাং অনাচারীদের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করো না।'

مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَاراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ

(২৫) তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে (বন্যায়) ডুবানো হয়েছিল[২১৬] এবং পরে তাদেরকে প্রবেশ করানো হয়েছিল আগুনে, অতঃপর তারা কাউকেও আল্লাহর মুকাবিলায় সাহায্যকারী পায়নি।

([209]) অর্থাৎ, এটাকে বিছানার মত বিছিয়ে দিয়েছেন। তোমরা এর উপর ঐভাবেই চলাফেরা ক'রে থাক, যেভাবে তোমরা নিজেদের ঘরে বিছানার উপর চলাফেরা ও উঠা-বসা কর।

([210]) سُبُلٌ হল سَبِيْلٌ এর বহুবচন (পথ)। আর فِجَاجٌ হল فَــجٌّ এর বহুবচন (প্রশস্ত)। অর্থাৎ, এই যমীনে মহান আল্লাহ বড় বড় প্রশস্ত রাস্তা বানিয়ে দিয়েছেন। যাতে মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়, এক শহর থেকে অন্য শহরে এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে। তাছাড়া এই রাস্তা মানুষের ব্যবস্যা-বাণিজ্য এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির সামাজিক জীবনে অতি প্রয়োজনীয় জিনিস। যার সুব্যবস্থা ক'রে আল্লাহ মানুষের উপর বিরাট অনুগ্রহ করেছেন।

([211]) অর্থাৎ, আমার অবাধ্যতা করাতে অটল আছে এবং আমার দাওয়াতে সাড়া দিচ্ছে না।

([212]) অর্থাৎ, তাদের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সেই বড় ও ধনীশ্রেণীর লোকেদেরই অনুসরণ করেছে, যাদেরকে তাদের ধন ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতির দিকেই নিয়ে যাচ্ছে।

([213]) এই ষড়যন্ত্র কি ছিল? কেউ কেউ বলেন, (ষড়যন্ত্র হল) তাদের কিছু লোককে নূহ ﷺ-কে হত্যা করার ব্যাপারে প্ররোচিত করা। কেউ কেউ বলেন, মাল-ধন ও সন্তান-সন্ততির কারণে তাদের আত্মবঞ্চনার শিকার হওয়া। এমন কি কেউ কেউ বলল যে, যদি তারা হকপন্থী না হত, তাহলে তারা এই নিয়ামত কিভাবে পেত? আবার কারো নিকট (ষড়যন্ত্র বলতে,) তাদের বড়দের এ কথা বলা যে, তোমরা নিজেদের উপাস্যের উপাসনা ত্যাগ করবে না। পক্ষান্তরে অনেকের নিকট তাদের কুফ্‌রীই ছিল বড় ষড়যন্ত্র।

([214]) এঁরা ছিলেন নূহ ﷺ-এর জাতির সেই লোক যাঁদের তারা ইবাদত করত। এঁরা এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে, আরবেও তাদের পূজা শুরু হয়েছিল। তাই وَدٌّ (অদ্দ) 'দুমাতুল জানদল'এর কাল্‌ব গোত্রের, سُوَاعٌ (সুআ) সমুদ্র উপকুলবর্তী গোত্র 'হুযায়েল'-এর, يَغُــوْثَ (য়্যাগূস) ইয়ামানের সাবার সন্নিকটে 'জুরুফ' নামক স্থানের 'মুরাদ' এবং 'বানী গুত্বায়েফ' গোত্রের, يَعُوْقَ (য়্যাঊক্ব) হামদান গোত্রের এবং نَسْرٌ (নাস্‌র) হিম্‌য়্যার জাতির 'যুল কিলাআ' গোত্রের উপাস্য ছিলেন। *(ইবনে কাসীর, ফাতহুল ক্বাদীর)* এই পাঁচটিই হল নূহ ﷺ-এর জাতির নেক লোকদের নাম। যখন এঁরা মৃত্যুবরণ করলেন, তখন শয়তান তাদের ভক্তদেরকে কুমন্ত্রণা দিল যে, তোমরা এদের প্রতিমা বানিয়ে নিজেদের ঘরে ও দোকানে স্থাপন কর। যাতে তাঁরা তোমাদের স্মরণে সর্বদা থাকেন এবং তাঁদেরকে খেয়ালে রেখে তোমরাও তাঁদের মত নেক কাজ করতে পার। প্রতিমা বানিয়ে যারা রেখেছিল, তারা যখন মৃত্যুবরণ করল, তখন শয়তান তাদের বংশধরকে এই বলে শির্কে পতিত করল যে, 'তোমাদের পূর্বপুরুষরা তো এঁদের পূজা করত, যাদের প্রতিমা তোমাদের বাড়িতে বাড়িতে স্থাপিত রয়েছে।' ফলে তারা এঁদের পূজা করতে আরম্ভ ক'রে দিল। *(বুখারী ঃ সূরা নূহের তাফসীর পরিচ্ছেদ)*

([215]) أَضَــلُّوا ক্রিয়ার কর্তা (তারা) হল নূহ ﷺ-জাতির মান্য লোকেরা। অর্থাৎ, তারা বহু সংখ্যক লোককে ভ্রষ্ট করেছিল। উদ্দেশ্য হল, উল্লিখিত ঐ পাঁচ নেক লোকের প্রতিমা। জাতির ভ্রষ্টতায় তাঁদের হাত না থাকলেও তাঁদেরকে কেন্দ্র ক'রেই লোকেরা ভ্রষ্ট হয়েছিল। আর সে জন্যই ক্রিয়ার সম্বন্ধ তাঁদের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন, ইব্রাহীম ﷺ-ও বলেছিলেন, [رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِــنَ النَّــاسِ] "হে আমার পালনকর্তা! ওরা অনেক মানুষকে বিপথগামী করেছে।" *(সূরা ইব্রাহীম ৩৬ আয়াত)*

([216]) مِنْ خَطِيْئَاتِهِمْ أَيْ: مِنْ أَجْلِهَا وَبِسَبَبِهَا أُغْرِقُوا بِالطُّوْفَانِ (فتح القدير) مما 'মিম্মা' তে مَا 'মা' শব্দটি অতিরিক্ত।

دُونِ اللهِ أَنْصَاراً (٢٥)

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنْ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً (٢٦)

(২৬) নূহ আরো বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে অবিশ্বাসীদের মধ্য হতে কাউকেও অবশিষ্ট রেখো না।[২১৭]

إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِراً كَفَّاراً (٢٧)

(২৭) তুমি তাদেরকে অবশিষ্ট রাখলে তারা নিশ্চয় তোমার দাসদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং কেবল দুষ্কৃতিকারী ও অবিশ্বাসীই জন্ম দিতে থাকবে।

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلا تَزِدْ الظَّالِمِينَ إِلاَّ تَبَاراً(٢٨)

(২৮) হে আমার প্রতিপালক! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং যারা বিশ্বাসী হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করেছে তাদেরকে এবং বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদেরকে।[২১৮] আর অনাচারীদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি কর।'[২১৯]

সূরা জ্বিন
(মক্কায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ৭২, আয়াত সংখ্যা ঃ ২৮

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً (١)

(১) বল, আমার প্রতি অহী প্রেরিত হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল[২২০] মনোযোগ সহকারে শ্রবণ ক'রে বলেছে, 'আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি।[২২১]

يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً (٢)

(২) যা সঠিক পথ-নির্দেশ করে;[২২২] ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি।[২২৩] আর আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের

([217]) নূহ ﷺ এই বদ্দুআ তখন করেছিলেন, যখন তিনি তাদের ঈমান আনার ব্যাপারে একেবারে নিরাশ হয়ে গেলেন এবং আল্লাহও তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, ওদের মধ্য হতে আর কেউ-ই ঈমান আনবে না। *(সূরা হূদঃ ৩৬ আয়াত)* دَيَّارٌ، فَيْعَالٌ এর ওজনে। আসলে ছিল دَيْوَارٌ তারপর و কে ي দ্বারা পরিবর্তন ক'রে সন্ধি ক'রে দেওয়া হয়। এর অর্থ ঃ مَنْ يَسْكُنُ الدِّيَارَ (গৃহবাসী) অর্থাৎ, কোন গৃহবাসীকে অর্থাৎ, কাউকেও ছেড়ো না।

([218]) কাফেরদের জন্য বদ্দুআ করার পর তিনি নিজের জন্য এবং মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

([219]) এই বদ্দুআ হল কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত যালেমদের জন্য। যেমন উল্লিখিত দুআ সমস্ত মু'মিন পুরুষ এবং সমস্ত মু'মিন মহিলাদের জন্য।

([220]) এই ঘটনা সূরা আহক্বাফের ২৯নং আয়াতের টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনা হল নবী ﷺ ওয়াদীয়ে নাখলাহ নামক স্থানে সাহাবায়ে কেরাম ﷺ-দেরকে নিয়ে ফজরের নামায পড়াচ্ছিলেন। এই সময় কয়েকজন জ্বিন সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল। তারা নবী ﷺ-এর কুরআন পাঠ শুনে প্রভাবিত হয়। এখানে বলা হচ্ছে যে, সেই সময় জ্বিনদের কুরআন শোনার ব্যাপারটা নবী ﷺ জানতেন না। বরং অহীর মাধ্যমে তাঁকে এ খবর জানানো হয়।

([221]) عَجَبـــاً 'আ'জাবান' হল মাসদার (ক্রিয়ামূল, বা ক্রিয়া-বিশেষ্য) মুবালাগা (অতিরিক্ত বুঝানোর) অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অথবা সম্বন্ধপদের যাকে সম্বন্ধ করা হয় সে শব্দ উহ্য আছে; অর্থাৎ, ذَا عَجَبٍ । কিংবা মাসদার (ক্রিয়া বিশেষ্য) ব্যবহার হয়েছে ইস্ম ফায়েল (কর্তৃকারক)এর অর্থে مُعْجِباً । অর্থ হল, আমরা এমন কুরআন শুনেছি যা ভাষার চমৎকারিত্ব ও সাহিত্য-শৈলীর দিক দিয়ে বড়ই বিস্ময়কর অথবা ওয়ায-নসীহতের দিক দিয়ে বিস্ময়কর কিংবা বর্কতের দিক দিয়ে অতি আশ্চর্যজনক। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([222]) এটা কুরআনের দ্বিতীয় গুণ। তা সঠিক পথ অর্থাৎ, সত্য ও সরল পথ স্পষ্ট করে। অথবা আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান দান করে।

([223]) অর্থাৎ, আমরা তা শুনে সত্য বলে মেনে নিয়েছি যে, বাস্তবিকই তা আল্লাহর কালাম। এটা কোন মানুষের কালাম নয়। এতে কাফেরদের প্রতি ধমক ও তিরস্কার রয়েছে যে, জ্বিনরা তো একবার শুনেই এই কুরআনের প্রতি ঈমান আনল। স্বল্প কিছু সংখ্যক আয়াত শুনেই তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটল এবং তারা বুঝে নিল যে, এটা কোন মানুষের রচিত কথা নয়। কিন্তু মানুষের, বিশেষ ক'রে তাদের সর্দারদের এই কুরআন দ্বারা কোন লাভ হয়নি। অথচ তারা নবী ﷺ-এর মুখে একাধিকবার কুরআন শুনেছে। এ ছাড়া তিনি নিজেও তাদেরই একজন ছিলেন এবং তাদেরই ভাষাতে তিনি তাদেরকে কুরআন পাঠ করে শুনাতেন।

কোন শরীক স্থাপন করব না।[২২৪]

وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَداً (٣)

(৩) এবং নিশ্চয়ই সমুচ্চ আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা; তিনি গ্রহণ করেননি কোন পত্নী এবং না কোন সন্তান।[২২৫]

وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطاً (٤)

(৪) এবং আমাদের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহর সম্বন্ধে অতি অবাস্তব উক্তি করত।[২২৬]

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللهِ كَذِباً (٥)

(৫) অথচ আমরা মনে করতাম যে, মানুষ এবং জ্বিন আল্লাহ সম্বন্ধে কখনো মিথ্যা আরোপ করবে না।[২২৭]

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنْ الإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنْ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً (٦)

(৬) আর কতিপয় মানুষ কতক জ্বিনদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করত,[২২৮] ফলে তারা জ্বিনদের অহংকার[২২৯] বাড়িয়ে দিত।

وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ أَحَداً (٧)

(৭) আর তারা (মানুষরা)ও ধারণা করে; যেমন তোমরা ধারণা কর যে, আল্লাহ কখনই কাউকেও (মৃত্যুর পর) পুনরুত্থিত করবেন না।[২৩০]

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً (٨)

(৮) এবং আমরা আকাশ পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখেছি, কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিন্ড দ্বারা তা পরিপূর্ণ।[২৩১]

وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعْ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَداً (٩)

(৯) আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে (সংবাদ) শুনবার জন্য বসতাম,[২৩২] কিন্তু এখন কেউ (সংবাদ) শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিন্ডের সম্মুখীন হয়।[২৩৩]

([224]) না তাঁর সৃষ্টির কাউকে, আর না অন্য কোন উপাস্যকে। কারণ, তিনি তাঁর প্রতিপালকত্বে একক।

([225]) جَدُّ এর অর্থ হল, মর্যাদা, মাহাত্ম্য, ঐশ্বর্য। অর্থাৎ, আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা এ থেকে অনেক ঊর্ধ্বে যে, তাঁর সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী থাকবে। অর্থাৎ, জ্বিনরা সেই মুশরিকদের কথাকে ভুল সাব্যস্ত করল, যারা আল্লাহর সাথে স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততির সম্পর্ক স্থাপন করত। জ্বিনরা এই উভয় দুর্বলতা থেকে প্রতিপালকের পবিত্রতার ঘোষণা করল।

([226]) سَفِيهُنَا (আমাদের নির্বোধেরা) বলতে কেউ কেউ শয়তান অর্থ নিয়েছেন। আর কেউ কেউ তাদের সঙ্গী জ্বিনদেরকে বুঝিয়েছেন। আর কেউ বলেন, এ থেকে উদ্দেশ্য এমন সকল ব্যক্তি যার এই বাতিল বিশ্বাস আছে যে, আল্লাহর সন্তান আছে। شَطَطاً এর কয়েকটি অর্থ করা হয়েছে। যেমন, যুলুম, মিথ্যা, বাতিল এবং কুফ্‌রীতে অতিরঞ্জন করা প্রভৃতি। উদ্দেশ্য মধ্যমপন্থা থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং সীমালঙ্ঘন করা। অর্থ এই দাঁড়াল যে, 'আল্লাহর সন্তান আছে' এই কথা সেই নির্বোধ ও বেওকুফদের, যারা মধ্যপন্থা ও সরল-সঠিক পথ থেকে দূরে আছে এবং তারা সীমালংঘনকারী, মিথ্যুক ও অপবাদ আরোপকারীও বটে।

([227]) এই জন্যই আমরা তাদের কথা সত্য বলে বিশ্বাস ক'রে এসেছি এবং আল্লাহর ব্যাপারে এই আকীদা পোষণ করেছি। অতঃপর যখন আমরা কুরআন শুনলাম, তখন আমাদের কাছে এই আকীদা ও বিশ্বাসের ভ্রান্ত হওয়ার কথা পরিষ্কার হয়ে গেল।

([228]) জাহেলিয়াতের যুগে একটি প্রচলন এও ছিল যে, যখন তারা সফরে কোথাও যেত, তখন যে উপত্যকায় তারা অবস্থান করত, সেখানকার জ্বিনদের কাছে আশ্রয় কামনা করত; যেমন, অঞ্চলের বিশেষ ব্যক্তি এবং সরদারের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। ইসলাম এ প্রচলন বাতিল ঘোষণা ক'রে কেবলমাত্র এক আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার উপর তাকীদ করেছে।

([229]) অর্থাৎ, যখন জ্বিনরা লক্ষ্য করল যে, মানুষ আমাদেরকে ভয় পায় এবং আমাদের কাছে আশ্রয় কামনা করে, তখন তাদের ঔদ্ধত্য ও অহংকার আরো বেড়ে গেল। এখানে رَهَقاً এর অর্থ হল ঔদ্ধত্য, অবাধ্যতা এবং অহংকার। এর আসল অর্থ হল, (ঢাকা) পাপ এবং হারাম কাজ সম্পাদন করা। *(এর এক অর্থ ভয় করাও হয়। অর্থাৎ, মানুষরা জ্বিনদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে, জ্বিনরা মানুষদের ভয় বৃদ্ধি করত। দ্রঃ ফাতহুল ক্বাদীর -সম্পাদক)*

([230]) بَعْثٌ এর দু'টি অর্থ হতে পারে, আল্লাহ কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না অথবা তিনি কাউকে নবীরূপে প্রেরিত করবেন না।

([231]) حَرَسٌ হল حَارِس (প্রহরী)এর এবং شُهُبٌ হল شِهَابٌ (উল্কাপিন্ড)এর বহুবচন। অর্থাৎ, আসমানের উপর ফিরিশ্তারা পাহারা দিতে থাকেন। যাতে আসমানের কোন কথা অন্য কেউ শুনতে না পায়। আর এই তারাগুলো শয়তানের উপর উল্কাপিন্ড হয়ে উৎক্ষিপ্ত হয়।

([232]) আসমানী কথার সামান্য কিছু শুনে জ্যোতিষীদের বলে দিতাম। তাতে তারা শত মিথ্যা মিশ্রিত ক'রে প্রচার করত।

([233]) তবে মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রেরিত হওয়ার পর এ পথ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। এখন যে-ই এই (কথা শোনার) উদ্দেশ্যে উপরে আরোহণ করে, উল্কা তার অপেক্ষায় থাকে এবং ছুটে তার উপর আপতিত হয়।

وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً (١٠)

(১০) আমরা জানি না যে, জগদ্বাসীর অমঙ্গল অভিপ্রেত, না তাদের প্রতিপালক তাদের মঙ্গল চান।[২৩৪]

وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَداً(١١)

(১১) এবং আমাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক এর ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী।[২৩৫]

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعجِزَ اللهَ فِي الأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباً (١٢)

(১২) (এখন) আমরা বুঝেছি[২৩৬] যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে পরাভূত করতে পারব না এবং পলায়ন ক'রেও তাঁকে ব্যর্থ করতে পারব না।

وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً (١٣)

(১৩) আমরা যখন পথ-নির্দেশক বাণী শুনলাম, তখন তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম। আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তার কোন ক্ষতি ও কোন অন্যায়ের আশংকা থাকবে না।[২৩৭]

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً (١٤)

(১৪) আমাদের কতক আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) এবং কতক সীমালংঘনকারী;[২৩৮] সুতরাং যারা আত্মসমর্পণ করে (মুসলমান হয়), তারা নিঃসন্দেহে সত্য পথ বেছে নেয়।

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً (١٥)

(১৫) অপরপক্ষে সীমালংঘনকারীরা তো জাহান্নামেরই ইন্ধন।'[২৩৯]

وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً(١٦)

(১৬) আর এই যে, তারা যদি সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকত, তাহলে তাদেরকে আমি অবশ্যই প্রচুর পানি পান করাতাম।

([234]) অর্থাৎ, আসমানের এই পাহারার উদ্দেশ্য দুনিয়াবাসীদের জন্য কোন অমঙ্গলকে পূর্ণতা দান করা অর্থাৎ, তাদের উপর আযাব অবতীর্ণ করার ইচ্ছা করা হয়েছে, না তাদের ব্যাপারে মঙ্গলের অর্থাৎ, রসূল প্রেরণের ইচ্ছা করা হয়েছে।

([235]) قِدَدٌ অর্থ কোন বস্তুর খন্ড। صَارَ الْقَوْمُ قِدَداً ঐ সময় বলা হয়, যখন তাদের অবস্থা এক অপর থেকে ভিন্ন (খন্ড-খন্ড) হয়। অর্থাৎ, আমরা বিভিন্ন দলে এবং বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত হয়ে আছি। অর্থাৎ, জ্বিনদের মধ্যেও মুসলিম, কাফের, ইয়াহুদী ও অগ্নিপূজক ইত্যাদি রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এদের মধ্যেও মুসলিমদের মত ক্বাদারিয়াহ, মুরজিয়াহ, এবং রাফেযাহ ইত্যাদি ফির্কা রয়েছে। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([236]) ظَنَّ এর অর্থ এখানে জানা, বুঝা ও দৃঢ় বিশ্বাস করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, আরো বহু স্থানে এসেছে।

([237]) অর্থাৎ, না এই আশঙ্কা আছে যে, তাদের সৎকর্মসমূহের প্রতিদানে কোন কমি করা হবে, আর না এই ভয় আছে যে, তাদের অসৎকর্মসমূহকে বর্ধিত করা হবে।

([238]) অর্থাৎ, যে মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুঅতের উপর ঈমান এনেছে সে মুসলিম এবং যে তা অস্বীকার করে সে সীমালংঘনকারী। قَاسِطٌ অর্থ, অত্যাচারী, অনাচারী, সীমালংঘনকারী ও অবিচারকারী। আর مُقْسِطٌ অর্থ, ন্যায়পরায়ণ। অর্থাৎ, قسط ধাতু থেকে গঠিত শব্দ যদি 'সুলাসী মুজাররাদ' (কেবল তিন অক্ষরবিশিষ্ট) বাব থেকে হয়, তাহলে অর্থ হবে, অবিচার করা। আর যদি 'মাযীদ ফীহ' (তিন অক্ষরের অধিক বর্ধিত 'ইফআল') বাব থেকে হয়, তবে অর্থ হবে, সুবিচার করা।

([239]) এ থেকে জানা গেল যে, মানুষের মত জ্বিনরাও জাহান্নাম এবং জান্নাত দু'টিতেই প্রবেশকারী হবে। এদের মধ্যে যে কাফের সে জাহান্নামে যাবে এবং মুসলিম জান্নাতে যাবে। (মাটির সৃষ্টি মানুষ যেমন মাটির আঘাতে কষ্ট পায়, তেমনি আগুনের সৃষ্টি জ্বিন জাহান্নামের আগুনে কষ্ট পাবে।) এখান থেকে জ্বিনদের কথা শেষ হল। এবার আল্লাহর কথা শুরু হচ্ছে।

لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَاباً صَعَداً (١٧)

(১৭) যার মাধ্যমে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করব।[২৪০] আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের স্মরণ হতে বিমুখ হয়, তিনি তাকে কঠিন শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন।[২৪১]

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً (١٨)

(১৮) আর এই যে, মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকেও ডেকো না।[২৪২]

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً(١٩)

(১৯) আর এই যে, যখন আল্লাহর দাস তাঁকে ডাকবার জন্য দন্ডায়মান হল, তখন তারা তার নিকট ভিড় জমাল।[২৪৩]

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً (٢٠)

(২০) বল, 'আমি কেবল আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করি না।'[২৪৪]

قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلا رَشَداً (٢١)

(২১) বল, 'আমি তোমাদের অপকার অথবা উপকার কিছুরই মালিক নই।'[২৪৫]

([২৪০]) أَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا (আর এই যে---) আয়াতটির সংযোগ হল أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ (আমার প্রতি অহী প্রেরিত হয়েছে যে---) আয়াতের সাথে। অর্থাৎ, আর এ কথাও আমার প্রতি অহী করা হয়েছে যে,---। الطَّرِيْقَةِ অর্থ, সত্য-সরল পথ। অর্থাৎ, ইসলাম। غَــدَقٌ অর্থ, প্রচুর। প্রচুর পানি বলতে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, পৃথিবীতে মাল-ধন এবং বহু উপায়-উপকরণ দিয়ে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করব। যেমন, অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, [وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَــيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ] অর্থাৎ, আর যদি জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং পরহেযগারী অবলম্বন করত, তাহলে আমি তাদের প্রতি আসমানী ও পার্থিব নিয়ামতসমূহের (দ্বার) উন্মুক্ত ক'রে দিতাম।" *(সূরা আ'রাফ ৯৬ আয়াত)* আহলে কিতাবদের আলোচনায়ও এই কথাই বলা হয়েছে। *(সূরা মায়িদাহ ৬৬ আয়াত)* আবার কেউ কেউ বলেন, এই আয়াত সেই সময় অবতীর্ণ হয়, যখন কাফের কুরাইশদের উপর দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছিল। الطَّرِيْقَةِ এর দ্বিতীয় অর্থ করা হয়েছে, ভ্রান্ত পথ। এই অর্থের দিক দিয়ে পার্থিব বর্কত বা প্রাচুর্যের কথা 'ইস্তিদরাজ' (ক্রমান্বয়ে কিছু দিয়ে আবার কেড়ে নেওয়ার) অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যেমন, অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, [فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَــيْءٍ] অর্থাৎ, তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা যখন তা বিস্মৃত হল, তখন তাদের জন্য সমস্ত কিছুর দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিলাম। *(সূরা আনআম ৪৪ আয়াত)* [أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ، نُسَارِعُ لَهُمْ فِــي الْخَيْــرَاتِ] অর্থাৎ, তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি তার দ্বারা তাদের জন্যে সর্বপ্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? *(সূরা মু'মিনূন ৫৫-৫৬ আয়াত)* ইমাম ইবনে কাসীরের নিকট لِنَفْتِنَهُمْ (যাতে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করি) এর দিকে লক্ষ্য ক'রে এই দ্বিতীয় অর্থটাই বেশী সঙ্গতিপূর্ণ। পক্ষান্তরে ঈমাম শাওকানীর নিকট প্রথম অর্থটাই অধিক সঠিক।

([241]) صَعَداً، أي: عَذَاباً شَاقّاً شَدِيْداً مُوْجِعاً مُؤْلِماً অর্থাৎ, অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টদায়ক আযাব বা শাস্তি।

([242]) মসজিদের অর্থ সিজদা করার জায়গা। সিজদাও নামাযের একটি রুকন। এই জন্য নামায পড়ার স্থানকে মসজিদ বলা হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য স্পষ্ট যে, মসজিদগুলোর উদ্দেশ্য হল, কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করা। তাই মসজিদগুলোতে অন্য কারো ইবাদত করা, অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করা এবং অন্য কারো নিকট ফরিয়াদ করা ও সাহায্য চাওয়া জায়েয নয়। এই বিষয়গুলো তো এমনিতেই নিষেধ। কোথাও গায়রুল্লাহর ইবাদত করা জায়েয নয়। তবে মসজিদের কথা বিশেষ ক'রে এই জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, এগুলোর নির্মাণ করার উদ্দেশ্যই হল এক আল্লাহর ইবাদত করা। যদি এখানেও গায়রুল্লাহর আহবান আরম্ভ হয়ে যায়, তাহলে এটা অতি জঘন্য এবং অন্যায় আচরণ হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, বর্তমানে অনেক অজ্ঞ মুসলমান মসজিদগুলোতেও আল্লাহর সাথে অন্যকেও সাহায্যের জন্য আহবান করে। বরং মসজিদগুলোতে এমন এমন বাক্য লিপিবদ্ধ থাকে, যাতে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নিকট ফরিয়াদ করা হয়। فَلْيَبْكِ عَلَى الإِسْلاَمِ مَنْ كَانَ بَاكِياً

([243]) عَبْــدُ اللهِ (আল্লাহর বান্দা বা দাস) বলতে রসূল ﷺ-কে বুঝানো হয়েছে। আর এর অর্থ হল, মানুষ ও জ্বিন মিলিত হয়ে আল্লাহর জ্যোতিকে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায়। এর আরো অর্থ বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু ইমাম ইবনে কাসীরের নিকট এই অর্থই প্রাধান্য পেয়েছে।

([244]) অর্থাৎ, যখন সকলেই তোমার সাথে শত্রুতা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং উঠে পড়ে লেগেছে, তখন তুমি তাদেরকে বলে দাও, আমি তো কেবল আমার প্রতিপালকের ইবাদত করি, তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং তাঁরই উপর ভরসা করি।

([245]) অর্থাৎ, তোমাদেরকে হিদায়াত দানের অথবা ভ্রষ্ট করার বা অন্য কোন প্রকারের লাভ-ক্ষতি, ইষ্ট-অনিষ্ট বা উপকার-অপকার করার কোনই এখতিয়ার আমার নেই। আমি কেবল আল্লাহর এমন একজন বান্দা, যাকে তিনি অহী ও নবুঅতের জন্য নির্বাচন ক'রে নিয়েছেন।

قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً (٢٢)

(২২) বল, 'আল্লাহর (শাস্তি) হতে কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না[২৪৬] এবং আল্লাহ ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থলও পাব না।

إِلاَّ بَلاغاً مِنَ اللهِ وَرِسَالاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً (٢٣)

(২৩) শুধু আল্লাহর পক্ষ হতে পৌঁছানো এবং তাঁর বাণী প্রচারই (আমার কাজ)।[২৪৭] যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।'

حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِراً وَأَقَلُّ عَدَداً (٢٤)

(২৪) এমনকি যখন তারা তাদের প্রতিশ্রুত (শাস্তি) প্রত্যক্ষ করবে,[২৪৮] তখন তারা জানতে পারবে, কে সাহায্যকারী হিসাবে দুর্বল এবং কে সংখ্যায় অল্প।[২৪৯]

قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَداً(٢٥)

(২৫) বল, 'আমি জানি না, তোমাদেরকে যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তা কি আসন্ন, না আমার প্রতিপালক এর জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করবেন?'[২৫০]

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً (٢٦)

(২৬) তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো নিকট প্রকাশ করেন না।

إِلاَّ مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً (٢٧)

(২৭) তাঁর মনোনীত রসূল ব্যতীত।[২৫১] সেই ক্ষেত্রে তিনি রসূলের অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন।[২৫২]

لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ

(২৮) যাতে তিনি জেনে নেন, তারা তাদের প্রতিপালকের বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছে,[২৫৩] আর তাদের নিকট[২৫৪] যা আছে, তা তাঁর

([246]) যদি আমি তাঁর অবাধ্যতা করি এবং তিনি এর কারণে আমাকে শাস্তি দিতে চান।

([247]) এটা لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ (আমি তোমাদের অপকার অথবা উপকার কিছুরই মালিক নই) বাক্য থেকে ব্যতিক্রান্ত। আবার এটাও হতে পারে যে, এটা لَنْ يُجِيْرَنِي (আল্লাহর (শাস্তি) হতে কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না) বাক্য থেকে ব্যতিক্রান্ত। অর্থাৎ, আল্লাহ (শাস্তি) হতে কোন জিনিস যদি বাঁচাতে পারে, তাহলে তা হল এই যে, তাঁর বার্তা পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন, যা তিনি আমার উপর ওয়াজেব করেছেন। رِسَالاَتِهِ (বাণী প্রচার)এর সংযোগ হল اللهِ আল্লাহর সাথে অথবা بَلاَغــاً (পৌঁছানো)এর সাথে কিংবা বাক্যের গঠন ঠিক এইভাবে হবে, إِلاَّ أن أُبَلِّغُ عَنِ اللهِ وَأَعْمَلَ بِرِسَالاَتِهِ *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([248]) অথবা এর অর্থ হল, এরা নবী করীম ﷺ এবং মু'মিনদের সাথে শত্রুতা ও নিজেদের কুফ্‌রীর উপর অব্যাহত থাকবে দুনিয়াতে বা আখেরাতে সেই আযাব দেখা পর্যন্ত, যার অঙ্গীকার তাদের সাথে করা হয়েছে।

([249]) অর্থাৎ, সেদিন তারা জানতে পারবে যে, মু'মিনদের সাহায্যকারী দুর্বল, না মুশরিকদের? আর তওহীদবাদীদের সংখ্যা কম, না গায়রুল্লাহর পূজারীদের? অর্থাৎ, তখন তো মুশরিকদের মোটেই কোন সাহায্যকারী থাকবে না এবং আল্লাহর অসংখ্য সৈন্যের সামনে মুশরিকদের সংখ্যা হবে আটাতে লবণ বরাবর।

([250]) অর্থাৎ, আযাব অথবা কিয়ামতের জ্ঞান। এর সম্পর্ক হল অদৃশ্য বিষয়ের সাথে, যা কেবল মহান আল্লাহই জানেন যে, তা নিকটে, না আরো দেরী আছে?

([251]) অর্থাৎ, তাঁর পয়গম্বরকে কোন কোন এমন অদৃশ্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাত করিয়ে দেন, যার সম্পর্ক তাঁর নবুঅতের দায়িত্বের সাথে থাকে অথবা তা তাঁর নবুঅত সত্য হওয়ার দলীল হয়। আর আল্লাহর জানিয়ে দেওয়াতে পয়গম্বর 'আ-লিমুল গায়ব' হতে পারেন না। কেননা, পয়গম্বর নিজেই যদি অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাতা হন, তাহলে তাঁকে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। মহান আল্লাহ যে সময় অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কোন রসূলকে অবগত করেন, সেই সময়ের পূর্বে এ বিষয়ে রসূলের কোন কিছুই জানা থাকে না। অতএব কেবল আল্লাহর সত্তাই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাতা। এই বিষয়টাকেই এখানে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

([252]) অর্থাৎ, অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় পয়গম্বরের আগে-পিছে ফিরিশ্তাগণ থাকেন। তাঁরা শয়তান এবং জ্বিনদেরকে অহীর বাণী শোনা হতে বিরত রাখেন।

([253]) لِيَعْلَمَ (যাতে তিনি বা সে---) এর সর্বনাম কার জন্য? কারো নিকট তা রসূল ﷺ-এর জন্য। অর্থাৎ, যাতে সে জেনে যায় যে, তার পূর্বের নবীরাও আল্লাহর পয়গাম ঐভাবেই পৌঁছিয়েছে, যেভাবে সে পৌঁছিয়েছে। অথবা দায়িত্বশীল ফিরিশ্তারা তাদের প্রতিপালকের পয়গাম পয়গম্বরের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। আবার কারো নিকট সর্বনাম মহান আল্লাহর জন্য ব্যবহার হয়েছে। আর তখন এর অর্থ হবে, মহান আল্লাহ ফিরিশ্তাদের মাধ্যমে তাঁর নবীদের হিফাযত করেন, যাতে তারা নবুঅতের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে সক্ষম হয়। অনুরূপ নবীদের প্রতি কৃত অহীর হিফাযতও তিনি করেন, যাতে তিনি জেনে যান যে, তাঁর নবীরা তাদের প্রতিপালকের পয়গামগুলো ঠিকমত মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে অথবা ফিরিশ্তারা পয়গম্বরদের কাছে আল্লাহর অহী পৌঁছে দিয়েছে। মহান আল্লাহ যদিও প্রতিটি বিষয়ে পূর্ব থেকেই জ্ঞাত থাকেন, তবুও এই ধরনের স্থানগুলোতে তাঁর জানার অর্থ

وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً (٢٨)

জ্ঞানায়ত্ত এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের সংখ্যা গুনে রেখেছেন।[২৫৫]

সূরা মুযযাম্মিল
(মক্কায় অবতীর্ণ)
সূরা নং ঃ ৭৩, আয়াত সংখ্যা ঃ ২০

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١)

(১) হে বস্ত্রাবৃত![২৫৬]

قُمْ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً (٢)

(২) রাত্রি জাগরণ কর, কিছু অংশ ব্যতীত।

نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً (٣)

(৩) অর্ধরাত্রি কিংবা তার চাইতে অল্প।

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلْ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً (٤)

(৪) অথবা তার চাইতে বেশী।[২৫৭] আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে।[২৫৮]

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً (٥)

(৫) আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করব গুরুভার বাণী।[২৫৯]

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلاً (٦)

(৬) নিশ্চয়ই রাত্রিজাগরণ প্রবৃত্তি দলনে অধিক সহায়ক[২৬০] এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অধিক অনুকূল।[২৬১]

إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحاً طَوِيلاً (٧)

(৭) দিবাভাগে তোমার জন্য রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা।[২৬২]

হল, বিষয় সংঘটিত হওয়ার বাস্তবরূপ দর্শন। যেমন, [لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُــولَ] (যাতে জানতে পারি যে, কে রসূলের অনুসরণ করে---।) *(বাক্বারাহ ঃ ১৪৩)* [وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَــافِقِينَ] (আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন কারা বিশ্বাসী এবং কারা মুনাফিক।) *(আনকাবূত ঃ ১১)* ইত্যাদি আয়াতগুলোতে এসেছে। *(ইবনে কাসীর)*

([254]) ফিরিশ্তাদের নিকট অথবা পয়গম্বরদের নিকট।

([255]) কেননা, তিনিই হলেন অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাতা। যা হয়ে গেছে এবং যা ভবিষ্যতে হবে, সব কিছুকে তিনি গণনা ক'রে রেখেছেন। অর্থাৎ, সব কিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত্ত রয়েছে।

([256]) যখন এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় তখন নবী ﷺ চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে ছিলেন। আল্লাহ তাঁর এই অবস্থার চিত্র তুলে ধরে সম্বোধন করলেন। অর্থাৎ, এখন চাদর ছেড়ে দাও এবং রাতে সামান্য কিয়াম কর (জাগরণ কর); অর্থাৎ, তাহাজ্জুদের নামায পড়। বলা হয় যে, এই নির্দেশের ভিত্তিতে তাহাজ্জুদের নামায তাঁর উপর ওয়াজেব ছিল। *(ইবনে কাসীর)*

([257]) এটা قَلِيْلاً এর পরিবর্ত স্বরূপ (বদল)। অর্থাৎ, এই কিয়াম যদি অর্ধরাত থেকে কিছু কম (এক-তৃতীয়াংশ) হয় অথবা কিছু বেশী (দুই-তৃতীয়াংশ) হয়, তাতে কোন দোষ নেই।

([258]) সুতরাং বহু হাদীসে এসেছে যে, নবী ﷺ কুরআন পড়তেন ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে এবং তিনি তাঁর উম্মতকেও ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে থেমে থেমে কুরআন পড়া শিক্ষা দিতেন।

([259]) রাতের কিয়াম (নামায) যেহেতু মানুষের জন্য সাধারণতঃ ভারী হয়ে থাকে, তাই 'জুমলা মু'তারিযা' (পূর্বের বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন বাক্য) স্বরূপ বললেন যে, আমি এর থেকেও বেশী ভারী কথা তোমার উপর অবতীর্ণ করব। অর্থাৎ, কুরআন। যার বিধি-বিধানের উপর আমল করা, তার নির্ধারিত সীমা রক্ষা করা এবং তার দাওয়াত ও প্রচার অতি কঠিন ও ভারী কাজ। কেউ কেউ ভারী বলতে সেই ভার বুঝিয়েছেন, যা অহী অবতরণের সময় তাঁর উপর আপতিত হত। যার ভারে প্রচন্ড শীতের দিনেও তিনি ঘর্মসিক্ত হতেন। *(ইবনে কাসীর)*

([260]) এর দ্বিতীয় অর্থ হল, রাতের নির্জন পরিবেশে নামাযী তাহাজ্জুদের নামাযে যে কুরআন পাঠ করে তার অর্থসমূহ অনুধাবন করার ব্যাপারে (মুখ বা) কানের সাথে অন্তরের বড়ই মিল থাকে।

([261]) এর দ্বিতীয় অর্থ হল, দিনের তুলনায় রাতে কুরআন পাঠ বেশী পরিষ্কার হয় এবং মনোনিবেশ করার ব্যাপারে বড়ই প্রভাবশালী হয়। কারণ, তখন অন্য সকল শব্দ নিশ্চুপ-নীরব হয়। পরিবেশ থাকে নিঝুম-নিস্তব্ধ। এই সময় নামাযী যা কিছু পড়ে, তা শব্দের গোলযোগ ও পৃথিবীর হট্টগোল থেকে সুরক্ষিত থাকে এবং তার মাঝে নামাযী তৃপ্তি লাভ করে ও তার প্রতিক্রিয়া অনুভব করে।

([262]) سَبْحٌ এর অর্থ হল الجَرِيُ والدَّوَرانُ (চলা ও ঘোরা-ফেরা করা)। অর্থাৎ, দিনের বেলায় বহু কর্মব্যস্ততা থাকে। এটা প্রথমোক্ত কথারই তাকীদ। অর্থাৎ, রাতের নামায এবং তেলাঅত বেশী উপকারী ও প্রভাবশালী।

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً (٨)

(৮) সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর[২৬৩] এবং একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হও।[২৬৪]

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً (٩)

(৯) তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই। অতএব তাঁকেই গ্রহণ কর উকীল (কর্মবিধায়ক)রূপে।

وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً (١٠)

(১০) লোকে যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে তাদেরকে পরিহার করে চল।

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً (١١)

(১১) ছেড়ে দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী মিথ্যাজ্ঞানকারীদেরকে; আর কিছুকালের জন্য তাদেরকে অবকাশ দাও।

إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالاً وَجَحِيماً (١٢)

(১২) আমার নিকট আছে শৃংখল, প্রজ্বলিত অগ্নি।

وَطَعَاماً ذَا غُصَّةٍ وَعَذَاباً أَلِيماً (١٣)

(১৩) আর আছে এমন খাদ্য, যা গলায় আটকে যায় এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[২৬৫]

يَوْمَ تَرْجُفُ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتْ الْجِبَالُ كَثِيباً مَهِيلاً (١٤)

(১৪) যেদিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে।[২৬৬]

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً (١٥)

(১৫) আমি তোমাদের নিকট তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ[২৬৭] এক রসূল পাঠিয়েছি, যেমন রসূল পাঠিয়েছিলাম ফিরআউনের নিকট।

فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذاً وَبِيلاً (١٦)

(১৬) কিন্তু ফিরআউন সেই রসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে আমি তাকে কঠিনভাবে পাকড়াও করেছিলাম।[২৬৮]

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً(١٧)

(১৭) অতএব যদি তোমরা অস্বীকার কর, তাহলে কি করে আত্মরক্ষা করবে সেইদিন, যেদিন কিশোরকে বৃদ্ধে পরিণত ক'রে দেবে।[২৬৯]

([263]) অর্থাৎ, তা অব্যাহতভাবে পালন কর। দিন হোক বা রাত, সব সময় আল্লাহর তাসবীহ, তাহমীদ এবং তাকবীর ও তাহলীল পড়তে থাক।

([264]) تَبَتُّلٌ এর অর্থ পৃথক ও আলাদা হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ, আল্লাহর ইবাদত এবং তাঁর কাছে দুআ ও মুনাজাতের জন্য সব কিছু থেকে পৃথক হয়ে একাগ্রচিত্তে তাঁর প্রতি মনোযোগী হওয়া। তবে এটা বৈরাগ্য থেকে ভিন্ন জিনিস। বৈরাগ্য তো সংসার ত্যাগের নাম, যা ইসলামে অপছন্দনীয় জিনিস। পক্ষান্তরে تَبَتُّلٌ এর অর্থ হল, পার্থিব কার্যাদি সম্পাদনের সাথে সাথে একাগ্রচিত্তে নম্র ও বিনয়ী হয়ে আল্লাহর ইবাদতের প্রতিও মনোযোগী হওয়া। আর এটা প্রশংসনীয় জিনিস।

([265]) أَنْكَالٌ হল نَكْلٌ এর বহুবচন। যার অর্থ, শৃঙ্খল বা শিকল। আর কেউ কেউ এর অর্থ أَغْلاَل (বেড়ি) করেছেন। جَحِيْماً অর্থাৎ, প্রজ্বলিত আগুন। ذَا غُصَّةٍ গলায় আটকে যায় এমন খাদ্য। না গলা থেকে নিচে যায়, আর না বেরিয়ে আসে। এটা زَقُّوْمٌ অথবা ضَرِيْعٌ এর খাবার হবে। ضَرِيْعٌ একটি কাঁটাদার গাছ; যা অতি দুর্গন্ধময় এবং বিষাক্ত।

([266]) অর্থাৎ, এই আযাব সেই দিন হবে যেদিন যমীন এবং পাহাড় ভূমিকম্পে উলট-পালট হয়ে যাবে। আর অতীব বিশাল ভয়ঙ্কর পাহাড়-পর্বত সেদিন অসার বালুর স্তূপে পরিণত হবে। كَثِيْبٌ বালির ঢিপি। مَهِيْلاً অর্থ বহমান (ভুরভুরে) বালি, যা পায়ের নিচে থেকে সরে যায়।

([267]) যিনি কিয়ামতের দিন তোমাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবেন।

([268]) এতে মক্কাবাসীদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমাদের পরিণামও তাই হবে, যা মূসা ﷺ-কে মিথ্যা জানার কারণে ফিরআউনের হয়েছিল।

([269]) شِيْبٌ হল أَشْيَبٌ এর বহুবচন। কিয়ামতের দিন কিয়ামতের ভয়াবহতায় শিশুরা সত্যিকারেই বৃদ্ধ হয়ে যাবে। অথবা কেবল উপমাস্বরূপ এ রকম বলা হয়েছে। হাদীসেও এসেছে যে, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ আদম ﷺ-কে বলবেন, তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামীদেরকে বের ক'রে নাও। তিনি বলবেন, 'হে আল্লাহ! কেমন ক'রে?' মহান আল্লাহ বলবেন, 'প্রত্যেক হাজার থেকে ৯৯৯ জনকে।' সেই দিন গর্ভবতীর গর্ভস্থ ভ্রূণ খসে পড়বে এবং শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে।" ব্যাপারটা সাহাবায়ে কেরামদের নিকট বড় কঠিন মনে হল এবং তাঁদের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তা দেখে রসূল ﷺ বললেন, "ইয়া'জূজ-মা'জূজ সম্প্রদায় থেকে ৯৯৯ জন হবে এবং তোমাদের থেকে একজন। আল্লাহর দয়ায় আমি আশা করি, সমস্ত জান্নাতীদের মধ্যে আমরা অর্ধেক হব।" *(বুখারী, তাফসীর সূরাতুল হাজ্জ)*

السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً (١٨)

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً (١٩)

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ

(১৮) যেদিন আকাশ হবে বিদীর্ণ;[২৭০] তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।[২৭১]

(১৯) এটা এক উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক।

(২০) তোমার প্রতিপালক তো জানেন যে, তুমি জাগরণ কর কখনো রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাংশ এবং কখনো এক-তৃতীয়াংশ এবং জাগে তোমার সাথে যারা আছে তাদের একটি দলও।[২৭২] আর আল্লাহই নির্ধারিত করেন দিবস ও রাত্রির পরিমাণ।[২৭৩] তিনি জানেন যে, তোমরা এর সঠিক হিসাব কখনও রাখতে পারবে না,[২৭৪] তাই তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হয়েছেন।[২৭৫] কাজেই কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর।[২৭৬] আল্লাহ জানেন যে,

---

([270]) এটা কিয়ামতের আর এক অবস্থা। সেদিনকার ভয়াবহতায় আসমান ফেটে যাবে।

([271]) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মানুষের মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করা, হিসাব-নিকাশ এবং জান্নাত-জাহান্নামের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা অবশ্যই ঘটবে।

([272]) যখন সূরার শুরুতে অর্ধরাত অথবা তার কিছু কম-বেশী কিয়াম করার (তাহাজ্জুদ নামায পড়ার) আদেশ দেওয়া হল, তখন নবী ﷺ এবং তাঁর সাথে সাহাবা ﷺ-দের একটি দল রাতে কিয়াম করতে লাগলেন। কখনো দুই-তৃতীয়াংশের কম, কখনো অর্ধরাত পর্যন্ত, আবার কখনো রাতের এক-তৃতীয়াংশ, যা এখানে উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু প্রথমতঃ রাতে ধারাবাহিকতার সাথে এই কিয়াম করা বড়ই কঠিন ছিল। দ্বিতীয়তঃ অর্ধ রাতের অথবা এক-তৃতীয়াংশের বা দুই-তৃতীয়াংশের অনুমান ক'রে কিয়াম করা আরো কঠিন ছিল। তাই মহান আল্লাহ এই আয়াতে লঘুকরণের নির্দেশ অবতীর্ণ করলেন। যার অর্থ কারো কারো নিকট, কিয়াম ত্যাগ করার অনুমতি। আর কারো নিকট এর অর্থ হল, তাঁর (কিয়ামের) ফরযকে মুস্তাহাবে পরিবর্তন করণ। এখন এটা না উম্মতের উপর ফরয, আর না নবী ﷺ-এর উপর ফরয। কেউ কেউ বলেছেন, এটা কেবল উম্মতের জন্য হাল্কা করা হয়েছে। নবী ﷺ-এর জন্য তা পড়া জরুরী ছিল।

([273]) অর্থাৎ, মহান আল্লাহই মুহূর্তগুলো গণনা করতে পারেন যে, তা কতটা অতিবাহিত হয়েছে এবং কতটা অবশিষ্ট আছে। তোমাদের জন্য এর অনুমান করা অসম্ভব ব্যাপার।

([274]) রাত কতটা অতিবাহিত হয় --তা জানা যখন তোমাদের পক্ষে সম্ভবই নয়, তখন তোমরা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাহাজ্জুদের নামাযে কিভাবে মগ্ন থাকতে পার?

([275]) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা রাতের কিয়ামের অপরিহার্যতা রহিত ক'রে দিয়েছেন। এখন কেবল তার ইস্তিহবাব (পড়লে ভাল --এই মান) অবশিষ্ট রয়েছে। আর তাও নির্দিষ্ট ওয়াক্তের ধরাবাঁধা কোন নিয়ম ছাড়াই পড়া যায়। অর্ধরাতের, রাতের এক তৃতীয়াংশের অথবা দুই তৃতীয়াংশের নিয়মিত অভ্যাস বজায় রাখাও জরুরী নয়। যদি কেউ সামান্য সময় ব্যয় ক'রে দু' রাকআতই পড়ে নেয়, তবুও সে আল্লাহর নিকট রাতে কিয়াম করার নেকী পাওয়ার অধিকারী হয়ে যাবে। তবে কেউ যদি রসূল ﷺ-এর অভ্যাস অনুসারে ৮ (এবং বিত্‌র সহ ১১) রাকআত তাহাজ্জুদ নামায পড়তে যত্নবান হয়, তাহলে তা হবে সর্বাধিক উত্তম এবং সে নবী ﷺ-এর ভক্ত অনুসারী গণ্য হবে।

([276]) فَاقْرَأُوا (কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর)এর অর্থ হল, فَصَلُّوا (তোমরা নামায পড়)। আর 'কুরআন' বলতে এখানে الصَّلاَةَ (নামায) বুঝানো হয়েছে। যেহেতু তাহাজ্জুদের নামাযে কিয়াম (দাঁড়ানো) অনেক লম্বা হয় এবং কুরআন খুব বেশী পড়া, তাই তাহাজ্জুদের নামাযকেই কুরআন বলে আখ্যায়িত করা হয়। যেমন, নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া একান্ত জরুরী হওয়ার কারণে মহান আল্লাহ হাদীসে কুদসীতে এটা (সূরা ফাতিহা)কে 'নামায' বলে আখ্যায়িত করেছেন, قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي । কাজেই 'যতটুকু কুরআন পড়া সহজ হয়, ততটুকু পড়'এর অর্থ হল, রাতে যত রাকআত নামায পড়া সহজসাধ্য হয়, তত রাকআত পড়ে নাও। এর জন্য না সময় নির্ধারণের প্রয়োজন আছে, আর না রাকআতের ব্যাপারে কোন ধরাবাঁধা সংখ্যা আছে। এই আয়াতের ভিত্তিতে কেউ কেউ বলেছেন যে, নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া জরুরী নয়। যার জন্য কুরআনের যে অংশ পড়া সহজ, সে তা পড়ে নেবে। কেউ যদি কুরআনের যে কোন স্থান থেকে একটি আয়াতও পড়ে নেয়, তারও নামায হয়ে যাবে। কিন্তু প্রথমতঃ এখানে কুরআন বা 'ক্বিরাআত' অর্থ নামায যা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। অতএব আয়াতের সম্পর্ক এর সাথে নেই যে, নামাযে কতটা ক্বিরাআত পড়া জরুরী? দ্বিতীয়তঃ যদি মেনেও নেওয়া যায় যে, এর সম্পর্ক ক্বিরাআতের সাথে, তবুও এ দলীলের মধ্যে কোন শক্তি নেই। কেননা, مَا تَيَسَّرَ তফসীর স্বয়ং নবী করীম ﷺ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ, কমসে-কম যে ক্বিরাআত ব্যতীত নামায হয় না তা হল, সূরা ফাতিহা। এই জন্যই তিনি বলেছেন, এটা (সূরা ফাতিহা) অবশ্যই পড়। যেমন সহীহ এবং অত্যধিক শক্তিশালী ও স্পষ্ট হাদীসমূহে এ নির্দেশ রয়েছে। নবী করীম ﷺ এর ব্যাখ্যার বিপরীত এই বলা যে, 'নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া জরুরী নয়, বরং যে কোন একটি আয়াত পড়লেই নামায হয়ে যাবে' বড়ই দুঃসাহসিকতা এবং নবী ﷺ-এর হাদীসকে কোন গুরুত্ব না দেওয়ারই নামান্তর। অনুরূপ এটা ইমামদের উক্তিরও

يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٠)

তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ-সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে[২৭৭] এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে।[২৭৮] কাজেই কুরআন হতে যতটুকু সহজসাধ্য আবৃত্তি কর,[২৭৯] নামায প্রতিষ্ঠিত কর,[২৮০] যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ।[২৮১] তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে, তোমরা তা আল্লাহর নিকট উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে মহত্তর পাবে।[২৮২] আর তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা মুদ্দাস্‌সির
(মক্কায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ৭৪, আয়াত সংখ্যা ঃ ৫৬

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١)

(১) হে বস্ত্রাচ্ছাদিত![২৮৩]

قُمْ فَأَنذِرْ (٢)

(২) উঠ, সতর্ক কর,[২৮৪]

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٣)

(৩) এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)

(৪) তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ।[২৮৫]

বিপরীত। তাঁরা উসূলের কিতাবগুলোতে লিখেছেন যে, এই আয়াতকে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়ার দলীল হিসাবে গ্রহণ করা ঠিক নয়। কারণ, দু'টি আয়াত পরস্পর বিপরীতমুখী। তবে কেউ যদি জেহরী (মাগরেব, এশা, ফজর, জুমআহ, তারাবীহ, ঈদ প্রভৃতি) নামাযে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়ে, তাহলে ইমামদের কেউ কেউ কোন কোন হাদীসের ভিত্তিতে তা জায়েয বলেছেন। আবার কেউ তো না পড়াকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। *(বিস্তারিত জানার জন্য 'ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া জরুরী' এ বিষয়ে লিখিত কিতাবসমূহ দ্রষ্টব্যঃ)*

([277]) অর্থাৎ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কাজ-কর্মের জন্য সফর করবে। এক শহর থেকে অন্য শহরে অথবা এক দেশ থেকে অন্য এক দেশে যাতায়াত করবে।

([278]) অনুরূপ জিহাদেও সফরের কষ্ট ও কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। আর এই তিনটি জিনিসেরই --অসুস্থতা, সফর এবং জিহাদ-- পালাক্রমে সকলেই শিকার হয়ে থাকে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা রাতে কিয়াম করার জরুরী নির্দেশকে শিথিল ক'রে দেন। কেননা, এই তিনটি অবস্থাতে এ কাজ অতি কঠিন এবং বড়ই ধৈর্যসাপেক্ষ কাজ।

([279]) শিথিল ও হাল্কা করার কারণসমূহ বর্ণনার সাথে এখানে পুনরায় উক্ত নির্দেশ হাল্কা করার কথাকে তাকীদ স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

([280]) অর্থাৎ, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায।

([281]) অর্থাৎ, আল্লাহর রাস্তায় প্রয়োজন ও সাধ্যমত ব্যয় কর। এটাকে 'কার্‌যে হাসানা' (উত্তম ঋণ) নামে এই জন্য আখ্যায়িত করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ এর পরিবর্তে সাতশ' গুণ বরং তার থেকেও বেশী সওয়াব দান করবেন।

([282]) অর্থাৎ, নফল নামাযসমূহ, সাদক্বা-খয়রাত এবং অন্যান্য যে সব সৎকর্মই করবে, আল্লাহর কাছে তার উত্তম প্রতিদান পাবে। অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের নিকট ২০নং এই আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। এই জন্য তাঁরা বলেন যে, এর অর্ধেক অংশ মক্কায় এবং অর্ধেক অংশ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। *(আইসারুত্ তাফাসীর)*

([283]) সর্বপ্রথম যে অহী নাযেল হয় তা হল [اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ] এরপর অহী আসা কিছু দিন বন্ধ থাকে। ফলে নবী ﷺ খুবই অস্থির ও চিন্তিত হয়ে পড়েন। এক দিন আবারও তিনি প্রথমবার হিরা গুহায় অহী নিয়ে আগমনকারী ফিরিশ্তাকে আসমান ও যমীনের মধ্যস্থলে একটি কুরসীর উপর বসা অবস্থায় দেখেন। এ থেকে রসূল ﷺ-এর মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়। তাই তিনি ঘরে গিয়ে ঘরের লোকদেরকে বললেন, "আমাকে কোন কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে কোন চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।" ফলে তাঁরা রসূল ﷺ-এর শরীরে একটি কাপড় চাপিয়ে দিলেন। ঠিক এই অবস্থাতেই এই অহী অবতীর্ণ হয়। *(বুখারী ও মুসলিম, সূরা মুদ্দাস্‌সির ও ঈমান অধ্যায়ঃ)* এই দিক দিয়ে এটা দ্বিতীয় অহী এবং অহী আসা বন্ধ থাকার পর এটা হল প্রথম অহী।

([284]) অর্থাৎ, মক্কাবাসীদেরকে ভয় দেখাও, যদি তারা ঈমান না আনে।

([285]) অর্থাৎ, অন্তর ও নিয়তকে পবিত্র রাখার সাথে সাথে কাপড়কেও পবিত্র রাখ। এই নির্দেশ এই জন্য দেওয়া হয় যে, মক্কাবাসীরা পবিত্রতার প্রতি যত্ন নিত না।

(৫) অপবিত্রতা বর্জন কর।[২৮৬]	وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥)
(৬) অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় অনুগ্রহ করো না।[২৮৭]	وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (٦)
(৭) এবং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ কর।	وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (٧)
(৮) যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে।	فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (٨)
(৯) সেদিন হবে এক সংকটের দিন।	فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ (٩)
(১০) যা অবিশ্বাসীদের জন্য সহজ নয়।[২৮৮]	عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ (١٠)
(১১) আমাকে ছেড়ে দাও এবং তাকে যাকে আমি একাই সৃষ্টি করেছি।[২৮৯]	ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً (١١)
(১২) আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ।	وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُوداً (١٢)
(১৩) এবং নিত্য সঙ্গী পুত্রগণ।[২৯০]	وَبَنِينَ شُهُوداً (١٣)
(১৪) অতঃপর তাকে খুব প্রশস্ততা দিয়েছি।[২৯১]	وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً (١٤)
(১৫) এরপরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরো অধিক দিই।[২৯২]	ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (١٥)
(১৬) কক্ষনই না,[২৯৩] সে তো আমার নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচারী।[২৯৪]	كَلاَّ إِنَّهُ كَانَ لآيَاتِنَا عَنِيداً (١٦)
(১৭) আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করব।[২৯৫]	سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً (١٧)
(১৮) সে তো চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত করল।[২৯৬]	إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (١٨)
(১৯) ধ্বংস হোক সে! কেমন ক'রে সে এই সিদ্ধান্ত করল!	فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (١٩)

([286]) অর্থাৎ, মূর্তিপূজা ছেড়ে দাও। এটা আসলে রসূল ﷺ-এর মাধ্যমে লোকদেরকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

([287]) অর্থাৎ, অপরের প্রতি অনুগ্রহ করে এই আশা করো না যে, বিনিময়ে তার থেকে অধিক পাওয়া যাবে।

([288]) অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন কাফেরদের উপর ভারী হবে। কেননা, কিয়ামতে সেই কুফ্রীর ফল তাদেরকে ভোগ করতে হবে, যা তারা দুনিয়াতে ক'রে বেড়াত।

([289]) এ বাক্যে রয়েছে ধমক ও তিরস্কারের স্বর। যাকে আমি একাই মায়ের পেটে সৃষ্টি করেছি, তার কাছে না ছিল মাল-ধন, আর না ছিল সন্তান-সন্ততি, তাকে আর আমাকে একাই ছেড়ে দাও। অর্থাৎ, আমি নিজেই তাকে দেখে নেব। বলা হয় যে, এখানে অলীদ ইবনে মুগীরার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই লোকটি কুফ্রী ও অবাধ্যতায় সীমা অতিক্রম করেছিল। এই জন্যই তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

([290]) তাকে আল্লাহ অনেকগুলো পুত্র সন্তান দান করেছিলেন। তারা (ছেলেরা) সব সময় তার (পিতার) কাছেই থাকত। ঘরে মাল-ধনের প্রাচুর্য ছিল। এই কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ছেলেদের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হত না। কেউ কেউ বলেন, ছেলেদের সংখ্যা ছিল সাত। কেউ বলেন, তারা ছিল ১২ জন। আবার কেউ বলেন, তারা ছিল ১৩ জন। তাদের মধ্যে ৩ জন ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাঁরা হলেন খালেদ, হিশাম এবং অলীদ বিন অলীদ ﷺ। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([291]) অর্থাৎ, মাল-ধনে, নেতৃত্ব ও সর্দারীতে এবং বয়সে।

([292]) অর্থাৎ, কুফ্রী ও অবাধ্যতা করা সত্ত্বেও সে চায় যে, তাকে আমি আরো অধিক দিই।

([293]) অর্থাৎ, আমি তাকে বেশী দেব না।

([294]) এটা كَلاَّ (না দেওয়া)এর কারণ। عَنِيْـدٌ সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে জানা সত্ত্বেও সত্যের বিরোধিতা এবং তা প্রত্যাখ্যান করে।

([295]) অর্থাৎ, এমন আযাবে পতিত করব, যা সহ্য করা খুবই কঠিন হবে। কেউ কেউ বলেন, জাহান্নামে আগুনের পাহাড় হবে, যাতে তাকে চড়ানো হবে। إِرْهَاقٌ এর অর্থ হল, মানুষের উপর কোন ভারী জিনিস চাপিয়ে দেওয়া। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([296]) অর্থাৎ, কুরআন এবং নবী ﷺ-এর বার্তা শুনে সে এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করল যে, আমি এর উত্তর কি দেব? আর মনে মনে সে উত্তর প্রস্তুত করল।

ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (٢٠)

(২০) আবার ধ্বংস হোক সে! কেমন ক'রে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল![২৯৭]

ثُمَّ نَظَرَ (٢١)

(২১) সে আবার চেয়ে দেখল।[২৯৮]

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (٢٢)

(২২) অতঃপর সে ভ্রূকুঞ্চিত ও মুখ বিকৃত করল।[২৯৯]

ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (٢٣)

(২৩) অতঃপর সে পিছনে ফিরল এবং দম্ভ প্রকাশ করল।[৩০০]

فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ يُؤْثَرُ (٢٤)

(২৪) এবং বলল, এটা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ছাড়া আর কিছু নয়।[৩০১]

إِنْ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ (٢٥)

(২৫) এটা তো মানুষেরই কথা।

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (٢٦)

(২৬) আমি তাকে নিক্ষেপ করব সাক্বার (জাহান্নামে)।

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ (٢٧)

(২৭) কিসে তোমাকে জানাল, সাক্বার কী?[৩০২]

لا تُبْقِي وَلاَ تَذَرُ (٢٨)

(২৮) ওটা তাদেরকে (জীবিত অবস্থায়) রাখবে না, আর (মৃত অবস্থায়ও) ছেড়ে দেবে না।[৩০৩]

لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ (٢٩)

(২৯) ওটা দেহের চামড়া দগ্ধ ক'রে দেবে।

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (٣٠)

(৩০) ওর তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশ জন প্রহরী।[৩০৪]

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلاَئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً وَلا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ

(৩১) আমি ফিরিশ্তাদেরকেই করেছি জাহান্নামের প্রহরী। আর অবিশ্বাসীদের পরীক্ষা স্বরূপই আমি তাদের এই সংখ্যা উল্লেখ করেছি;[৩০৫] যাতে কিতাবধারীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে,[৩০৬] বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বর্ধিত হয়[৩০৭] এবং বিশ্বাসীরা ও কিতাবধারীগণ সন্দেহ পোষণ না করে। এর ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা ও অবিশ্বাসীরা বলবে, এ বর্ণনায় আল্লাহর উদ্দেশ্য কি?[৩০৮] এইভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং

([297]) এই বাক্যগুলো তার প্রতি বদ্দুআ স্বরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। ধ্বংস হোক! বিনাশ হোক! এমন কথা সে চিন্তা করেছে?

([298]) অর্থাৎ, পুনরায় চিন্তা করল যে, কুরআনের খন্ডন কিভাবে সম্ভব?

([299]) অর্থাৎ, উত্তর চিন্তা করার সময় চেহারা বিকৃত করল এবং ভ্রূ-কুঞ্চিত করল। যেমন, কোন জটিল বিষয়ে চিন্তা করার সময় সাধারণতঃ মানুষের হয়ে থাকে।

([300]) অর্থাৎ, সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং ঈমান আনার ব্যাপারে অহংকার প্রদর্শন করল।

([301]) অর্থাৎ, কারো কাছ থেকে সে শিখে এসেছে এবং সেখান থেকেই সংগ্রহ ক'রে এনে দাবী করছে যে, এটা আল্লাহর নাযিলকৃত।

([302]) দোযখের নাম অথবা তার স্তরসমূহের একটির নাম 'সাক্বার'।

([303]) তাদের শরীরে না গোশ্ত বাকী রাখবে, আর না হাড়। অথবা এর অর্থ হল, জাহান্নামীদেরকে না জীবন্ত ছাড়বে, আর না মৃত। ثم لا يموت فيها ولا يحيى

([304]) অর্থাৎ, জাহান্নামে প্রহরী স্বরূপ ১৯ জন ফিরিশ্তা নিযুক্ত থাকবেন।

([305]) এখানে কুরাইশ বংশের মুশরিকদের খন্ডন করা হয়েছে। যখন জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফিরিশ্তাদের কথা আল্লাহ উল্লেখ করলেন, তখন আবূ জাহ্ল কুরাইশদেরকে সম্বোধন ক'রে বলল, তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক দশজনের একটি দল এক একজন ফিরিশ্তার জন্য যথেষ্ট নয় কি? কেউ বলেন, কালাদাহ নামক এক ব্যক্তি --যার নিজ শক্তির ব্যাপারে বড়ই অহংকার ছিল --সে বলল, তোমরা কেবল দু'জন ফিরিশ্তাকে সামলে নিও, অবশিষ্ট ১৭ জন ফিরিশ্তার জন্য আমি একাই যথেষ্ট! বলা হয় যে, এই লোকই রসূল ﷺ-কে কয়েকবার কুস্তি লড়াই করার জন্য চ্যালেঞ্জ করেছিল এবং প্রত্যেক বারই পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু ঈমান আনেনি। বলা হয় যে, এ ছাড়া রুকানা ইবনে আব্দ ইয়াযীদের সাথে তিনি কুস্তি লড়েছিলেন এবং সে পরাজিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। *(ইবনে কাসীর)* অর্থাৎ, (কুরআনে উল্লিখিত) এই সংখ্যাও তাদের উপহাস ও বিদ্রূপের বিষয়রূপে পরিণত হল।

([306]) অর্থাৎ, জেনে নেয় যে, এ রসূল ﷺ হলেন সত্য। আর তিনি সেই কথাই বলেন, যা পূর্বের কিতাবসমূহেও লিপিবদ্ধ আছে।

([307]) কারণ, আহলে-কিতাবও তাদের পয়গম্বরের কথার সত্যায়ন করেছে।

([308]) অন্তরের ব্যাধিগ্রস্ত বলতে মুনাফিক্বদেরকে বুঝানো হয়েছে। অথবা এমন লোক, যাদের অন্তরে সন্দেহ ছিল। কেননা, মক্কায়

যাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করেন।[৩০৯] তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন।[৩১০] (জাহান্নামের) এই বর্ণনা তো মানুষের জন্য উপদেশ বাণী।[৩১১]

مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْبَشَرِ (٣١)

(৩২) কখনই না।[৩১২] চন্দ্রের শপথ।

كَلاَّ وَالْقَمَرِ (٣٢)

(৩৩) শপথ রাত্রির, যখন ওর অবসান ঘটে।

وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ (٣٣)

(৩৪) শপথ প্রভাতকালের, যখন ওটা আলোকোজ্জ্বল হয়।

وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ (٣٤)

(৩৫) এই (জাহান্নাম) বিশাল (ভয়াবহ বস্তু)সমূহের একটি।[৩১৩]

إِنَّهَا لإِحْدَى الْكُبَرِ (٣٥)

(৩৬) মানুষের জন্য সতর্ককারী।[৩১৪]

نَذِيراً لِلْبَشَرِ (٣٦)

(৩৭) তোমাদের মধ্যে যে অগ্রসর হতে কিংবা পিছিয়ে পড়তে চায়, তার জন্য।[৩১৫]

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ (٣٧)

(৩৮) প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ।[৩১৬]

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨)

(৩৯) তবে ডান হাত-ওয়ালারা নয়।[৩১৭]

إِلاَّ أَصْحَابَ الْيَمِينِ (٣٩)

(৪০) তারা থাকবে জান্নাতে এবং তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে--

فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (٤٠)

(৪১) অপরাধীদের সম্পর্কে,[৩১৮]

عَنْ الْمُجْرِمِينَ (٤١)

(৪২) 'তোমাদেরকে কিসে সাক্বার (জাহান্নাম)এ নিক্ষেপ করেছে?'

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢)

(৪৩) তারা বলবে, 'আমরা নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣)

মুনাফেক্বরা ছিল না। অর্থাৎ তারা জিজ্ঞাসা করবে যে, আল্লাহর এই সংখ্যাকে এখানে উল্লেখ করার পিছনে যুক্তি কি?

([309]) অর্থাৎ, উপরোক্ত ভ্রষ্টতার মত যাকে চান তিনি ভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান সুপথ প্রদর্শন করেন। এর মধ্যে পরিপূর্ণ যে হিকমত ও যুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, তা কেবলমাত্র আল্লাহই জানেন।

([310]) অর্থাৎ, এই কাফের এবং মুশরিকরা মনে করে যে, জাহান্নামে তো ১৯ জনই ফিরিশ্তা আছেন এবং তাঁদেরকে কাবু করা কোন্ এমন কঠিন ব্যাপার? কিন্তু তারা জানে না যে, প্রতিপালকের সৈন্য সংখ্যা এত বেশী যা তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না। ফিরিশ্তার সংখ্যা এত যে, ৭০ হাজার ফিরিশ্তা প্রতিদিন আল্লাহর ইবাদতের জন্য 'বাইতুল মা'মূর'এ প্রবেশ করেন। অতঃপর কিয়ামত পর্যন্ত এঁদের আর দ্বিতীয়বার প্রবেশের সুযোগ আসবে না। *(বুখারী-মুসলিম)*

([311]) অর্থাৎ, এই জাহান্নাম এবং তাতে নিযুক্ত ফিরিশ্তা মানুষের জন্য নসীহতস্বরূপ। হতে পারে তারা আল্লাহর অবাধ্যতা হতে ফিরে আসবে।

([312]) كَلاَّ শব্দ দিয়ে এখানে মক্কাবাসীদের ধারণার খন্ডন করা হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের ধারণা যে, তারা ফিরিশ্তাদেরকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে। কখনই নয়, শপথ চাঁদ ও অবসানমুখী রাতের!

([313]) এটা কসমের জওয়াব। كُبَرٌ হল كُبْرَى এর বহুবচন। তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের কসম খাওয়ার পর আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের বিশালতা ও তার ভয়াবহতার কথা বর্ণনা করছেন। যার পরে তার বিশালতা ও ভয়াবহতার ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে না।

([314]) অর্থাৎ, এই জাহান্নাম সতর্ককারী। অথবা এই সতর্ককারী হলেন নবী ﷺ অথবা কুরআন মাজীদ। কেননা, কুরআন মাজীদও তার বর্ণিত অঙ্গীকার ও ধমকের মাধ্যমে মানুষের জন্য সতর্ককারী ও ভীতিপ্রদর্শনকারী।

([315]) অর্থাৎ, ঈমান ও আনুগত্যের কাজে এগিয়ে যেতে চায় অথবা পিছু হটতে চায়। অর্থাৎ, ভীতিপ্রদর্শক ও সতর্ককারী সবার জন্য। যে ঈমান আনে তার জন্যও এবং যে কুফ্রী করে তার জন্যও।

([316]) رَهِين বন্ধক রাখা জিনিসকে বলা হয়। অর্থাৎ, প্রতিটি মানুষ তার আমলের বিনিময়ে আটক, বন্ধক ও দায়বদ্ধ থাকবে। এই আমলই তাকে আযাব থেকে পরিত্রাণ দেবে; যদি তা সৎ হয়। অথবা তাকে ধ্বংস করে ফেলবে; যদি তা অসৎ হয়।

([317]) অর্থাৎ, তারা নিজেদের পাপের শিকলে বন্দী হবে না, বরং তারা নিজেদের নেক আমলের কারণে মুক্ত থাকবে।

([318]) فِي جَنَّاتٍ হল أَصْحَابُ الْيَمِيْنِ থেকে হাল (ডানহাত-ওয়ালাদের অবস্থা ব্যাখ্যাকারী)। অর্থাৎ, জান্নাতবাসীরা বালাখানায় বসে জাহান্নামীদেরকে প্রশ্ন করবে।

وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (٤٤)

(৪৪) আমরা অভাবগ্রস্তদেরকে অন্নদান করতাম না।[৩১৯]

وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (٤٥)

(৪৫) এবং আমরা সমালোচনাকারীদের সাথে সমালোচনায় নিমগ্ন থাকতাম।[৩২০]

وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (٤٦)

(৪৬) আমরা কর্মফল দিবসকে মিথ্যা মনে করতাম।

حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (٤٧)

(৪৭) পরিশেষে আমাদের নিকট মৃত্যু আগমন করল।'[৩২১]

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (٤٨)

(৪৮) ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবে না।[৩২২]

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (٤٩)

(৪৯) তাদের কী হয়েছে যে, তারা উপদেশ (কুরআন) হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়?

كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (٥٠)

(৫০) তারা যেন ভীত-সন্ত্রস্ত গর্দভ---

فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (٥١)

(৫১) যারা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়নপর।[৩২৩]

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفاً مُنَشَّرَةً (٥٢)

(৫২) বস্তুতঃ তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেওয়া হোক।[৩২৪]

كَلاَّ بَلْ لا يَخَافُونَ الآخِرَةَ (٥٣)

(৫৩) না, এটা হবার নয়। বরং তারা তো পরকালের ভয় পোষণ করে না।[৩২৫]

كَلاَّ إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ (٥٤)

(৫৪) না এটা হবার নয়। নিশ্চয় এ (কুরআন) উপদেশ বাণী।[৩২৬]

فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (٥٥)

(৫৫) অতএব যার ইচ্ছা সে উপদেশ গ্রহণ করুক।

وَمَا يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ

(৫৬) আর আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ উপদেশ গ্রহণ করবে না।[৩২৭] একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী।[৩২৮]

([319]) নামায হল আল্লাহর অধিকার এবং মিসকীনদেরকে খাবার দেওয়া হল বান্দাদের অধিকার। অর্থ দাঁড়াল, আমরা না আল্লাহর অধিকার আদায় করেছি, আর না বান্দাদের।

([320]) অর্থাৎ, অসার তর্ক-বিতর্কে এবং ভ্রষ্টতার সমর্থনে কথাবার্তায় বড়ই উদ্যমের সাথে অংশ নিতাম।

([321]) يَقِيْن অর্থ মৃত্যু। যেমন, দ্বিতীয় স্থানে আল্লাহ তাআলা বলেন, [وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ] অর্থাৎ, তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর। *(সূরা হিজ্‌র ঃ ৯৯)*

([322]) অর্থাৎ, যে ব্যক্তির মধ্যে উল্লিখিত (মন্দ) গুণগুলো বর্তমান থাকবে, তার জন্য কারো সুপারিশও কোন উপকারে আসবে না। কারণ, সে কুফ্‌রীর কারণে সুপারিশ পাওয়ার অনুমতিই লাভ করবে না। সুপারিশ তো কেবল তার জন্য উপকারী হবে, যে ঈমানের কারণে শাফাআত লাভের যোগ্য হবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে সুপারিশ করার অনুমতি কেবল তাদের জন্যই হবে, সবার জন্য নয়।

([323]) অর্থাৎ, এদের সত্যের প্রতি বিদ্বেষ এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটা ঐ রকমই যেমন, ভীত-সন্ত্রস্ত জংলী গাধা সিংহ দেখে পালায়, যখন সে তাকে শিকার করতে চায়। قَسْوَرَةٌ অর্থ সিংহ। কেউ কেউ এর অর্থ তিরন্দাজও করেছেন।

([324]) অর্থাৎ, প্রত্যেকের হাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ক'রে উন্মুক্ত কিতাব অবতীর্ণ হোক, যাতে লেখা থাকবে যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, আমল না করেই এরা আযাব হতে পরিত্রাণ পেতে চায়। অর্থাৎ, তাদের প্রত্যেককে পরিত্রাণের সার্টিফিকেট দেওয়া হোক। *(ইবনে কাসীর)*

([325]) অর্থাৎ, তাদের ভ্রষ্টতার কারণ হল, আখেরাতের উপর ঈমান না আনা এবং তা মিথ্যা ভাবা। আর এই জিনিসই তাদেরকে ভয়শূন্য বানিয়ে দিয়েছে।

([326]) কিন্তু তার জন্য, যে এ কুরআন থেকে নসীহত ও উপদেশ গ্রহণ করতে চায়।

([327]) অর্থাৎ, এই কুরআন থেকে হিদায়াত এবং নসীহত সে-ই গ্রহণ করতে সক্ষম হবে, যার জন্য আল্লাহ চাইবেন। ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (التكوير:٢٩)

([328]) অর্থাৎ, সেই আল্লাহই এর উপযুক্ত যে, তাঁকে ভয় করা হোক। আর তিনিই মাফ করার এখতিয়ার রাখেন। কাজেই তিনি এই অধিকার রাখেন যে, তাঁর আনুগত্য করা হোক এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা হোক। এতে মানুষ তাঁর ক্ষমা ও রহমত পাওয়ার অধিকারী সাব্যস্ত হবে।

الْمُغْفِرَةِ (٥٦)

সূরা কি□য়ামাহ
(মক্কায় অবতীর্ণ)
সূরা নং ঃ ৭৫, আয়াত সংখ্যা ঃ ৪০

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (١)

(১) আমি শপথ করছি কিয়ামত দিবসের।[৩২৯]

وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (٢)

(২) আমি শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার।[৩৩০]

أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ (٣)

(৩) মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারব না?[৩৩১]

بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ (٤)

(৪) অবশ্যই। আমি ওর আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত সুবিন্যস্ত করতে সক্ষম।[৩৩২]

بَلْ يُرِيدُ الإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ (٥)

(৫) বরং মানুষ তার আগামীতেও পাপ করতে চায়;[৩৩৩]

يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ (٦)

(৬) সে প্রশ্ন করে, কখন কিয়ামত দিবস আসবে?[৩৩৪]

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (٧)

(৭) সুতরাং যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে,[৩৩৫]

وَخَسَفَ الْقَمَرُ (٨)

(৮) এবং চন্দ্র জ্যোতিবিহীন হয়ে পড়বে।[৩৩৬]

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (٩)

(৯) যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে।[৩৩৭]

([329]) لاَ তে لاَ হরফটি অতিরিক্ত। আর এটা আরবী বাকপদ্ধতির বিশেষ রীতি। যেমন, {مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ} *(সূরা আ'রাফ ১২ আয়াত)* {لِئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} *(সূরা হাদীদ ২৯ আয়াত)* আরো অন্যান্য সূরাতেও এইরূপ ব্যবহার হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এই শপথের পূর্বে কাফেরদের কথার খন্ডন করা হয়েছে। তারা বলত যে, মরণের পর আর কোন জীবন নেই। لاَ এর দ্বারা বলা হল যে, তোমরা যেমন বলছ, ব্যাপারটা তেমন নয়। আমি কিয়ামতের দিনের কসম খেয়ে বলছি। আর কিয়ামতের দিনের কসম খাওয়ার উদ্দেশ্য তার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যকে স্পষ্ট করা।

([330]) অর্থাৎ, ন্যায় ও ভালো কাজ করলেও তিরস্কার করে যে, তা বেশী করে কেন করেনি। আর অন্যায় ও মন্দ কাজ করলেও তিরস্কার করে যে, তা থেকে কেন বিরত থাকেনি? দুনিয়াতেও যাদের বিবেক সচেতন, তাদের আত্মাও তাদেরকে তিরস্কার করে। নচেৎ আখেরাতে তো সকলের আত্মাই তিরস্কার করবে।

([331]) এটা কসমের জওয়াব। এখানে 'ইনসান' বলতে কাফের ও নাস্তিককে বুঝানো হয়েছে, যারা কিয়ামতকে বিশ্বাস করে না। কিন্তু তাদের ধারণা ভুল। মহান আল্লাহ অবশ্যই মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে একত্রিত করবেন। এখানে বিশেষ করে অস্থি বা হাড়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, অস্থিই হল (মানবদেহ) সৃষ্টির মৌলিক কাঠামো।

([332]) بَنَانٌ হাত-পায়ের (আঙ্গুলের) অগ্রভাগকে বলা হয়; যা জোড়, নখ, সূক্ষ্ম উপশিরা এবং পাতলা হাড় (চামড়ার উপর সূক্ষ্ম রেখা) ইত্যাদি সমন্বিত থাকে। এত সূক্ষ্ম জিনিসগুলোকে তো আমি ঠিক ঠিকভাবে জুড়ে দেব। তাহলে বড় বড় অংশগুলোকে জোড়া দেওয়া কি আমার জন্য কোন কঠিন কাজ হবে? (আঙ্গুলের অগ্রভাগে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখা আছে এবং তা এমন সূক্ষ্মভাবে সুবিন্যস্ত আছে যে, একজনের আঙ্গুলের ছাপ অন্যজনের সাথে মিলে না। সুতরাং কী আজব কুদরত সেই মহান স্রষ্টার! -*সম্পাদক*)

([333]) অর্থাৎ, এই বিশ্বাসে পাপাচরণ এবং সত্যকে অস্বীকার করে যে, কিয়ামত আসবে না।

([334]) তারা এ প্রশ্ন এই জন্য করে না যে, কৃতপাপ হতে তওবা করবে। বরং কিয়ামত সংঘটিত হওয়াকে তারা অসম্ভব মনে করে। আর এই কারণেই তারা অন্যায়-অনাচার থেকে ফিরে আসে না। পরের আয়াতে মহান আল্লাহ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় বর্ণনা করছেন।

([335]) ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে। بَرِقَ، تَحَيَّرَ وَانْدَهَشَ যা মৃত্যুর সময় সাধারণতঃ হয়ে থাকে।

([336]) যখন চাঁদে গ্রহণ লাগে, তখনও সে (চাঁদ) জ্যোতিবিহীন হয়ে যায়। কিন্তু যে চাঁদ কিয়ামতের নিদর্শন স্বরূপ জ্যোতিবিহীন হবে তাতে পুনরায় আর জ্যোতি ফিরে আসবে না।

([337]) অর্থাৎ, জ্যোতিবিহীন হওয়াতে একরকম করা হবে। অর্থাৎ, চাঁদের মত সূর্যের জ্যোতিও শেষ হয়ে যাবে।

يَقُولُ الإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ (١٠)

(১০) সেদিন মানুষ বলবে, আজ পালাবার স্থান কোথায়?[৩৩৮]

كَلاَّ لا وَزَرَ (١١)

(১১) না, কোন আশ্রয়স্থল নেই।[৩৩৯]

إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (١٢)

(১২) সেদিন ঠাঁই হবে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট।[৩৪০]

يُنَبَّأُ الإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (١٣)

(১৩) সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে যে, সে কী অগ্রে পাঠিয়েছে ও কী পশ্চাতে রেখে গেছে।[৩৪১]

بَلْ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (١٤)

(১৪) বস্তুতঃ মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত।[৩৪২]

وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ (١٥)

(১৫) যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে।[৩৪৩]

لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (١٦)

(১৬) তাড়াতাড়ি অহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা ওর সাথে সঞ্চালন করো না।[৩৪৪]

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧)

(১৭) নিশ্চয় এটার সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই।[৩৪৫]

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨)

(১৮) সুতরাং যখন আমি ওটা (জিব্রাঈলের মাধ্যমে) পাঠ করি,[৩৪৬] তখন তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর।[৩৪৭]

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (١٩)

(১৯) অতঃপর নিশ্চয় এর বিবৃতির দায়িত্ব আমারই।[৩৪৮]

كَلاَّ بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (٢٠)

(২০) না, তোমরা বরং ত্বরান্বিত (পার্থিব) জীবনকে ভালবাস।

وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ (٢١)

(২১) এবং পরকালকে উপেক্ষা কর।[৩৪৯]

([338]) অর্থাৎ, যখন এ সব ঘটনাবলী ঘটবে, তখন মানুষ আল্লাহ অথবা জাহান্নামের আযাব থেকে পলায়নের পথ খুঁজবে, কিন্তু তখন পলায়নের পথ কোথায় পাবে?

([339]) وَزَرَ এমন পাহাড় বা দুর্গকে বলা হয়, যেখানে মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন কিন্তু এ রকম কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না।

([340]) যেখানে তিনি বান্দার মাঝে বিচার-ফায়সালা করবেন। এ সম্ভব হবে না যে, কেউ আল্লাহর এই আদালত থেকে নিজেকে গোপন ক'রে নেবে।

([341]) অর্থাৎ, তাকে তার সমস্ত আমল সম্পর্কে অবগত করানো হবে। সে আমলগুলো পুরাতন হোক বা নতুন, পূর্বে কৃত হোক বা পরে, ছোট হোক বা বড়। ﴿ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً ﴾ (الكهف: من الآية٤٩)

([342]) অর্থাৎ, তার হাত, পা, জিহ্বা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দেবে। অথবা এর অর্থ হল, মানুষ নিজের দোষগুলো খোদ জানে।

([343]) অর্থাৎ লড়াই করুক, ঝগড়া করুক, আর যত অপব্যাখ্যা করবে করুক; এ রকম ক'রে তার না কোন লাভ হবে, আর না সে নিজ বিবেককে সন্তুষ্ট করতে পারবে।

([344]) জিবরীল ﷺ যখন অহী নিয়ে আসতেন, তখন নবী ﷺও তাঁর সাথে সাথে তাড়াতাড়ি ক'রে পড়ে যেতেন। যাতে কোন শব্দ যেন ভুলে না যান। আল্লাহ তাঁকে ফিরিশ্তার সাথে এইভাবে পড়তে নিষেধ করলেন। *(বুখারী ঃ সূরা কিয়ামার তফসীর)* এ বিষয় পূর্বেও আলোচিত হয়েছে। ﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ﴾ *(সূরা ত্বাহা ১১৪ আয়াত দ্রঃ)* সুতরাং এই নির্দেশের পর রসূল ﷺ চুপ ক'রে কেবল শুনতেন।

([345]) অর্থাৎ, তোমার বক্ষে তা সংরক্ষণ ক'রে দেওয়া এবং জবানে তার পঠন কাজ চালু ক'রে দেওয়া হল আমার দায়িত্ব। যাতে তার কোন অংশ তোমার স্মরণচ্যুত না হয় এবং কোন কিছু তোমার স্মৃতি থেকে মুছে না যায়।

([346]) অর্থাৎ, ফিরিশ্তা (জিবরীল ﷺ) এর দ্বারা যখন আমি তোমার উপর এর পঠন কাজ সম্পূর্ণ ক'রে নিই।

([347]) অর্থাৎ, তার যাবতীয় বিধি-বিধান লোকদেরকে পাঠ ক'রে শুনাও এবং তার অনুসরণও কর।

([348]) অর্থাৎ, তার জটিল ব্যাপারগুলোর ব্যাখ্যা এবং হালাল ও হারামের বিশদ বিবরণ দেওয়ার দায়িত্বও আমারই। এর পরিষ্কার অর্থ হল, কুরআনের সংক্ষিপ্ত আয়াতগুলোর যে ব্যাখ্যা, অস্পষ্ট আয়াতগুলোর যে বিশদ বিবরণ (ভাব-সম্প্রসারণ) এবং তার সাধারণ ও ব্যাপকার্থবোধক আয়াতগুলোকে নির্দিষ্টীকরণের কাজ নবী ﷺ যে করেছেন -- যাকে হাদীস বলা হয়, এটাও আল্লাহর পক্ষ হতে (অহী ও) ইলহামের মাধ্যমে তাঁরই বুঝানোর আলোকে হয়েছে। কাজেই এটাকেও কুরআনের মত মেনে নেওয়া জরুরী।

([349]) অর্থাৎ, কিয়ামতের দিনকে মিথ্যা ভাব, আল্লাহর অবতীর্ণকৃত বিষয়ের বিরোধিতা কর এবং সত্য থেকে এই জন্যই মুখ ফিরিয়ে নাও যে, তোমরা দুনিয়ার জীবনকেই সব কিছু ভেবে নিয়েছ এবং আখেরাতকে তোমরা একেবারে ভুলে গেছ।

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢)

(২২) সেদিন বহু মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে।

إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (٢٣)

(২৩) তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।[৩৫০]

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (٢٤)

(২৪) আর বহু মুখমন্ডল হয়ে পড়বে বিবর্ণ।[৩৫১]

تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ (٢٥)

(২৫) এই ধারণা করবে যে, তাদের সাথে মেরুদন্ড-ভাঙ্গা আচরণ করা হবে।[৩৫২]

كَلاَّ إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِيَ (٢٦)

(২৬) কখনই (তোমাদের ধারণা ঠিক) না,[৩৫৩] যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে।[৩৫৪]

وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (٢٧)

(২৭) এবং বলা হবে, কেউ ঝাড়ফুঁককারী আছে কি?[৩৫৫]

وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (٢٨)

(২৮) সে দৃঢ়-বিশ্বাস ক'রে নেবে, এটাই তার বিদায়ের সময়।[৩৫৬]

وَالْتَفَّتْ السَّاقُ بِالسَّاقِ (٢٩)

(২৯) তখন পায়ের (নলার) সাথে পা (নলা) জড়িয়ে যাবে।[৩৫৭]

إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ (٣٠)

(৩০) সেদিন তোমার প্রতিপালকের দিকেই যাত্রা হবে।

فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى (٣١)

(৩১) সে সত্য বলে মানেনি এবং নামায পড়েনি।[৩৫৮]

وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (٣٢)

(৩২) বরং সে মিথ্যা মনে করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।[৩৫৯]

ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى (٣٣)

(৩৩) অতঃপর সে তার পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছিল দম্ভভরে।[৩৬০]

أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (٣٤)

(৩৪) দুর্ভোগ তোমার জন্য দুর্ভোগ।

ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (٣٥)

(৩৫) আবার দুর্ভোগ তোমার জন্য দুর্ভোগ।[৩৬১]

([350]) এটা হবে ঈমানদারদের চেহারা। তারা নিজেদের শুভ পরিণামের কারণে বড়ই প্রশান্ত, প্রসন্ন ও দীপ্তিমান হবে। এ ছাড়া তারা আল্লাহর মুখমন্ডল দর্শন লাভেও ধন্য হবে। যা সহীহ হাদীসসমূহে সুসাব্যস্ত এবং আহলে-সুন্নাহর সর্বসম্মত আক্বীদাও এটাই।

([351]) এ রকম হবে কাফেরদের চেহারা। بَاسِرَةٌ বিবর্ণ, ফ্যাকাসে এবং দুঃখ-দুশ্চিন্তায় কালো ও দীপ্তিহীন হবে।

([352]) আর তা এই যে, জাহান্নামে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে।

([353]) অর্থাৎ, এটা সম্ভব নয় যে, কাফেররা কিয়ামতের প্রতি ঈমান আনবে।

([354]) تَرَاقِي হল تَرْقُوَةٌ এর বহুবচন। অক্ষকাস্থি; কণ্ঠমূল ও বাহুসন্ধির মধ্যবর্তী অস্থিদ্বয়ের কোণখানিকে تَرْقُوَةٌ বলে। ভাবার্থ হল, যখন মৃত্যুর লৌহপঞ্জা তোমাদেরকে ধরবে এবং প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হবে।

([355]) অর্থাৎ, উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্য হতে কেউ এমন আছে কি, যে ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে তোমাদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি দেবে। কেউ কেউ এর তরজমা এইভাবেও করেছেন যে, 'এবং বলা হবে, (তার আত্মাকে নিয়ে আসমানে) আরোহণকারী কে?' রহমতের ফিরিশ্তা, না আযাবের ফিরিশ্তা? এই অর্থে এটা হবে ফিরিশ্তাদের কথা।

([356]) অর্থাৎ, যার আত্মা তার কণ্ঠনালীতে এসে উপস্থিত হয়ে যাবে, সে নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, এখন তার মাল-ধন, সন্তান-সন্ততি এবং দুনিয়ার প্রতিটি জিনিস থেকে পৃথক হয়ে বিদায় নেওয়ার পালা।

([357]) এ থেকে মৃত্যুর সময় পদনালীর সাথে পদনালীর (ঠ্যাং-এর সাথে ঠ্যাং) জড়িয়ে যাওয়াকে বুঝানো হয়েছে। অথবা এর অর্থ, কষ্টের উপর কষ্ট আসতে থাকা। অধিকাংশ মুফাস্সিরগণ দ্বিতীয় অর্থই গ্রহণ করেছেন। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([358]) অর্থাৎ, এই ব্যক্তি না রসূল ﷺ এবং ক্বুরআনকে সত্যজ্ঞান করেছে, আর না নামায আদায় করেছে। অর্থাৎ, সে আল্লাহর ইবাদতও করেনি।

([359]) অর্থাৎ, রসূল ﷺ-কে মিথ্যাজ্ঞান করেছে এবং ঈমান আনয়ন ও আনুগত্য করা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

([360]) يَتَمَطَّى অর্থাৎ দম্ভভরে ও অহংকারের সাথে।

([361]) এটা তিরস্কার বাক্য। এর প্রকৃত গঠন ছিল এই রকম, أَوْلاَكَ اللهُ مَـا تَكْرَهُـهُ আল্লাহ তোমাকে এমন জিনিসের সম্মুখীন করুক, যা তোমার কাছে অপছন্দনীয়! (অনুবাদে 'তোমার জন্য দুর্ভোগ' বলে সে কথা প্রকাশ করা হয়েছে।)

أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (٣٦)

(৩৬) মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেওয়া হবে?[৩৬২]

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (٣٧)

(৩৭) সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না?

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (٣٨)

(৩৮) অতঃপর সে রক্তপিন্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেন এবং সুঠাম বানান।[৩৬৩]

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنثَى (٣٩)

(৩৯) অতঃপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন জোড়া জোড়া নর ও নারী।

أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (٤٠)

(৪০) সেই স্রষ্টা কি মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন?[৩৬৪]

সূরা দাহ্‌র (ইনসান)[৩৬৫]

(মক্কায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ৭৬, আয়াত সংখ্যা ঃ ৩১

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً (١)

(১) অবশ্যই মানুষের উপর এমন এক সময় এসেছিল, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না।[৩৬৬]

إِنَّا خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً (٢)

(২) নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে,[৩৬৭] যাতে আমি তাকে পরীক্ষা করি, এই জন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।[৩৬৮]

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً (٣)

(৩) নিশ্চয় আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি; হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে।[৩৬৯]

([362]) অর্থাৎ, তাকে কিছুর আদেশ করা হবে না এবং কিছু থেকে নিষেধ করা হবে না, তার হিসাব হবে না এবং কোন শাস্তিও না? অথবা তাকে কবরে চিরদিনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে এবং সেখান হতে তাকে পুনর্জীবিত করা হবে না?

([363]) فَسَوَّى অর্থাৎ, তাকে সুন্দর সুবিন্যস্ত ক'রে পূর্ণ আকৃতি দিয়ে তার মধ্যে আত্মা দান করেছেন।

([364]) অর্থাৎ, যে আল্লাহ মানুষকে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন অবস্থার উপর অতিক্রম করিয়ে সৃষ্টি করেছেন তিনি কি মৃত্যুর পর পুনরায় তাকে জীবিত করতে সক্ষম নন? উক্ত আয়াত পাঠ করে বলতে হয় سُبْحَانَكَ فَبَلَى (সুবহা-নাকা ফাবালা), অর্থাৎ তুমি পবিত্র, অবশ্যই (তুমি সক্ষম)। *(আবূ দাউদ ৮৮৩, ৮৮৪নং, বাইহাক্বী)*

([365]) এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, না মদীনায় এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ উলামাগণ এটাকে মাদানী সূরাই বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, সূরাটির শেষের দশটি আয়াত মাক্কী, অবশিষ্ট আয়াতগুলো মাদানী। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* নবী ﷺ জুমআর দিন ফজরের নামাযে প্রথম রাকআতে সূরা সিজদাহ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা দাহ্‌র পাঠ করতেন। *(মুসলিম জুমআহ)* এই সূরাকে সূরা 'ইনসান'ও বলা হয়।

([366]) هَلْ এখানে قَدْ অর্থে ব্যবহৃত। إِنسَان বলতে কেউ কেউ 'আবুল বাশার' অর্থাৎ, প্রথম মানুষ আদম عليه السلام-কে বুঝিয়েছেন। আর حِيْنٌ (এক সময়) বলতে রূহ ফুঁকার পূর্বের কালকে বুঝানো হয়েছে, আর তা ছিল ৪০ বছর। অধিকাংশ মুফাস্‌সেরগণের নিকট 'মানুষ' শব্দটি শ্রেণীবাচক অর্থে ব্যবহার হয়েছে এবং তাঁরা حِيْنٌ (এক সময়) বলতে গর্ভধারণের সময়কে বুঝিয়েছেন। যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। এতে আসলে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে যে, সে সুন্দর এক আকৃতি নিয়ে পৃথিবীতে আসার পর প্রতিপালকের সামনে অহংকার ও দাম্ভিকতা প্রদর্শন করে। তাকে তো নিজের অবস্থা স্মরণ রাখা উচিত যে, আমি তো সে-ই, যার কোন অস্তিত্ব ছিল না, তখন আমাকে কে চিনত?

([367]) মিলিত শুক্র বা বীর্যবিন্দু বলতে নর-নারী উভয়ের মিশ্রিত বীর্য এবং তার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন অবস্থা। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল, তাকে পরীক্ষা করা। যেমন তিনি বলেছেন, "যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য; কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম?" *(সূরা মুলক ঃ ২ আয়াত)*

([368]) অর্থাৎ, তাকে শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি দান করেছি। যাতে সে সব কিছু দেখতে ও শুনতে পারে এবং তারপর আনুগত্যের অথবা অবাধ্যতার উভয় রাস্তার মধ্যে কোন এক রাস্তা অবলম্বন করতে পারে।

([369]) অর্থাৎ, উল্লিখিত শক্তি ও যোগ্যতাদি দেওয়ার সাথে সাথে আমি নিজেও আসমানী কিতাব, আম্বিয়া এবং হক্বপন্থী আহবানকারীদের মাধ্যমে সঠিক পথকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছি। এখন তার ইচ্ছা আল্লাহর আনুগত্যের পথ অবলম্বন ক'রে তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা গণ্য হোক অথবা তাঁর অবাধ্যতার পথ অবলম্বন ক'রে অকৃতজ্ঞ বান্দা হোক। যেমন, এক হাদীসে নবী করীম ﷺ

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلاَ وَأَغْلالاً وَسَعِيراً (٤)

(৪) নিশ্চয় আমি অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শৃঙ্খল, বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি।[৩৭০]

إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً(٥)

(৫) নিশ্চয় সৎকর্মশীলরা পান করবে এমন পানীয় যার মিশ্রণ হবে কর্পূর।[৩৭১]

عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً (٦)

(৬) এমন একটি ঝরনা;[৩৭২] যা হতে আল্লাহর দাসরা পান করবে, তারা এ (ঝরনা ইচ্ছামত) প্রবাহিত করবে।[৩৭৩]

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً (٧)

(৭) তারা মানত পূর্ণ করে[৩৭৪] এবং সেদিনের ভয় করে, যেদিনের বিপত্তি হবে ব্যাপক।[৩৭৫]

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً(٨)

(৮) আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও[৩৭৬] তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে অন্নদান করে।

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُوراً (٩)

(৯) (তারা বলে,) 'শুধু আল্লাহর মুখমন্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে অন্নদান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়।

إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً (١٠)

(১০) আমরা আশংকা করি আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের।'[৩৭৭]

فَوَقَاهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً

(১১) পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন সে দিনের অনিষ্ট হতে[৩৭৮] এবং তাদেরকে দেবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ।[৩৭৯]

বলেছেন, "প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের আত্মার বেচা-কেনা করে। সুতরাং হয় সে তাকে ধ্বংস ক'রে দেয় অথবা তাকে মুক্ত ক'রে নেয়।" *(মুসলিম ঃ পবিত্রতা অধ্যায়, ওযু পরিচ্ছেদ)* অর্থাৎ, নিজের আমল ও কর্মাকর্ম দ্বারা হয় তাকে ধ্বংস করে অথবা মুক্ত ক'রে নেয়। যদি সে পাপকাজ করে, তাহলে ধ্বংস করে। আর যদি পুণ্যকাজ করে, তাহলে সে আত্মাকে মুক্ত ক'রে নেয়।

([370]) এটা হবে আল্লাহর দেওয়া স্বাধীনতার অপব্যবহারের পরিণাম।

([371]) অসৎ লোকদের কথা আলোচনা করার পর এখানে সৎ লোকদের কথা আলোচিত হয়েছে। كَأْسٌ এমন পানপাত্রকে বলা হয়, যা (শারাব দ্বারা) পরিপূর্ণ হয়ে উচ্ছলিত হতে থাকে। কর্পূর ঠান্ডা এবং বিশেষ এক সুগন্ধযুক্ত হয়। তার মিশ্রণে পানীয়র স্বাদ পরিশুদ্ধ পানীয়র মত হয় এবং তার সুগন্ধি মস্তিষ্ককে সতেজ ও সুগন্ধিময় ক'রে তোলে।

([372]) অর্থাৎ, কর্পূর মিশ্রিত এই পানীয় দু'-চার কলসী বা ঘড়া হবে না, বরং তার ঝরনা হবে। অর্থাৎ, তা শেষ হবার নয়।

([373]) অর্থাৎ, তাকে যেদিকে চাইবে ঘুরিয়ে নেবে। নিজেদের বাসভবনে, মজলিসে ও বৈঠকে এবং বাইরের ময়দানে ও বিনোদনের জায়গাতেও।

([374]) অর্থাৎ, কেবলমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করে। মানত করলেও কেবল আল্লাহর জন্য করে এবং তা পূরণও করে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মানত পূরণ করাও জরুরী। তবে শর্ত হল, তা যেন কোন পাপ কাজের না হয়। কেননা, হাদীসে এসেছে যে, "যে ব্যক্তি এই মানত করল যে, সে আল্লাহর আনুগত্য করবে, সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি মানত করল যে, সে আল্লাহর অবাধ্যতা করবে, সে যেন তাঁর অবাধ্যতা না করে।" *(বুখারী ঃ ঈমান অধ্যায়, নেক কর্মে নযর পূরণ করার পরিচ্ছেদ)*

([375]) অর্থাৎ, সেই দিনকে ভয় ক'রে হারাম কাজ এবং পাপাচারে পতিত হয় না। 'যেদিনের বিপত্তি হবে ব্যাপক' এর অর্থ হল, সেই দিনে আল্লাহর পাকড়াও হতে কেবল সেই বাঁচতে পারবে, যাকে আল্লাহ তাঁর রহমত ও ক্ষমার চাদরে ঢেকে নেবেন। অবশিষ্ট সকলেই বিপত্তির আওতাভুক্ত হবে।

([376]) অথবা সে আল্লাহর মহব্বতে অভাবীদেরকে খাদ্য দান করে। বন্দী অমুসলিম হলেও তার সাথে উত্তম ব্যবহার করার তাকীদ করা হয়েছে। যেমন বদর যুদ্ধের কাফের বন্দীদের ব্যাপারে নবী ﷺ সাহাবাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তাদের সম্মান কর। তাই সাহাবায়ে কেরাম প্রথমে তাদেরকে খাবার খাওয়াতেন এবং তাঁরা নিজেরা পরে খেতেন। *(ইবনে কাসীর)* অনুরূপ ক্রীতদাস এবং চাকর-ভৃত্যরাও এরই অন্তর্ভুক্ত। তাদের সাথেও উত্তম ব্যবহার করার তাকীদ করা হয়েছে। নবী ﷺ-এর শেষ অসিয়ত এটাই ছিল যে, "তোমরা নামায এবং নিজেদের ক্রীতদাস-দাসীদের প্রতি খেয়াল রাখবে।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, অসীয়ত অধ্যায়)*

([377]) ইবনে আব্বাস ﷺ قَمْطَرِيرٌ এর অর্থ করেছেন সুদীর্ঘ। আর عَبُوسٌ অর্থ কঠিন। অর্থাৎ, সেই দিন হবে অতীব কঠিন দিন। কঠিনতা ও ভয়াবহতার কারণে কাফেরদের জন্য তা হবে খুবই সুদীর্ঘ। *(ইবনে কাসীর)*

([378]) যেমন, সে তার অনিষ্টকে ভয় করত এবং তা হতে বাঁচার জন্য আল্লাহর আনুগত্য করত।

([379]) অর্থাৎ, উজ্জ্বল হবে তাদের চেহারা এবং প্রফুল্ল হবে চিত্ত। যখন মানুষের অন্তর প্রফুল্লতায় ভরে যায়, তখন তার মুখমন্ডলও আনন্দে উজ্জ্বল হয়। নবী ﷺ-এর সম্পর্কে এসেছে যে, যখন তিনি কোন বিষয়ে খুশী হতেন, তখন তাঁর পবিত্র মুখমন্ডল এমন উজ্জ্বল হত যেন তা চাঁদের টুকরা। *(বুখারী ঃ যুদ্ধ অধ্যায়, তাবূক যুদ্ধ পরিচ্ছেদ, মুসলিম ঃ তাওবাহ অধ্যায়, কা'ব বিন মালেকের তওবা পরিচ্ছেদ)*

وَسُرُوراً(١١)

(১২) আর তাদের ধৈর্যশীলতার[৩৮০] পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে দেবেন জান্নাত ও রেশমী বস্ত্র।

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً (١٢)

(১৩) সেখানে তারা সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে, তারা সেখানে রৌদ্রতাপ অথবা অতিশয় শীত বোধ করবে না।[৩৮১]

مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلا زَمْهَرِيراً (١٣)

(১৪) সন্নিহিত বৃক্ষছায়া তাদের উপর থাকবে[৩৮২] এবং ওর ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করা হবে।[৩৮৩]

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً (١٤)

(১৫) তাদের উপর ঘুরানো হবে রৌপ্যপাত্র এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পান-পাত্র।[৩৮৪]

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ(١٥)

(১৬) রূপালী স্ফটিক-পাত্র,[৩৮৫] পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে তা পূর্ণ করবে।[৩৮৬]

قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيراً (١٦)

(১৭) সেখানে তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে শুঁঠ-মিশ্রিত পানীয়।[৩৮৭]

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْساً كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلاً (١٧)

(১৮) জান্নাতের এমন এক ঝরনার, যার নাম 'সালসাবীল'।[৩৮৮]

عَيْناً فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً (١٨)

(১৯) চির কিশোরগণ (গিলমান)[৩৮৯] তাদের কাছে (সেবার জন্য) ঘুরাঘুরি করবে, তুমি তাদেরকে দেখলে তোমার মনে হবে, তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা।[৩৯০]

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَنثُوراً (١٩)

(২০) তুমি দেখলে সেখানে[৩৯১] দেখতে পাবে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য।

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً (٢٠)

([380]) ধৈর্য ধরার অর্থ, দ্বীনের রাস্তায় যেসব কষ্ট আসে তা আনন্দের সাথে বরণ ক'রে নেওয়া এবং আল্লাহর আনুগত্যে প্রবৃত্তির চাহিদা ও তার তৃপ্তিকর বিষয়কে কুরবানী দেওয়া ও যাবতীয় অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা।

([381]) زَمْهَرِيْرٌ কঠিন শীতকে বলা হয়। অর্থাৎ, সেখানে সর্বদা একই রকম আবহাওয়া থাকবে। আর সেটা হবে বসন্তকাল; না গরম, আর না ঠান্ডা।

([382]) সেখানে সূর্যের তাপ থাকবে না। তা সত্ত্বেও গাছের ছায়া তাদের প্রতি ঝুঁকে থাকবে অথবা এর অর্থ হল, গাছের শাখাগুলো তাদের অনেক কাছে হবে।

([383]) অর্থাৎ, গাছের ফল আজ্ঞাবহ দাসের মত অপেক্ষায় থাকবে। মানুষের যখনই তা খাবার ইচ্ছা জাগবে, তখনই তা (ফল) নুয়ে এত নিকটে হয়ে যাবে যে, তারা বসে বসে অথবা শুয়ে শুয়ে তা নিয়ে খেতে পারবে। *(ইবনে কাসীর)*

([384]) অর্থাৎ, সেবক (গিলমান)রা তা নিয়ে জান্নাতীদের মাঝে ঘুরতে থাকবে।

([385]) অর্থাৎ, এই পানপাত্রগুলো রূপা ও কাঁচের তৈরী হবে। বড় মূল্যবান ও সুন্দর হবে। এমন বিচিত্র ধরনের গঠন হবে; দুনিয়াতে যার কোন নযীর নেই।

([386]) অর্থাৎ, এতে পানীয় এমন পরিমাপে রাখা থাকবে যে, এতে জান্নাতী পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে, পিপাসা অনুভব করবে না এবং আবখোরা ও পানপাত্রে অবশিষ্টও থাকবে না। মেহমানের খাতিরে এই পদ্ধতিও মেহমানের সম্মান অধিক বৃদ্ধি করে।

([387]) زَنْجَبِيْلٌ শুকনা আদা (শুঁঠ)কে বলে। এটা গরম জাতীয় জিনিস। এর মিশ্রণে সুগন্ধময় এক ধরনের ঝাঁজ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া আরবদের নিকট এটা অতীব পছন্দনীয় জিনিস। তাই তো তাদের চা-কফিতেও আদা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ, জান্নাতের এক প্রকার শারাব কর্পূর মিশ্রিত শীতল পানীয় হবে। আর এক প্রকারের শারাব শুঁঠ মিশ্রিত ঝাঁজালো হবে।

([388]) অর্থাৎ, এমন শুঁঠ মিশ্রিত শারাবেরও ঝর্ণা হবে, যার নাম হবে 'সালসাবীল'।

([389]) শারাবের গুণ বর্ণনা করার পর তাদের গুণের কথা আলোচনা হচ্ছে, যারা পানপাত্র পেশ করবে। 'চির-কিশোর'-এর একটি অর্থ হল, জান্নাতীদের মত এই সেবকদেরও মৃত্যু আসবে না। দ্বিতীয়ত অর্থ হল, তাদের কিশোরসুলভ বয়স ও সৌন্দর্য অব্যাহত থাকবে। তারা না বৃদ্ধ হবে, আর না তাদের রূপ-সৌন্দর্যের কোন পরিবর্তন ঘটবে।

([390]) সৌন্দর্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সজীবতা ও সতেজতায় তারা হবে মণি-মুক্তার মত। 'বিক্ষিপ্ত'র অর্থ, সেবার জন্য তারা চতুর্দিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকবে এবং অতি শীঘ্রতার সাথে সেবা কাজে নিরত থাকবে।

([391]) ثَمَّ শব্দটি যরফে মাকান (যার দ্বারা কোন স্থানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়)। أَيْ هُنَاكَ، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ অর্থাৎ, জান্নাতে যেদিকেই তাকাবে, সেখানে দেখতে পাবে---।

عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً (٢١)

(২১) তাদের দেহে হবে মিহি সবুজ এবং মোটা রেশমী কাপড়,[৩৯২] তারা অলঙ্কৃত হবে রৌপ্য-নির্মিত কঙ্কনে,[৩৯৩] আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়।

إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً (٢٢)

(২২) (বলা হবে) নিশ্চয় এটাই তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃত।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلاً (٢٣)

(২৩) নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি ক্রমে ক্রমে।[৩৯৪]

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً(٢٤)

(২৪) সুতরাং ধৈর্যের সাথে তোমার প্রতিপালকের ফায়সালার প্রতীক্ষা কর[৩৯৫] এবং তাদের মধ্যে যে পাপিষ্ঠ অথবা অবিশ্বাসী তার আনুগত্য করো না।[৩৯৬]

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (٢٥)

(২৫) এবং তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর সকাল ও সন্ধ্যায়।[৩৯৭]

وَمِنْ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً (٢٦)

(২৬) রাত্রির কিয়দংশে তাঁকে সিজদাহ কর এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।[৩৯৮]

إِنَّ هَؤُلاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلاً(٢٧)

(২৭) নিশ্চয় তারা ত্বরান্বিত (পার্থিব) জীবনকে ভালবাসে[৩৯৯] এবং তারা পরবর্তী কঠিন দিবসকে উপেক্ষা ক'রে চলে।[৪০০]

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلاً (٢٨)

(২৮) আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছি।[৪০১] আর আমি যখন ইচ্ছা করব, তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ (এক জাতিকে) প্রতিষ্ঠিত করব।[৪০২]

([392]) سُنْدُسٍ পাতলা বা মিহি রেশমী পোশাক। আর إِسْتَبْرَقٍ মোটা রেশমী পোশাক।

([393]) যেমন এক কালে বাদশাহ, সরদার এবং উচ্চমানের লোকেরা অলঙ্কার ব্যবহার করত।

([394]) অর্থাৎ, একই দফায় অবতীর্ণ করার পরিবর্তে প্রয়োজন ও চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ করেছি। এর দ্বিতীয় অর্থ এটাও হতে পারে যে, এই কুরআনকে আমিই অবতীর্ণ করেছি। এটা তোমার নিজ রচিত জিনিস নয়; যেমন মুশরিকরা দাবী করে।

([395]) অর্থাৎ, তাঁর ফায়সালার অপেক্ষা কর। তিনি তোমার সাহায্যে কিছু দেরী করলে (জানবে) তাতে তাঁর কোন হিকমত আছে। কাজেই ধৈর্য ও উদ্যমের প্রয়োজন আছে।

([396]) অর্থাৎ, যদি এরা তোমাকে আল্লাহর নাযিলকৃত নির্দেশাবলী থেকে বাধা দান করে, তবে তাদের কথা না মেনে তবলীগ ও দাওয়াতের কাজ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাও এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখ। তিনি মানুষ (তাদের অনিষ্ট) থেকে তোমার হেফাযত করবেন। 'পাপিষ্ঠ' তাকে বলা হয়, যে কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর অবাধ্যতা করে। আর 'অবিশ্বাসী' হল সেই, যার অন্তর অবিশ্বাসী। অথবা যে কুফরীতে সীমা অতিক্রম করে। কেউ কেউ বলেন, এ থেকে উদ্দেশ্য হল অলীদ ইবনে মুগীরাহ। সে রসূল ﷺ-কে বলেছিল, তুমি এ (ইসলাম প্রচার) কাজ থেকে বিরত থাক, আমরা তোমার ইচ্ছামত তোমার জন্য ধন-সম্পদ প্রদান করব এবং আরবের যে মহিলাকে তুমি বিবাহ করতে চাইবে, তারই সাথে আমরা তোমার বিবাহ দিয়ে দেব। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([397]) সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ, সব সময় আল্লাহর যিক্‌র কর। অথবা সকাল বলতে ফজরের নামাযকে এবং সন্ধ্যা বলতে আসরের নামাযকে বুঝানো হয়েছে।

([398]) কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন মাগরিব ও এশার নামায। আর 'তাসবীহ' করার অর্থ হল, যে কথাগুলো আল্লাহর জন্য উপযুক্ত নয়, তা থেকে তাঁকে পবিত্র ঘোষণা কর। কারো নিকটে এর অর্থ হল, রাতের নফল নামায। অর্থাৎ, তাহাজ্জুদের নামায। আর এখানে 'আদেশ' ইস্তিহবাব (যা করলে নেকী হয়, না করলে কোন পাপ হয় না) অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

([399]) অর্থাৎ, মক্কার কাফেররা এবং তাদের মত অন্য লোকেরা দুনিয়ার মায়াজালে বন্দী এবং তাদের সমস্ত চেষ্টা ও মনোযোগ এরই জন্য ব্যয়িত।

([400]) অর্থাৎ, কিয়ামতকে। তার কঠিনতা ও ভয়াবহতার কারণে তাকে (কঠিন ও) ভারী দিন বলা হয়েছে। আর 'উপেক্ষা করে চলে' অর্থ, তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে না এবং তার কোন পরোয়াও করে না।

([401]) অর্থাৎ, সৃষ্টিগঠনকে বলিষ্ঠ করেছি অথবা শিরা-উপশিরা দ্বারা তাদের জোড়গুলোকে এক অপরের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। অন্য কথায় তাদের জোড়গুলোকে বড় শক্তিশালী করেছি।

([402]) অর্থাৎ, তাদেরকে ধ্বংস করে তাদের স্থলে অন্য কোন সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করব অথবা এর অর্থ হল, কিয়ামতের দিন পুনরায় সৃষ্টি করব।

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً (٢٩)

(২৯) নিশ্চয় এটা এক উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করুক।[৪০৩]

وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (٣٠)

(৩০) তোমরা ইচ্ছা করবে না; যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন।[৪০৪] আর নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[৪০৫]

يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً (٣١)

(৩১) তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর করুণার অন্তর্ভুক্ত করেন। আর যালেমরা; তাদের জন্য তো তিনি প্রস্তুত রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[৪০৬]

সূরা মুরসালাত[৪০৭]

(মক্কায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ৭৭, আয়াত সংখ্যা ঃ ৫০

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً (١)

(১) শপথ কল্যাণ স্বরূপ প্রেরিত অবিরাম বায়ুর।[৪০৮]

فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفاً (٢)

(২) আর প্রলয়ঙ্করী ঝটিকার,[৪০৯]

وَالنَّاشِرَاتِ نَشْراً (٣)

(৩) শপথ মেঘমালা-সঞ্চালনকারী বায়ুর।[৪১০]

([403]) অর্থাৎ, এই ক্বুরআন থেকে হিদায়াত গ্রহণ করুক।

([404]) (অর্থাৎ, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে তোমাদের কোন ইচ্ছা সফল হতে পারে না।) অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে কারো এ সামর্থ্য নেই যে, সে নিজেকে হিদায়াতের পথে প্রতিষ্ঠিত এবং নিজের জন্য কোন কল্যাণের ব্যবস্থা ক'রে নেবে। হ্যাঁ, যদি আল্লাহ চান তবে এ রকম করা সম্ভব হবে। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পারবে না। তবে মনের নিয়ত (সংকল্প) সৎ ও সঠিক হলে তিনি নেকী অবশ্যই দেন। إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى "সমস্ত কাজ (এর নেকী) নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তা-ই পাবে, যার সে নিয়ত করবে।" *(বুখারী)*

([405]) যেহেতু তিনি প্রজ্ঞাময় ও সুকৌশলী, তাই তাঁর প্রতিটি কাজে হিকমত ও যৌক্তিকতা আছে। অতএব হিদায়াত এবং ভ্রষ্টতার ফায়সালাও কোন বিচার-বিবেচনা ছাড়াই যে হয়, তা নয়। বরং যাকে তিনি হিদায়াত দান করেন প্রকৃতপক্ষে সে হিদায়াতের যোগ্য থাকে। আর যার ভাগে ভ্রষ্টতা জোটে, সে আসলেই তার উপযুক্ত থাকে।

([406]) الظَّالِمِيْنَ কর্মপদ। কারণ এর পূর্বে يُعَذِّبُ ক্রিয়াপদ উহ্য আছে।

([407]) এটি মাক্কী সূরা। যেমন, বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে; ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন যে, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে মিনায় একটি গুহায় ছিলাম। এ সময় রসূল ﷺ-এর উপর সূরা মুরসালাত অবতীর্ণ হয়। তিনি সূরাটি পাঠ করছিলেন আর আমি তাঁর কাছ থেকে তা গ্রহণ করছিলাম। হঠাৎ করে সেখানে একটি সাপ এসে গেল। তিনি বললেন, তোমরা ওকে মেরে ফেল। কিন্তু সে (সাপটি) দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল। তিনি বললেন, "তোমরা তার অনিষ্ট থেকে এবং সে তোমাদের অনিষ্ট হতে বেঁচে গেল।" *(বুখারী ঃ সূরা মুরসালাত এর তফসীর, মুসলিম ঃ সাপ প্রভৃতি মারার অধ্যায়।)* নবী ﷺ কখনো কখনো মাগরিবের নামাযেও এই সূরা পাঠ করেছেন। *(বুখারী ঃ আযান অধ্যায়, মাগরিবে ক্বিরাআত পড়ার পরিচ্ছেদ, মুসলিম ঃ নামায অধ্যায়, ফজরে ক্বিরাআত পাঠ করার পরিচ্ছেদ)*

([408]) এই অর্থের দিক দিয়ে عُرْفاً এর মানে হবে অবিরাম। কেউ কেউ مُرْسَلاَتٌ থেকে ফিরিশ্তা অথবা আম্বিয়া অর্থ নিয়েছেন। এই ক্ষেত্রে عُرْفاً এর অর্থ হবে আল্লাহর অহী বা শরীয়তের বিধি-বিধান। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী এটা হল 'মাফউল লাহু' অর্থাৎ, لأَجْلِ الْعُرْفِ অথবা 'যের' দানকারী হরফকে বাদ দেওয়ার কারণে তাতে 'যবর' হয়েছে; আসলে ছিল بِالْعُرْفِ

([409]) অথবা সেই ফিরিশ্তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাদেরকে কোন কোন সময় ঝড়ের আযাবের সাথে প্রেরণ করা হয়।

([410]) অথবা সেই ফিরিশ্তাদের শপথ! যারা মেঘমালা বিস্তৃত করে কিংবা যারা মহাশূন্যে নিজেদের ডানা প্রসারিত করে। তবে ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) এবং ইমাম ত্বাবারী (রঃ) (المرسَلات، العاصِفَات، الناشِرات) এই তিন শব্দ থেকে হাওয়া অর্থ নেওয়াকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তরজমাতেও এই অর্থই করা হয়েছে।

فَالْفَارِقَاتِ فَرْقاً (٤)

(৪) শপথ মেঘমালা-বিক্ষিপ্তকারী বায়ুর,[৪১১]

فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْراً (٥)

(৫) শপথ তাদের যারা (মানুষের অন্তরে) উপদেশ পৌঁছিয়ে দেয়।[৪১২]

عُذْراً أَوْ نُذْراً (٦)

(৬) যা অনুশোচনা স্বরূপ বা সতর্কতা স্বরূপ।[৪১৩]

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ (٧)

(৭) নিশ্চয়ই তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা অবশ্যম্ভাবী।[৪১৪]

فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ (٨)

(৮) যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হবে।[৪১৫]

وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ (٩)

(৯) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে।

وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ (١٠)

(১০) যখন পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে উড়িয়ে দেওয়া হবে।[৪১৬]

وَإِذَا الرُّسُلُ وُقِّتَتْ (١١)

(১১) এবং রসূলগণকে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত করা হবে।[৪১৭]

لأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ (١٢)

(১২) এই সমুদয় বিলম্বিত করা হয়েছে কোন্ দিবসের জন্য?[৪১৮]

لِيَوْمِ الْفَصْلِ (١٣)

(১৩) ফায়সালা দিবসের জন্য।[৪১৯]

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ (١٤)

(১৪) কিসে তোমাকে জানাল, ফায়সালা দিবস কি?

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٥)

(১৫) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যাজ্ঞানকারীদের জন্য।[৪২০]

أَلَمْ نُهْلِكِ الأَوَّلِينَ (١٦)

(১৬) আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করিনি?

([411]) অথবা সেই ফিরিশ্তাদের কসম! যারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যসূচক যাবতীয় বিধি-বিধান নিয়ে অবতরণ করে। অথবা উদ্দেশ্য কুরআনের আয়াতসমূহ; যার দ্বারা সত্য ও মিথ্যা এবং হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়। কিংবা রসূল ﷺ-কে বুঝানো হয়েছে, যিনি আল্লাহর অহীর মাধ্যমে হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট করেন।

([412]) যাঁরা আল্লাহর কালাম পয়গম্বরদের কাছে পৌঁছান অথবা রসূল যিনি আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত অহী তাঁর উম্মতের কাছে পৌঁছিয়ে দেন।

([413]) উভয় শব্দই 'মাফউল লাহু' (কারণসূচক পদ) لأَجْلِ الإِعْذَارِ والإِنْذَارِ অর্থাৎ, ফিরিশ্তাগণ অহী নিয়ে আসেন যাতে লোকদের উপর হুজ্জত কায়েম হয়ে যায় এবং তারা যেন এই ওজর-আপত্তি করতে না পারে যে, আমাদের কাছে তো কেউ আল্লাহর বার্তা নিয়ে আসেনি। অথবা উদ্দেশ্য তাদেরকে ভয় দেখানো, যারা অস্বীকারকারী ও কাফের। অথবা অর্থ হল, মু'মিনদের জন্য সুসংবাদ, আর কাফেরদের জন্য সতর্ক। ইমাম শওকানী (রঃ) বলেন, عَاصِفَاتٌ، مُرْسِلاَتٌ এবং نَاشِرَاتٌ এর অর্থ বাতাস। আর فَارِقَاتٌ وَمُلْقِيَاتٌ এর অর্থ ফিরিশ্তা। এটাই প্রাধান্য প্রাপ্ত কথা।

([414]) শপথ গ্রহণ করার অর্থ হল যে কথার জন্য শপথ গ্রহণ করা হয় সে কথার গুরুত্বকে শ্রোতাদের কাছে স্পষ্ট করা এবং তার সত্যতাকে প্রকাশ করা। এখানে যে কথার জন্য শপথ করা হয়েছে সে কথা (অথবা কসমের জওয়াব) হল, তোমাদের সাথে কিয়ামতের যে অঙ্গীকার করা হয়েছে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। অর্থাৎ, এতে সন্দেহ করার কিছু নেই, বরং এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে। এই কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে পরের আয়াতগুলোতে তা স্পষ্ট করা হয়েছে।

([415]) طَمْسٌ এর অর্থ, মিটে যাওয়া এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ, যখন তারকার জ্যোতি নিঃশেষ হয়ে যাবে; এমন কি তার কোন চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না।

([416]) অর্থাৎ, সেগুলোকে যমীন থেকে উপড়িয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে এবং তা একেবারে পরিষ্কার ও সমতল হয়ে যাবে।

([417]) অর্থাৎ, বিচার-ফায়সালার জন্য। তাঁদের বয়ানসমূহ শুনে তাঁদের সম্প্রদায়ের ব্যাপারে ফায়সালা করা হবে।

([418]) এখানে জিজ্ঞাসা মাহাত্ম্য ও বিস্ময় প্রকাশের জন্য। অর্থাৎ, কি মহান দিনের জন্য, ঐ নবীদেরকে একত্রিত হওয়ার সময় বিলম্বিত করা হয়েছে; যেদিনের কঠিনতা এবং ভয়াবহতা মানুষের জন্য বড়ই বিস্ময়কর হবে।

([419]) অর্থাৎ, যেদিন লোকদের মাঝে ফায়সালা করা হবে। সেদিন কেউ যাবে জান্নাতে, আর কেউ যাবে জাহান্নামে।

([420]) وَيْلٌ অর্থাৎ, দুর্ভোগ, ধ্বংস। কেউ কেউ বলেন, وَيْلٌ জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। এই আয়াতটির এই সূরাতে বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। কারণ, প্রত্যেক মিথ্যাবাদীর অপরাধ একে অপর হতে ভিন্ন ধরনের হবে এবং এই হিসাবে আযাবের ধরনও ভিন্ন ভিন্ন হবে। কাজেই এই 'ওয়াইল'-এরই বিভিন্ন ভাগ রয়েছে, যা ভিন্ন ভিন্ন মিথ্যাবাদীদের জন্য পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الآخِرِينَ (١٧)

(১৭) অতঃপর আমি পরবর্তীদেরকে তাদের অনুগামী করব।[৪২১]

كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (١٨)

(১৮) অপরাধীদের প্রতি আমি এরূপই ক'রে থাকি।[৪২২]

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٩)

(১৯) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যাজ্ঞানকারীদের জন্য।

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (٢٠)

(২০) আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করিনি।

فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (٢١)

(২১) অতঃপর আমি ওটাকে স্থাপন করেছি নিরাপদ আধারে।[৪২৩]

إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ (٢٢)

(২২) এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত।[৪২৪]

فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (٢٣)

(২৩) আমি একে গঠন করেছি পরিমিতভাবে,[৪২৫] আমি কত সুনিপুণ স্রষ্টা!

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٢٤)

(২৪) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যাজ্ঞানকারীদের জন্য।

أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتاً (٢٥)

(২৫) আমি কি ভূমিকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারী রূপে।

أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً (٢٦)

(২৬) জীবিত ও মৃতের জন্য?[৪২৬]

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتاً(٢٧)

(২৭) আমি ওতে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা[৪২৭] এবং তোমাদেরকে দিয়েছি সুপেয় পানি।

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٢٨)

(২৮) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যাজ্ঞানকারীদের জন্য।

انطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (٢٩)

(২৯) তোমরা যাকে মিথ্যাজ্ঞান করতে, চল তারই দিকে।[৪২৮]

انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ (٣٠)

(৩০) চল তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে।[৪২৯]

لاَ ظَلِيلٍ وَلا يُغْنِي مِنَ اللهَبِ (٣١)

(৩১) যে ছায়া শীতল নয় এবং যা রক্ষা করে না অগ্নিশিখা হতে।[৪৩০]

إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (٣٢)

(৩২) এটা উৎক্ষেপ করবে বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ অট্টালিকা তুল্য।[৪৩১]

كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ (٣٣)

(৩৩) ওটা হলুদ বরণ উটদলের মত।[৪৩২]

([421]) অর্থাৎ, মক্কার কাফের এবং তাদের মত যারা রসূল ﷺ-কে অবিশ্বাস করেছে।

([422]) অর্থাৎ, শাস্তি দিই দুনিয়াতে অথবা আখেরাতে।

([423]) অর্থাৎ, মায়ের গর্ভাশয়ে।

([424]) অর্থাৎ, গর্ভের নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত; ছয় থেকে নয় মাস।

([425]) অর্থাৎ, মাতৃগর্ভে তার দৈহিক গঠন-বিন্যাসের ব্যাপারে সঠিক অনুমান ক'রে নিয়েছি যে, উভয় চোখ, উভয় হাত, উভয় পা এবং উভয় কানের মধ্যে ও অন্যান্য আরো অঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক কতটা ব্যবধান থাকা উচিত। (কোথায় কোন্ অঙ্গ রাখা উচিত।)

([426]) অর্থাৎ, যমীন বা ভূমি জীবন্তদেরকে নিজ পিঠে এবং মৃতদেরকে নিজ পেটে ধারণ ক'রে রাখে।

([427]) رَوَاسِيَ হল, رَاسِيَةٌ এর বহুবচন। অর্থ সুদৃঢ় পাহাড়। شَامِخَاتٌ সুউচ্চ।

([428]) এ কথা ফিরিশ্তারা জাহান্নামীদেরকে বলবেন।

([429]) জাহান্নাম থেকে যে ধোঁয়া বের হবে তা উঁচু হয়ে তিন দিকে ছড়িয়ে যাবে। অর্থাৎ, যেমন দেওয়াল অথবা গাছের ছায়া হয়, যাতে মানুষ শান্তি ও স্বস্তি অনুভব করে, জাহান্নামের এই ধোঁয়া কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে রকম হবে না। এই ধোঁয়ার ছায়ায় জাহান্নামী কোন স্বস্তি লাভ করবে না।

([430]) অর্থাৎ, জাহান্নামের উষ্ণতা থেকে বাঁচাও সম্ভব হবে না।

([431]) এর আর একটা তর্জমা হল যে, এটা উৎক্ষেপ করবে বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ গাছের গুঁড়ির মত।

([432]) صُفْرٌ হল أَصْفَرُ এর বহুবচন (হলুদ বর্ণ)। কিন্তু আরবদের নিকট এর ব্যবহার কালো অর্থেও হয়ে থাকে। এই দিক দিয়ে অর্থ হবে, তার এক একটি স্ফুলিঙ্গ এত বড় হবে, যেমন অট্টালিকা বা দুর্গ। আবার প্রত্যেক স্ফুলিঙ্গের আরো অনেক বড় বড় খন্ড হবে, যেমন হয় উট।

(৩৪) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যাজ্ঞানকারীদের জন্য।

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٣٤)

(৩৫) এটা এমন একদিন যেদিন কারো মুখে কথা ফুটবে না।[৪৩৩]

هَذَا يَوْمُ لا يَنطِقُونَ (٣٥)

(৩৬) এবং তাদেরকে ওজর পেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না।[৪৩৪]

وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (٣٦)

(৩৭) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যাজ্ঞানকারীদের জন্য।

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٣٧)

(৩৮) এটাই ফায়সালার দিন, আমি একত্রিত করেছি তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তীদেরকে।[৪৩৫]

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالأَوَّلِينَ (٣٨)

(৩৯) তোমাদের কোন অপকৌশল থাকলে, তা আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ কর।[৪৩৬]

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ (٣٩)

(৪০) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যাজ্ঞানকারীদের জন্য।

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٤٠)

(৪১) আল্লাহ-ভীরুরা থাকবে ছায়া[৪৩৭] ও ঝরনাসমূহে।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلالٍ وَعُيُونٍ (٤١)

(৪২) তাদের বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে।[৪৩৮]

وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (٤٢)

(৪৩) তোমরা তোমাদের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ তৃপ্তির সাথে পানাহার কর।[৪৩৯]

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٤٣)

(৪৪) এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত ক'রে থাকি।[৪৪০]

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٤٤)

(৪৫) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যাজ্ঞানকারীদের জন্য।[৪৪১]

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٤٥)

(৪৬) তোমরা অল্প কিছুদিন পানাহার ও ভোগ ক'রে নাও; তোমরা তো অপরাধী।[৪৪২]

كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ (٤٦)

([433]) হাশরের ময়দানে কাফেরদের বিভিন্ন অবস্থা হবে। একটি সময় এমনও হবে যখন তারা সেখানেও মিথ্যা বলবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের মুখে মোহর মেরে দেবেন এবং তাদের হাত-পা সাক্ষ্য দেবে। তারপর যখন তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন অতীব চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতিতে তাদের জবান বোবা হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেছেন, তারা কথা তো বলবে; কিন্তু তাদের (বাঁচার) কোন হুজ্জত-দলীল থাকবে না। এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যে, মনে হবে তারা যেন কথা বলতেই জানে না। যেমন, যার কাছে কোন যুক্তিগ্রাহ্য ওজর বা সন্তোষজনক দলীল থাকে না, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে দুনিয়াতে আমরা বলি যে, সে তো আমাদের সামনে কথা বলতেই পারবে না।

([434]) অর্থাৎ, তাদের কাছে পেশ করার মত এমন কোন গ্রহণযোগ্য ওজর থাকবে না, যা তারা পেশ ক'রে মুক্তি পেতে সক্ষম হবে।

([435]) এ কথা মহান আল্লাহ বান্দাদেরকে সম্বোধন ক'রে বলবেন। আমি তোমাদের পূর্বাপর সকলকে আমার পরিপূর্ণ শক্তি দ্বারা ফায়সালা করার জন্য একই ময়দানে একত্রিত ক'রে নিয়েছি।

([436]) এটা আল্লাহর কঠোর ধমক। যদি তোমরা আমার পাকড়াও থেকে বাঁচতে পার এবং আমার হুকুম হতে বের হতে পার, তবে বেঁচে ও বের হয়ে দেখিয়ে দাও। কিন্তু সেখানে এ শক্তি কার হবে? এই আয়াতটি ঠিক এই আয়াতের মত, ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا ﴾ অর্থাৎ, হে জ্বিন ও মানুষ সম্প্রদায়! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার, তাহলে অতিক্রম কর--। *(সূরা রহমান ৩৩ আয়াত)*

([437]) অর্থাৎ, বৃক্ষাদি এবং অট্টালিকার ছায়া। মুশরিকদের ন্যায় আগুনের ধোঁয়ার ছায়া হবে না।

([438]) সর্বপ্রকার ফল-মূল। যখনই তারা তা খেতে ইচ্ছা করবে, তখনই তা এসে উপস্থিত হয়ে যাবে।

([439]) এটা অনুগ্রহ স্বরূপ বলা হবে না। بِمَا كُنْتُمْ এ بَ হরফটি কারণ বর্ণনাকারীরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, জান্নাতের এই নিয়ামতগুলো সেই নেক কাজগুলোর কারণে তোমরা পেয়েছ, যা তোমরা দুনিয়াতে করেছিলে। এর অর্থ হল, আল্লাহর যে রহমতের অসীলায় মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেই রহমত লাভ করার মাধ্যম হল সৎকর্মাবলী। যারা সৎকর্ম ছাড়াই আল্লাহর রহমত ও তাঁর ক্ষমা পাওয়ার আশাবাদী, তাদের দৃষ্টান্ত ঠিক সেই চাষীর মত, যে জমিতে চাষ না দিয়েই এবং বীজ না বুনেই ফসল পাওয়ার আশাবাদী হয়ে বসে থাকে। অথবা তার মত যে নিম গাছের বীজ লাগিয়ে আঙ্গুর ফলের আশা রাখে।

([440]) এখানেও পূর্বোক্ত বিষয়ের উপর তাকীদ করা এবং তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, যদি আখেরাতে উত্তম পরিণাম পাওয়ার আশাবাদী হও, তবে দুনিয়াতে নেকী ও কল্যাণের পথ অবলম্বন কর।

([441]) আল্লাহভীরুদের ভাগে জুটবে জান্নাতের নিয়ামত এবং ওদের ভাগে জুটবে বড়ই দুর্ভাগ্য।

([442]) এ সম্বোধন কিয়ামতের অবিশ্বাসীদেরকে করা হয়েছে। আর এ আদেশ ধমক ও তিরস্কার স্বরূপ। অর্থাৎ, ঠিক আছে কয়েক

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٤٧)

(৪৭) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যাজ্ঞানকারীদের জন্য।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ (٤٨)

(৪৮) যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহর জন্য রুকূ কর (নামায পড়), তখন তারা রুকূ করে না (নামায পড়ে না)।[৪৪৩]

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٤٩)

(৪৯) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যাজ্ঞানকারীদের জন্য।[৪৪৪]

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (٥٠)

(৫০) সুতরাং তারা এ (কুরআনে)র পরিবর্তে আর কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে?[৪৪৫]

দিন খুব মজা করে নাও। তোমাদের মত পাপীদের জন্য শাস্তির যাঁতাকল প্রস্তুত হয়ে আছে।

([443]) অর্থাৎ, যখন তাদেরকে নামায পড়তে বলা হয়, তখন তারা নামায পড়ে না।

([444]) অর্থাৎ, তাদের জন্য দুর্ভোগ, যারা আল্লাহর আদেশাবলী ও নিষেধাবলীকে অমান্য করেছে।

([445]) অর্থাৎ, যদি এই কুরআনেরই প্রতি ঈমান না আনে, তাহলে এরপর আর কোন্ এমন বাণী আছে, যার উপর তারা ঈমান আনবে? এখানেও কুরআনকে 'হাদীস' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন আরো অনেক স্থানে করা হয়েছে। একটি দুর্বল হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি সূরা তীনের শেষ আয়াত أَلَيْسَ اللهُ... পড়বে, সে উত্তরে বলবে, بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ আর সূরা ক্বিয়ামার শেষ আয়াতের উত্তরে বলবে, بَلَى এবং فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوْنَ এর উত্তরে বলবে, آمَنَّا بِاللهِ (আবূ দাউদ রুকু-সিজদার পরিমাণ পরিচ্ছেদ, যয়ীফ আবূ দাউদ আলবানী) কোন কোন আলেমের নিকট শ্রোতাকেও উত্তর দেওয়া উচিত। (কিন্তু হাদীস সহীহ নয়, বিধায় এর উপর আমল বৈধ নয়। -সম্পাদক)